NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিজ্ঞির মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com

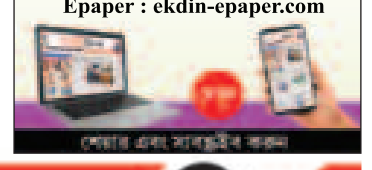

৪ চেন্নাইয়ের নায়ক সেই 'বুড়ো' ধোনি

'জয় তো জয়ই' মনে হচ্ছে পান্ডিয়ার ৮

কলকাতা ২০ এপ্রিল ২০২৪ ৭ বৈশাখ ১৪৩০ শনিবার সপ্তদশ বর্ষ ৩০৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 20.4.2024, Vol.17, Issue No. 308, 8 Pages, Price 3.00

কোচবিহার ও শিলিগুড়িতে বিক্ষিপ্ত অশান্তি ছাড়া শান্তিপূর্ণ প্রথম দফা

নিজস্ব প্রতিবেদন: অশান্তির আশঙ্কা ছিল। তাই প্রথম দফার নির্বাচনে উত্তরের ৩ কেন্দ্রে ২৬৩ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী নামিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। এই সিদ্ধান্তের সুফল দেখল বাংলা। কিন্তু অশান্তির আঁচ দেখা গেল কোচবিহার ও শিলিগুড়িতে। তবে কমিশনের মতে, দু-একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া, প্রথম দফায় কার্যত রক্তপাতহীন নির্বাচন সম্পন্ন হল তিন লোকসভা কেন্দ্রে। পাশাপাশি, তীব্র গরমকে উপেক্ষা করে দেশের নিরিখে রেকর্ড ভোট পড়ল বাংলার ৩ কেন্দ্রে।

কয়েকটি জায়গায় বুথ জ্যাম, ভুয়ো এজেন্ট পাকড়াও, বুথের বাইরে রাজনৈতিক গোলমাল- এমন কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া শুক্রবার রাজ্যে প্রথম দফার ভোট শান্তিতেই সম্পন্ন হয়েছে বলে জানাল নির্বাচন কমিশন। এদিন ভোট পর্ব শেষে সাংবাদিক বৈঠক থেকে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব বলেন, দু'একটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া তিনটি কেন্দ্রে শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে।

এদিন আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের মোট ৫,৮১৪ টি বুথে ভোটগ্রহণ হয়। তিনটি কেন্দ্রে মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ৫৬ লক্ষ ২৬ হাজার ১০৮জন। ভোটের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ২৭ হাজার ৯০৭ জন ভোট কর্মী। পুলিশ অবজারভার, স্পেশ্যাল অবজারভারের পাশাপাশি ৫৮১ জন মাইক্রো অবজারভার ছিলেন।

কমিশন সূত্রে জানানো হয়েছে, শুক্রবার ভোটের কাজে বাধা দানের কারণে মোট ১২ জন গ্রেপ্তার হয়েছে। এরমধ্যে ১০টি ভোটদানের আগে গোলমালের অভিযোগে এবং ভোট চালুর পর নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে আরও ২জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। সব কটি গ্রেপ্তারের ঘটনায় ঘটেছে কোচবিহার জেলায়। ভোটকে ঘিরে এখনও পর্যন্ত বেআইনি নগদ অর্থ বাজেয়াপ্তের পরিমাণ ১৪.১১ কোটি টাকা। মোট ১০ টি বোমা উদ্ধার করা হয়েছে। তবে কোথাও কোনো বোমা ফাটার ঘটনা ঘটেনি। সবকটি বোমাই কোচবিহার থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

ভোট চলাকালীন মাথাভাঙায় অসুস্থ হয়ে পড়েন একজন প্রিসাইডিং অফিসার। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে অন্য প্রিসাইডিং অফিসারকে আনা হয়। কমিশন সূত্রে জানানো হয়েছে, এদিন ভোটকে কেন্দ্র করে মোট ৫৫৬ টি অভিযোগ জমা পড়েছে। এর মধ্যে কোচবিহারে ২৬৯টি, আলিপুরদুয়ারে ১৬২টি এবং জলপাইগুড়িতে ১২৫টি অভিযোগ জমা পড়েছে। তিনটি লোকসভা এলাকায় ১২১টি কুইক রেসপন্স টিম রাখা হয়েছিল।

পুলিশ-বিজেপি ধস্তাধস্তি শিলিগুড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় ভোট পরিদর্শনে গেলে পুলিশ তাঁকে আটকে দেয় বলে অভিযোগ। তাঁকে বুথে ঢোকার মুখে আটকে দেন পুলিশকর্মীরা। শিখা বলেন, 'অন্যান্য বুথের মতো এখানেও পরিদর্শনে এলে পুলিশের উচ্চ পদমর্যাদার অফিসার আমায় বলেন, আমি এখানে থাকতে পারব না।' এই ঘটনাকে করে সারাদিনে পরে দফায় দফায় অশান্তি ছড়ায়। ঘটনার রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে কমিশন।

মুর্শিদাবাদে ধর্মীয় রাজনীতির অভিযোগ তুলে বিজেপিকে তোপ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুর্শিদাবাদে ভোটপ্রচারে ফের বিজেপির বিরুদ্ধে ধর্মীয় রাজনীতির অভিযোগ তুললেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতার অভিযোগ, ভোটে ফায়দা তুলতে ইচ্ছাকৃতভবে মুর্শিদাবাদে অশান্তি বাঁধানোর চেষ্টা হচ্ছে। আর বিজেপি যে ধর্মের নামে রাজনীতি করছে, সেটা আসল হিন্দু ধর্ম নয় বলেও দাবি মুখ্যমন্ত্রীর।

শুক্রবার প্রথম দফার ভোটের দিন হরিহরপাড়ার সভায় তৃণমূল নেত্রী বললেন, 'পরশুদিন ছোট্ট একটা ঘটনা ঘটিয়েছিল। কালকে আবার ঘটিয়েছিল। ওসি আহত হয়েছে। সব মিলিয়ে ১৯ জন আহত হয়েছেন।' মমতার প্রশ্ন, 'কেন অস্ত্র নিয়ে মিছিল করবেন আপনারা? কে আপনাকে অধিকার দিয়েছে অস্ত্র নিয়ে মিছিল করার? কে অধিকার দিয়েছে মণিপুরে চার্চ পুড়িয়ে দেওয়ার, কে তোমাকে অধিকার দিয়েছে মসজিদ দেখলেই বোমা মারার? কে আপনাকে অধিকার দিয়েছে সংখ্যালঘু দেখলেই বাড়িতে এনআইএ ঢুকিয়ে দেওয়ার?'

এর পরই বিজেপির হিন্দুত্বকে নিশানা করে মমতার বক্তব্য, 'যেটাকে ওরা হিন্দু ধর্ম বলছে, ওটা হিন্দু ধর্ম নয়। চাপিয়ে দেওয়া বহিরাগত দাঙ্গা-দস্যু-ধর্ম। এই ধর্ম রামকৃষ্ণের হিন্দু ধর্ম নয়, বহিরাগতদের চাপিয়ে দেওয়া দস্যু দাঙ্গা ধর্ম।' মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা, 'আমি বেঁচে থাকতে বাংলায় এনআরসি হতে দেব না। সিএএ আমি করতে দেব না। ইউনিফর্ম সিভিল কোডও করতে দেব না। ওটা চালু হলে আপনার আলাদা বলে কোনও ধর্মীয় রীতি থাকবে না।'

মুর্শিদাবাদে তৃণমূলের লড়াই বাম-কংগ্রেসের বিরুদ্ধেও। সম্ভবত সেকারণেই ইন্ডিয়া জোটে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, 'বাংলায় কোনও ইন্ডিয়া জোট নেই। এখানে নাকি সিপিএম আর কংগ্রেস সিট শেয়ারিং করেছে। বিজেপির থেকে কিছু কিছু নিচ্ছে, আর এসব করছে।' মমতার সাফ কথা, 'দিল্লিতে ইন্ডিয়ার সরকার হলে সাহায্য করবে তৃণমূলই। আমরাই নেতৃত্ব দেব ইন্ডিয়া জোটের।'

ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ

■ তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ তোলেন জলপাইগুড়ির বিজেপি প্রার্থী তথা বিদায়ী সাংসদ জয়ন্ত রায়। পাল্টা তোপ দাগে তৃণমূলও। সকাল থেকেই জেলার বিভিন্ন বুথের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে টহল দিচ্ছেন প্রার্থী জয়ন্ত রায়। সঙ্গে ছিলেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চ্যাটার্জি। ফুলবাড়ি এলাকার বিভিন্ন বুথ পরিদর্শন করে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জয়ন্ত বলেন, 'এমনি সকাল থেকে পরিস্থিতি ঠিকই রয়েছে। কিন্তু গত কাল থেকে কিছু কিছু জায়গায় অশান্তি করার চেষ্টা করছিল তৃণমূল আশ্রিত কিছু লোক। জলপাইগুড়ি সদরে গভর্নমেন্ট গার্লস হাইস্কুলে জলপাইগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ৫০ মিটারের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন।

রাজভবনের পিস রুম থেকে প্রথম দফার নির্বাচনে নজরদারি রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সারা দেশের সঙ্গে প্রথম দফার ভোট শুরু হয়েছে বঙ্গেও। এই প্রথম দফার ভোটে অংশ নিয়েছেন জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দারা। এদিকে রাজভবনের তরফ থেকে জানানো হয়েছিল নির্বাচন সংক্রান্ত অভিযোগ জানাতে খোলা হচ্ছে পিস রুম। সেই মতো শুক্রবার রাজভবনের পক্ষ থেকে খোলা সেই পিস রুমেই শুক্রবার দেখা যায় রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে। রাজভবনের পিস রুমে ইমেলের মাধ্যমে ১৮৭টি অভিযোগ এসেছে বলে রাজভবন সূত্রে খবর।

রাজভবনের তরফ থেকে এও জানানো হয়, শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ রাজভবনের পক্ষ থেকে খোলা হয় পিস রুম। উদ্দেশ্য একটাই, লোকসভা নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় যদি কোনও অভিযোগ থাকে তাহলে সাধারণ মানুষ ফোন করে সরাসরি তা জানাতে পারবেন রাজভবনে। ২৪ ঘণ্টাই খোলা থাকছে ওই পিস রুম। এদিন পিস রুমে রাজ্যপাল থাকাকালীন তাঁর সামনেই বেশ কিছু অভিযোগ আসে। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে যথাযথ পদক্ষেপও করা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে রাজভবনের পক্ষ থেকে। এদিকে ভোটের দিন সকালেই সোজা কালীঘাট মন্দিরে পৌঁছে যান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। দিলেন পুজো। প্রথম দফার ভোট যাতে সুষ্ঠভাবে, শান্তিতে হয় সে কারণেই পুজো রাজ্যপালের, এমনটাই জানান তিনি। একইসঙ্গে তিনি এও জানান, সকালে তাঁর কিছু কর্মসূচি আছে তারপরে সারাদিনই তিনি তাঁর পিস রুমে থাকবেন। উত্তরবঙ্গের সফর বাতিল হলেও যেখানে অশান্তির খবর আসবে সেখানেই তিনি ছুটে যাবেন বলে জানান রাজ্যপাল।

এদিকে এদিন সকালে ভোট পর্বের শুরু থেকেই উত্তরবঙ্গের নানা প্রান্ত থেকে অশান্তির ছবি সামনে আসতে থাকে। সবথেকে বেশি অশান্তির ঘটনা নজরে আসে কোচবিহারে। তপ্ত হয় দিনহাটা, সিতাই, শীতলকুচি, ভেটাগুড়িও। সকাল থেকেই উত্তরবঙ্গ থেকে এসেছে বেশ কিছু অভিযোগ। এ প্রসঙ্গে সিভি আনন্দ বোস বলেন, রাজ্যপাল হিসেবে তিনি তার যে ভূমিকা সেটা তিনি পালন করবেন। অভিযোগ খতিয়ে দেখবেন। ইভিএম জোর করে খারাপ করা হয়েছে, এমন অভিযোগও আসে কোচবিহার থেকে।

কোচবিহারের পাশাপাশি অভিযোগ এসেছে আলিপুরদুয়ার থেকেও।

দেশের কোন রাজ্যে কত শতাংশ ভোট পড়ল

প্রথম দফায় বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভারতের ১০২ আসনে ভোটদানের হার ৫৯.৭ শতাংশ। সব চেয়ে বেশি ভোট পড়েছে পশ্চিমবঙ্গে। এই রাজ্যে ভোট পড়ল ৭৭.৬ শতাংশ। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ত্রিপুরা।

বাংলায় বিকেল ৫ টা পর্যন্ত ভোট পড়েছে

কোচবিহারে ৭৭.৭৩ শতাংশ

আলিপুরদুয়ার ৭৫. ৭৪ শতাংশ

জলপাইগুড়ি ৭৯. ৩৩ শতাংশ

রাজ্য	ভোটদানের হার	রাজ্য	ভোটদানের হার
পশ্চিমবঙ্গ	৭৭. ৬	রাজস্থান	৫০. ৫
অসম	৭০. ৮	সিকিম	৫২.৭
বিহার	৪৬.৩	তামিলনাড়ু	৬২
অরুণাচল	৬৩. ৪	ত্রিপুরা	৭৬. ১
ছত্তিশগড়	৬৩. ৪	উত্তরপ্রদেশ	৫৭. ৬
মধ্যপ্রদেশ	৬৩. ৩	উত্তরাখণ্ড	৫৩. ৬
মণিপুর	৬৭. ৭	জম্মু ও কাশ্মীর	৬৫. ১
মহারাষ্ট্র	৫৪.৯	পুদুচেরি	৫৮. ৯
মেঘালয়	৬৯. ৯	আন্দামান ও নিকোবর	৫৬. ৯
মিজোরাম	৫২. ৭	লাক্ষাদ্বীপ	৫৯

কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে বচসা

■ কোচবিহারের সিতাইয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে বচসায় জড়ালেন তৃণমূল প্রার্থী জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। তৃণমূলের অভিযোগ, জগদীশকে একটি বুথ পরিদর্শনে বাধা দিচ্ছিলেন সিআরপিএফ আধিকারিকেরা।

বঙ্গোপসাগরে বিপরীত ঘূর্ণাবর্তের জেরে মঙ্গলে ভিজতে পারে বাংলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রতিদিনই তাপমাত্রার নয়া রেকর্ড গড়ছে বৈশাখ। উত্তরে কিছুটা বৃষ্টি চললেও দক্ষিণবঙ্গে পারদের ঊর্ধ্বগতি অব্যাহত। শুক্রবার আলিপুরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৪০.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। হাওয়া অফিস বলছে শনিবার আরও বাড়তে পারে পারা। রবিবারের মধ্যে কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় তাপমাত্রা ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁয়ে ফেলতে পারে। দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে বাঁকুড়া জেলায় তাপমাত্রা সবথেকে বেশি বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। কয়েকদিনের মধ্যে সেখানে পারা ৪৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের পারা ছুঁয়ে ফেলতে পারে মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা। তবে এরই মাঝে সুখবর শোনাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। অ্যান্টি সাইক্লোনিক সার্কুলেশনের জেরে কিছুটা ভিজবে দক্ষিণবঙ্গ।

আবহাওয়া অফিসের সর্বশেষ রিপোর্ট অনুসারে, সোমবার থেকে বিপরীত ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হতে পারে বঙ্গোপসাগরে। তার প্রভাবে জলীয় বাষ্প ঢুকবে বাংলা ওডিশা-ঝাড়খণ্ডে। এই বিপরীত ঘূর্ণাবর্তের জেরেই সোমবার থেকে উপকূলের আবহাওয়া পরিবর্তন হতে পারে সোমবারের পর। বঙ্গোপসাগরে বিপরীত ঘূর্ণাবর্তের যে জলীয় বাষ্প ঢুকবে তার ফলেই বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা রয়েছে। হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা ক্রমশ বাড়বে মঙ্গলবার থেকে। উপকূল-সহ উপকূল সংলগ্ন জেলাগুলিতেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে মঙ্গল এবং বুধবার। তবে এই সম্ভাবনা খুবই সামান্য দু এক জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে খুব হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হবে একাধিক জায়গায়।

সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, শুক্রবার থেকে রবিবার দক্ষিণবঙ্গ তীব্র দাবদাহে জ্বলবে। চরম গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকবে। সিভিয়ার হিট ওয়েভ পরিস্থিতি তৈরি হবে বেশ কয়েকটি জেলায়। প্রয়োজন ছাড়া সকাল ১১টা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত রোদে না যাওয়ার জন্যে সতর্কতা জারি করা হয়েছে আবহাওয়া দপ্তরের।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে শুক্রবার সকাল থেকেই ছিল পরিষ্কার আকাশ। তাপমাত্রা ছিল ২৯ থেকে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। শুক্রবার সকালে কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৮.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে যা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। বৃহস্পতিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৯.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ২৫ থেকে ৮৯ শতাংশ।

পুরুলিয়ায় রাজনীতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রক কুড়মিরা

শুভাশিস বিশ্বাস

বাম জমানায় পুরুলিয়া ছিল ফরওয়ার্ড ব্লকের অন্যতম শক্ত ঘাঁটি। বামফ্রন্টের শরিক দল ফরওয়ার্ড ব্লকই বরাবর প্রার্থী দিয়েছে এখানে। ১৯৭৭ সাল থেকে টানা দশবার সিংহ প্রার্থীর উপরেই ভরসা রাখতে দেখা গিয়েছে পুরুলিয়াকে। এমনকী ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে যখন গোটা বাংলায় বাম-বিরোধী হাওয়া, তখনও পুরুলিয়ার শক্ত ঘাঁটি নিজেদের দখলে রেখেছিল ফরওয়ার্ড ব্লক। এরপর ২০১৪-তে রাজনৈতিক চরিত্র বদলায় পুরুলিয়ার। ফরওয়ার্ড ব্লকের দুর্গে ফোটে জোড়াফুল। তবে তৃণমূলের এই জয়ের আনন্দের স্থায়িত্ব পায় মাত্র একটা টার্ম-ই। এরপর ফের রাজনৈতিক রূপ বদলায় পুরুলিয়ার। ২০১৯-এ পুরুলিয়ার মাটিতে ফোটে পদ্ম।

বলরামপুর, বাঘমুণ্ডি, জয়পুর, পুরুলিয়া, মানবাজার, কাশীপুর ও পারা এই সাতটি বিধানসভা রয়েছে পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রে। পুরুলিয়ায় আদিবাসীদের সঙ্গে রয়েছেন বৌদ্ধ ০.০১ শতাংশ, খ্রিস্টান ০.৩ শতাংশ, জৈন ০.১ শতাংশ, শিখ ০.০২ শতাংশ, মুসলিম ৭.৭৬ শতাংশ, তপসিলি জাতি ১৯.৪১ শতাংশ এবং তপসিলি উপজাতি ১৮.৫ শতাংশ। তবে পুরুলিয়ার রাজনীতিতে আদিবাসী কুড়মি সমাজ একটি বড় ফ্যাক্টর। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে কুড়মি সমাজ আলাদা করে ভোটে লড়াইয়ের ঘোষণা করে দিয়েছে। আদিবাসী কুড়মি সমাজের মুখ্য উপদেষ্টা অজিত প্রসাদ মাহাতোকে পুরুলিয়া থেকে প্রার্থীও করা হয়েছে তাদের সংগঠনের তরফ থেকে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, তাদের দাবি আদায়ে কোনও রাজনৈতিক দল তাদের পাশে দাঁড়ায়নি। সেই কারণেই এবার নিজেদের দাবি আদায়ে সরাসরি তারা ভোট ময়দানে। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের নজরে ২০২৪-এ লোকসভা নির্বাচনে পুরুলিয়ায় মূলত দ্বিমুখী লড়াই। তৃণমূল বনাম বিজেপি। তৃণমূল প্রার্থী করেছে শান্তিরাম মাহাতোকে। বিজেপির থেকে প্রার্থী করা হয়েছে বিদায়ি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোকেই। বিজেপি বনাম তৃণমূলের এই লড়াইয়ের মাঝে কুড়মি সমাজের প্রার্থী কতটা দাগ কাটতে পারে, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

পুরুলিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে, ২০০৯ সালে বাংলায় বাম শাসনের বিরুদ্ধে ওঠে এক প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া। এরই মাঝে কংগ্রেসের সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে প্রায় ৩ লক্ষ ৯৯ হাজার ভোট পেয়ে জয়ী হন ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থী নরহরি। সেখানে কংগ্রেসের শান্তিরাম মাহাতো পান ৩ লাখ ৭৯ হাজার ভোট। অন্যদিকে, বিজেপির প্রার্থী সায়ন্তন বসুর কোনও প্রভাবই দেখা যায়নি পুরুলিয়ায়। প্রাপ্ত ভোট ২১ হাজারের কিছু বেশি। এরপর ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে আর পুরুলিয়ার বাম দুর্গ ধরে ফাটল। পুরুলিয়া থেকে বামেরা ফরওয়ার্ড ব্লকের নরহরি মাহাতোর উপর ভরসা রাখলেও তাঁকে পরাস্ত করে পুরুলিয়ার মাটিতে জোড়া ফুল ফোটান তৃণমূল প্রার্থী মৃগাঙ্ক মাহাতো। মৃগাঙ্ক পান ৪ লাখ ৬৮ হাজার ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নরহরি পান ৩ লাখ ১৪ হাজার ভোট। অন্যদিকে, কংগ্রেসের নেপাল মাহাতো পেয়েছিলেন ২ লাখ ৫৭ হাজার ভোট এবং বিজেপির বিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঝুলিতে যায় ৮৬ হাজার ভোট। ২০১৪-এর লোকসভা নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়েও অনুমান করা যায়নি যে পরবর্তী ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে একেবারে রকেট গতিতে উঠে আসতে চলেছে বিজেপি।

২০১৯ সালের লোকসভা জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোর হাত ধরে রেকর্ড তৈরি করে বিজেপি। পদ্ম প্রার্থী জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো পান ৬ লাখ ৬৮ হাজার ভোট। ভোট শতাংশ গত লোকসভার তুলনায় বাড়ে ৪২ শতাংশ। ২০১৪ সালের লোকসভা ভোটে যেখানে ৭ শতাংশ ভোট পেয়েছিল বিজেপি, এবার তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৯.৩৩ শতাংশে। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূলের মৃগাঙ্ক মাহাতো পান ৪ লাখ ৬৩ হাজার ভোট। উনিশের ভোটে পুরুলিয়া থেকে চারবারের প্রাক্তন সাংসদ বীর সিং মাহাতোকে দাঁড় করিয়েছিল ফরওয়ার্ড ব্লক। কিন্তু চতুর্থ স্থানে ভোটের লড়াই শেষ করেন তিনি। পান ৬৮ হাজারের কিছু বেশি ভোট। ভোটের পরিসংখ্যানই বলছে ফরওয়ার্ড ব্লকের শক্তি ক্রমশ কমতে কমতে পুরুলিয়া তথা বঙ্গ রাজনীতিতে যেন বিলুপ্তির পথে হাঁটছেন তাঁরা। আর কংগ্রেসের নেপাল মাহাতো পান ৮৪ হাজার ভোট। এরপর একুশের বিধানসভা নির্বাচনের নিরিখে দেখতে গেলে পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির দাপট অব্যাহত। সাতটির মধ্য পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রেরই ফুটেছে পদ্ম।

কেবল বাঘমুণ্ডি ও মানবাজার গেছে তৃণমূলের দখলে। তবে এরপর পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির সেই আধিপত্য আর চোখে পড়েনি। বরং পরিসংখ্যানের দিক থেকে হিসেব করলে পঞ্চায়েত ভোটের নিরিখে পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রে প্রায় এক লক্ষ ৮০ হাজার ভোটে শাসকদল তৃণমূলের থেকে পিছিয়ে পদ্ম শিবির। এমনকী, বিজেপির এমপি জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো নিজের ব্লক ঝালদা ১ ব্লকেও মোট প্রাপ্ত ভোটের নিরিখে বিজেপি এবার তৃতীয় স্থানে। বিজেপিকে পিছনে ফেলে ওই ব্লকে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে কংগ্রেস। পুরুলিয়া লোকসভার কেন্দ্রের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা ছাড়াও পুরুলিয়া এবং ঝালদা পুরসভা এলাকাও রয়েছে। ওই দুটি শহরের কোনওটিতেই বিজেপি ক্ষমতায় নেই। মোট প্রাপ্ত ভোটের নিরিখেও ওই দুটি শহরেই শাসকদলের থেকে পুরভোটে পিছিয়ে ছিল গেরুয়া শিবির। ওই দু'টি পুর এলাকা বাদ দিয়ে পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত শুধুমাত্র গ্রামীণ এলাকাতেই বিজেপি তৃণমূলের থেকে বিপুল ভোটে পিছিয়ে। শুধু তাই নয়, ২০২৪-এ জ্যোতির্ময় মাহাতোর নির্বাচনী প্রচারেও যেন ভাটার টান। তেমন ভাবে নজরে আসছে না কর্মী-সমর্থকদের ভিড়। ফলে সব মিলিয়ে পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রে এবারের নির্বাচনে একটি হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হতে চলেছে বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে। এর মাঝে আদিবাসী কুড়মি সমাজ কী করে সেটাই দেখার।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত 05/04/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 4826 নং এফিডেভিট বলে Sribas Manna S/o. Ramkrishna Manna ও Sibas Manna S/o. R. K. Manna সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 15/04/24 নোটারী পাবলিক, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 236 নং এফিডেভিট বলে আমি Soumen Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ekcori Das ও Akkari Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত 21/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12815 নং এফিডেভিট বলে Swapan Chakraborty S/o. Gobinda Chakraborty ও Swapan Kr Chakraborty S/o. G. Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Nilkamal Biswas, S/o. Lt. Habal Chandra Biswas, কিন্তু L.I.C.I. পলিসি No. 426262120 -এতে আমার নাম Buchan Biswas, S/o. Lt. Habul Biswas আছে। গত 20/02/2024 বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের এফিডেভিট বলে Nilkamal Biswas এবং Buchan Biswas এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম।

REQUIRED

Full-time Company Secretary required for a Kolkata-based company (FORESHORE DEVELOPERS Pvt. Ltd.)

Interested candidates may mail their resumes on dhyaan.merchants@gmail.com

বিজ্ঞপ্তি

পাবলিক নোটিশ
এ.পি (কম) ১০/২০২৩
কলিকাতা উচ্চ আদালত
আদিম অধিক্ষেত্র
বাণিজ্যিক বিভাগ
ইয়র্ক ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড
... আবেদনকারী
বনাম
কম্পিউটার প্রাইড লিমিটেড ও অন্যান্য
... উত্তরদাতাগণ

প্রতি ১) শ্রীরণদীপ পাল, ২) শ্রী প্রদীপ পাল, উভয়ের ঠিকানাঃ শশী ভূষণ ব্যানার্জী রোড, থানা-ঠাকুরপুকুর, কোলকাতা-৭০০০০৮
৩) শ্রী সন্দিপ পাল, ৮/৩, কালিপদ মুখার্জ্জী রোড, পোষ্ট-বড়িশা, থানা-ঠাকুরপুকুর, কোলকাতা-৭০০০০৮
৪) শ্রী তারাপদ পাল, ৩৭ই, এস.এন. রায় রোড, পোষ্ট ও থানা-বেহালা, কোলকাতা- ৭০০০৩৮
৫) শ্রী সবিতা পাল, সাউথ সিঁথি গার্ডেন, টাওয়ার ২, ৬, বি.এল. সাহা রোড, পোষ্ট ও থানা হরিনাভি, কোলকাতা-৭০০০৮২
৬) শ্রী দেবাশীষ পাল, ৭৯ডি, কে.ডি. মুখার্জ্জী রোড, পোষ্ট ও থানা-পর্ণশ্রী, কোলকাতা-৭০০০৬০।

উল্লেখ থাকে যে, মাননীয় উচ্চ আদালতের পূর্বের আদেশে উত্তরদাতাগণকে নোটিশ পাঠানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। যেহেতু ডাক বিভাগ মারফৎ পাঠানোর নোটিশটি ১ নং ২ নং ৫ নং ঠিকানার অধিবাসীদের উপর জারি করা হয়নি এবং ৩, ৪ ও ৬ নং ঠিকানায় বসবাসকারী ব্যক্তিগণ নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও হাজির হননি। মাননীয় উচ্চ আদালত ১/৪/২০২৪ তারিখের আদেশ বলে নোটিশটি প্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছেন। আরো উল্লেখ থাকে যে, মাননীয় আদালত ২২/৪/২০২৪ তারিখের মামলাটির নথিভুক্ত করার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন যে সময়ে আপনাকে আদালতে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনহা এ্যাণ্ড কোম্পানী
এ্যাডভোকেট
তারিখঃ ১৯.০৪.২০২৪

বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞপ্তি
লিখিতং ১) মঞ্জুশ্রী দাস, স্বামী- সুভাষ চন্দ্র দাস, পিতা- ৺মোহিত রাম মন্ডল, সাং ও পোঃ- সাদিকাপুর, থানা- সুতি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, ২) মুক্তমালা চৌধুরী, স্বামী- স্মৃতীরিন্দু চৌধুরী, সাং- ৩৩ সুরেন্দ্র চ্যাটার্জী লেন, পোঃ- সালকিয়া, থানা- মালিপাঁচগাড়া, জেলা- হাওড়া। বিগত ইং ১১/১২/২২ তারিখের ৫৮২৫/২০২১ নং সিডি ভল্যুমের IV-24/2022 রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তার দলিল মূলে স্বপন মন্ডল, পিতা- সূর্যদেব মন্ডল, সাং- চর নারায়নপুর, পোঃ- কালিতলা শিয়ার, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। গত 05/03/24 ও 18/03/24 রেজিষ্ট্রিকৃত দলিল মূলে I 2307/24 ও 4636/24, ১) মঞ্জুশ্রী দাস, স্বামী- সুভাষ চন্দ্র দাস, পিতা- ৺মোহিত রাম মন্ডল, সাং ও পোঃ- সাদিকাপুর, থানা- সুতি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, ২) মুক্তমালা চৌধুরী, স্বামী- স্মৃতীরিন্দু চৌধুরী, সাং- ৩৩ সুরেন্দ্র চ্যাটার্জী লেন, পোঃ- সালকিয়া, থানা- মালিপাঁচ গড়া, জেলা- হাওড়া এবং আমমোক্তার নামই নিযুক্ত আমমোক্তার ৩) স্বপন মন্ডল, পিতা- সূর্যদেব মন্ডল, সাং- চর নারায়নপুর, পোঃ- কালিতলা শিয়ার, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ নিম্নে তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি সেচ্ছাই শঙ্খ ঘোষ, পিতা- জগন্নাথ ঘোষ, সাং- বোম নগর, পোঃ- আঁটপুর, থানা- জঙ্গিপাড়া, জেলা- হুগলি। তপশীল- জেলা মুর্শিদাবাদ, পাকামাটি মহল্লা মৌজার মধ্যে, দাগ নং (RS & NR)-237, পরিমন 1560 শতক মধ্যে 55.2 ও ৩৪৬/৫১৯ তিনশত ছিচল্লিস এর বাটা পাঁচ শত উনিশ, রকম- আউশ, আউশ বর্তমানে ভিটি ফাঁকা, পরিমান 320 শতক মধ্যে 12.8 শতক মোট 68 শতক মাত্র বিক্রয় খাজানার যোগ্য। তপশীল- জেলা মুর্শিদাবাদ, চর মহুলা মৌজার মধ্যে দাগ নং (RS & NR)-36, 389 শতক মধ্যে ৩৩ শতক (তেত্রিশ) শতক মাত্র বিক্রয় খাজানার যোগ্য।
এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে কাহারো যদি কোনো আইনানুক আপত্তি বা অধিকার থাকে তাহলে বিজ্ঞপ্তি প্রাকাশের ৩০ দিনের মধ্যে নিজ অথবা উকিলবাবু মারফত কারণ দর্শাইবেন। অন্যথায় ভবিষ্যতে কোনও রকম আপত্তি গ্রাহ্য হইবেনা এবং আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২০ শে এপ্রিল। ৭ ই বৈশাখ, শনিবার । দ্বাদশী তিথি। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টত্তরি মঙ্গল র বিংশত্তরি শুক্র র মহা দশা। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বান্ধবের ছদ্মবেশে শত্রু সাবধান। বিদ্যার্থীদের শিক্ষকের জন্য কিছু গোলযোগ সৃষ্টি হবে। দুই সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ সন্তানের জন্য গৃহ বিবাদ। পারিবারিক পরিবেশে অশান্তির বাতাবরণ। সাইকেল বা মোটরসাইকেল কেনার জন্য মানসিক দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। আজ ১০৮ বিশ্বপত্র শ্বেত চন্দন দ্বারা শিবলিঙ্গের ওপর সমর্পণ করুন, শুভ ফল প্রদান।

বৃষ রাশি : নতুন কোন উৎসাহ বাঞ্জক সংবাদ আনন্দবৃদ্ধি করবে। যারা কর্মের সুজয়া উদ্যো জন্য লড়াই করছেন, প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য লড়াই করছেন, তারা একজন প্রতিবেশী, দুজন বান্ধব এবং এক নারীর দ্বারা বহু সহযোগিতা লাভ করবেন। ছোট ভ্রমণ হতে পারে। কপূর দ্বারা সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে আরতি করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : যারা সংকল্প নিয়ে কাজ করছেন আজ তাদের অতীব শুভ দিন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা বিশেষ সম্মান। ইনস্টাগ্রামে যারা নিয়মিত সচেতন ভাবে পোস্ট করেন, যাদের পোস্টে একটা মেসেজ থাকে তারা সম্মান পাবেন। স্কুল কলেজ, বিদ্যার্থীদের জন্য যে সংগঠন সেখানে যারা কাজ করেন তারা সম্মানিত হবেন, শিব নাম করুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। যে নতুন গৃহ সরঞ্জাম কিনতে চলেছেন, মনস্থির করেছেন তা কেনাকাটায় আনন্দ উপভোগ করবেন। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি হবে ভ্রমণ নিশ্চিত। তবে জলগ্রহণ থেকে সতর্ক থাকা শুভ। ভগবান গনেশজি চরণে হলুদ রঙের পুষ্প নিবেদন করুন মনষ্কামনা পূরণ হবে।

সিংহ রাশি : কৃষি জমি , বাস্তুজমি, দোকান, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নিয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। এক ছলনাময়ী নারীর দ্বারা অসহযোগিতায় কাজ আটকে যাবে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। দুশ্চিন্তা কোন সন্তানের কারণে। গৃহে বিবাদ কলহ। এক প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা দুশ্চিন্তা। যাকে কথা দিয়েছিলেন কাজটা করার জন্য, না করার জন্য হয়তো অপমান সূচক কোন কথা শুনতে হতে পারে। আজ ভগবান গনেশজির চরণে ১০৮ দুর্বা নিবেদন করুন।

কন্যা রাশি : যারা কর্মের চেষ্টা করছেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। যারা বিভিন্ন ইন্টারভিউ সাক্ষাৎকারের সুযোগ লাভের আশা করছিলেন, আজ তাদের সুখবর আসবে। বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভালো কিছু পোস্ট করে সমাজকে সচেতনতার বার্তা দেন, তাদের জন্য সম্মান প্রাপ্তির দিন ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা শুভ।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পরিবারে কোন বান্ধব দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি।যিনি চিকিৎসকের দ্বারস্থ ছিলেন, তিনি আজ বাড়ি ফিরবেন। গৃহবধূদের শুভ দিন। প্রেমিক যুগল প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি এবং বিবাহের কথা পাকা হওয়ার লি সম্ভাবনা প্রবল। যে সন্তানের কারণে মানসিক দুশ্চিন্তা ছিল, আজ শান্তির বাতাবরণ। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : যা ভাবছেন তাই হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল ধৈর্য ধরে আজ কথা বললে, অন্যের কথা বেশি প্রাধান্য দিলে, সমাজে সুনাম বৃদ্ধি হবে। কর্মস্থানে প্রবীণ মানুষের দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান হবে। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা নিশ্চিত ব্যবসা-বাণিজ্য শুভ। যোগাযোগ বৃদ্ধি অর্থ প্রাপ্তির সময়। মহামায়া দেবী মাতা দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প নিবেদন করুন সর্ব শুভ।

ধনু রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি চলুন। ছদ্মবেশী শত্রু আপনার পাশেই আছে। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে যে কথাটা দিয়েছিলেন, তা না রাখার জন্য আজ কিছু রূঢ় বাক্য শুনতে হবে। ধৈর্য ধরে কথাটি শুনলে আগামী অতীব শুভ। হলুদ রঙের মিষ্টি বিতরণ করুন শুভ হবে। পারিবারিক অশান্তির বাতাবরণ। ছদ্মবেশী মানুষ তাকে চিহ্নিত করুন।

মকর রাশি : আধ্যাত্মিক ভাবে জীবনের এক নতুন পথে চলতে শুরু করবেন। সন্ন্যাসী, গুরু বা কোন আধ্যাত্মিক মানুষের সংস্পর্শ লাভ। বাড়িতে দেবতার পুজো কীর্তন দিয়ে অনুষ্ঠান। প্রতিবেশীদের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা লাভ। সাধারণ মানুষকে বস্ত্র বিতরণ করুন। সকালবেলায় কাক পক্ষীদের জন্য জল এবং খাবারের ব্যবস্থা করুন শুভ ফল পাবেন। দেবী মহালক্ষীর পুজো করুন শুভ ফল পাবেন।

কুম্ভ রাশি : আজকে সচেতন হতে হবে। কথার খেলাপ হয়ে যাওয়ার জন্য একটু পিছিয়ে পড়বেন। অতি নিদ্রা অতি বিশ্রাম, অতি ভোজন, শুভ নয়। যারা কর্মের জন্য চেষ্টা করছেন, 'তাদের কাছে আজ ধৈর্যের পরীক্ষা। প্রেমিক যুগল বিবাহের ব্যাপারে কথা নিয়ে কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। সন্তানের বিদ্যালয় কোন শিক্ষক বা শিক্ষিকার আচরণে দুঃখ পেতে পারেন। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি হবে সারা বাড়িতে কপূর আরতি করুন শুভ হবে।

মীন রাশি : অতীব শুভ অর্থ প্রাপ্তি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। শুভ গৃহ পরিবেশের শান্তির বাতাবরণ। যারা রাজনীতি করেন তাদের জন্য অতীব শুভ দিন। দেবী দুর্গা মায়ের চরণে লাল ফুল নিবেদন করুন শুভ হবে।

(আজ শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশদোল যাত্রা। শ্রী বামন দ্বাদশী। জাতীয় জনসংযোগ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

মনোনয়ন জমা দিয়ে এবার '৪০০ পার'এর হুঙ্কার অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল: শুক্রবার লোকসভা ভোটের প্রথম পর্বের দিনই গান্ধিনগর কেন্দ্রে মনোনয়ন জমা দিতে আসেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। পরে সংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি দাবি করেন, এবার ৪০০ আসন নিয়ে ক্ষমতায় ফিরবে এনডিএ। দক্ষিণ ভারতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনপ্রিয়তা কতটা বেড়েছে তা নির্বাচনে প্রতিফলিত হবে বলেই জানান শাহ।

তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'আমার বিশ্বাস এবার দক্ষিণে আমাদের প্রদর্শন সর্বকালের সেরা হতে চলেছে। তামিলনাড়ু, কেরল, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলঙ্গানা, কর্নাটক- এই রাজ্যগুলোয় আমরা দারুণ ফল করব। এই প্রথম দক্ষিণ ভারতে প্রধানমন্ত্রী মোদির জনপ্রিয়তা এতটাই বেড়েছে, যার জোরে আমরা প্রচুর ভোট পাব।' প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালে বিজেপি তামিলনাড়ুতে ৫.৫ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। তা ২০১৯ সালে কমে ৩.৭ শতাংশে পৌঁছয়। যদিও কেরলে ১০ শতাংশ থেকে বেড়ে ১২.৯৩ শতাংশ হতে দেখা গিয়েছে প্রাপ্ত ভোট। যদিও দুই রাজ্যেই একটিও আসন পায়নি বিজেপি। দক্ষিণ ভারতে একমাত্র কর্নাটকেই বিজেপির শক্তিশালী ঘাঁটি রয়েছে। গতবার ২৮ আসনের মধ্যে ২৫ আসন পেয়েছিল বিজেপি। তাই এবার তামিলনাড়ু ও কেরলেই বেশি জনসভা করতে দেখা গিয়েছে মোদিকে। '৪০০ পার' করতে হলে যে দক্ষিণ ভারতে অনেক আসন জিততে হবে, তা জানে গেরুয়া শিবির। এদিন অমিত শাহর কথাতেও সেই ইঙ্গিতই ধরা পড়ল।

এদিকে এদিন শাহ আরও বলেন, 'আমি গান্ধিনগর আসন থেকে লোকসভা নির্বাচনে লড়তে মনোনয়ন জমা দিয়েছি। এটা অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে বিজেপি আমাকে সেই আসনের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দিয়েছে যেখান থেকে শ্রদ্ধেয় লালকৃষ্ণ আদবানি, শ্রদ্ধেয় অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। গত ৩০ বছর ধরে আমি এই আসনের বিধায়ক ও সাংসদ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।' পাশাপাশি মনোনয়ন জমা দেওয়ার এই মুহূর্তকে 'বিজয় মুহূর্ত' বলেও উল্লেখ করেছেন অমিত শাহ।

পাকিস্তানে জাপানি নাগরিকদের উপর ফিদায়েঁ হামলায় মৃত ২

ইসলামাবাদ, ১৯ এপ্রিল: পাকিস্তানে ফের বিদেশি নাগরিকদের লক্ষ্য করে জঙ্গি হামলা। শুক্রবার সকালে একদল জাপানি নাগরিকদের গাড়িতে আত্মঘাতী হামলা হয়। পুলিশের পালটা গুলিতে দু-জন জঙ্গি নিকেশ হয়েছে বলে খবর। তবে জাপানি নাগরিকদের হতাহতের খবর মেলেনি। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই কনভয়ে বিস্ফোরণের জেরে পাঁচ চিনা নাগরিকের মৃত্যু হয় পাকিস্তানে।

জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালে করাচিতে একটি গাড়িতে চেপে যাচ্ছিলেন জাপানের পাঁচ নাগরিক। সেই সময়েই আত্মঘাতী বিস্ফোরণ ঘটানোর চেষ্টা করে এক জঙ্গি। সঠিক সময়মতো বিস্ফোরণ ঘটেনি বলে জাপানিদের কোনও ক্ষতি হয়নি। তবে ওই জঙ্গি ও তার সঙ্গী এক বন্দুকবাজকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় পুলিশ। ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়নি। তবে গুলির লড়াইয়ে আহত হন দুই পথচারী। জাপানিদের এক নিরাপত্তারক্ষীও জখম হয়েছেন বলে খবর।

পুলিশ সূত্রে খবর, গাড়িতে থাকা ৫ জন জাপানি নাগরিক সুরক্ষিত রয়েছেন। তাঁদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তবে পরে বিস্ফোরণে ধ্বংস হয় একটি গাড়ি। পুলিশের তরফে জানানো হয়, আত্মঘাতী বিস্ফোরণ ঘটানোরই পরিকল্পনা ছিল জঙ্গিদের। করাচিতে হামলার নিন্দা করে বিবৃতি দিয়েছেন পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। তবে পুলিশ যেভাবে হামলা রুখে দিয়েছে তার প্রশংসা করেছেন তিনি। এখনও পর্যন্ত কোনও জঙ্গি সংগঠন এই হামলার দায় নেয়নি।

প্রসঙ্গত, গত মাসেই পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিমে খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে ৫ চিনা নাগরিকের মৃত্যু হয়। চিনের সহযোগিতায় একটি বাঁধ তৈরির কাজের তদারকি করতে যাচ্ছিলেন চিনা নাগরিকরা। পথেই তাঁদের গাড়িতে এসে ধাক্কা মারে বিস্ফোরক বোঝাই একটি গাড়ি। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয় গাড়িতে থাকা সকলের। কয়েকদিনের মধ্যেই পাকিস্তানে ফের হামলার নিশানায় বিদেশিরা।

ভোটের দিনে অশান্ত মণিপুর! গুলি চলার ভিডিও ভাইরাল

ইম্ফল, ১৯ এপ্রিল: দেশজুড়ে শুরু প্রথম দফার নির্বাচন। ১৭টি রাজ্য এবং চারটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল মিলিয়ে ভোট হবে ১০২টি আসনে। এর মধ্যে বিশেষ নজর রয়েছে মণিপুরের দিকে। কদিন আগে পর্যন্ত গোষ্ঠী সংঘর্ষে আগুন জ্বলেছে এখানে। এই পরিস্থিতিতে এদিন সকালে ২৫ সেকেন্ডের একটি ভিডিও ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সেই ভিডিওয় গুলি চালানোর শব্দও পাওয়া গিয়েছে। তবে এটা পরিষ্কার নয়, ইনার মণিপুর না আউটার মণিপুর কোথায় গুলি চলেছে।

মণিপুরের এক কেন্দ্রেই এবার ভোট হচ্ছে দু-দফায়। প্রথম দফায় মণিপুরের সম্পূর্ণ একটি কেন্দ্রে এবং আংশিকভাবে আরেকটি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হচ্ছে। ইনার মণিপুরে এদিনই নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে গেলেও আউটার মণিপুরে প্রথম দফায় ভোট করানো হচ্ছে আংশিকভাবে। এই পরিস্থিতিতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ওই ভিডিও ঘিরে।

দেখা যাচ্ছে, অল্প সময়ের ব্যবধানে দুবার গুলি চলছে। মানুষ চিৎকার উঠছে আতঙ্কে। পরে আবার গুলির শব্দ পাওয়া যায়। অনুমান, দুই গোষ্ঠীর মধ্যে লড়াই চলছিল। তৃতীয় গুলিটি প্রথম দুটি গুলির জবাব বলে মনে করা হচ্ছে। এই গুলিটি স্বয়ক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র থেকে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। যিনি ভিডিওটি তুলেছেন, তিনি কোনও দরজার আড়াল থেকে পুরো দৃশ্যটি ক্যামেরাবন্দি করেছেন। তবে এটা বোঝা যায়নি এটা মণিপুরের কোন কেন্দ্রের দৃশ্য।

বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে বৈঠকে বিদ্যুৎমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলা জুড়ে চলছে তীব্র দাবদাহ। প্রতিদিনই লাফিয়ে বাড়ছে বিদ্যুতের চাহিদা। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার সিইএসসি-র শীর্ষ অধিকারিকদের নিয়ে এক জরুরি বৈঠক করেন বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। বিদ্যুৎ উন্নয়ন ভবনে মন্ত্রীর দপ্তরে আয়োজিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ সচিব শান্তনু বসু ও পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান পিবি সেলিম। বৈঠকে সিইএসসি কর্তৃপক্ষকে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের নির্দেশ দিয়েছেন বিদ্যুৎমন্ত্রী। এছাড়াও তিনি বলেছেন, কোথাও যদি কোনও যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয় সঙ্গে সঙ্গে তা এসএমএস-র মাধ্যমে গ্রাহকদের জানাতে হবে। মেরামতির কাজ চলাকালীন গ্রাহকদের কথা ভেবে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু রাখতে হবে। একই সঙ্গে মোবাইল রিপেয়ারিং ভ্যান ও কর্মী সংখ্যা বাড়ানোর জন্যও সিইএসসি কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

বিজেপি থেকে ইস্তফা দিলেন আরও এক বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুকুটমণি অধিকারীর পর ইস্তফা দিলেন আরও এক বিজেপি বিধায়ক। শুক্রবার বাগদার বিজেপি বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস ইস্তফা দিলেন। এবারের লোকসভা ভোটে বনগাঁ কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের হয়ে লড়ছেন বিশ্বজিৎ। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন তিনি।

এদিন বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার কথা জানিয়ে বিশ্বজিৎ দাস জানান, 'বিজেপিতে যাওয়া আমার কাছে ভুল ছিল। বাগদার মানুষের সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক ছিল, সেটা বজায় থাকবে।' পাশাপাশি গত আড়াই বছর ধরে বাগদা বিধানসভা এলাকায় তিনি যে কাজ করেছেন, তার খতিয়ানও তুলে ধরেন বিশ্বজিৎবাবু। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, 'আমি যা কাজ করেছি বাগদাতে, স্বাধীনতার পর আর কেউ তা করেছে কিনা সন্দেহ রয়েছে। বিধায়ক কোনও দলের হয় না। বাগদার মানুষ আমাকে নির্বাচিত করেছেন। সেজন্য বাগদার মানুষের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

উল্লেখ্য, ২০২১ সালে বিধানসভা ভোটের আগে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে গিয়েছিলেন বিশ্বজিৎবাবু। এরপর বিজেপির টিকিটেই জয়লাভ করেছিলেন তিনি। তবে এবারে তৃণমূল যোগ দিয়ে বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্র থেকে লড়ছেন বিশ্বজিৎ।

ছত্তিশগড়ে ভোট চলাকালীন আইইডি বিস্ফোরণ, জখম জওয়ান

রায়পুর, ১৯ এপ্রিল: ছত্তিশগড় আছে ছত্তিশগড়েই। শুক্রবার লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণের মাঝেই উত্তপ্ত হল বিজাপুর। ভোট চলাকালীনই হল আইডি বিস্ফোরণ। আহত এক সিআরপিএফ জওয়ান। আহত জওয়ানকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বিস্ফোরণের পরই আতঙ্কে বুথ ছেড়ে পালিয়েছেন ভোটাররা।

সকাল থেকেই শুরু হয়েছে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে ২১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ১০২টি কেন্দ্রে। ছত্তিশগড়েও চলছে ভোটগ্রহণ। জানা গিয়েছে, বিজাপুরের বৈরমগড়ের চিকা গ্রামের কাছে একটি বুথে ডিউটি করছিলেন সিআরপিএফের জওয়ানরা। হঠাৎ সেখানে

বিস্ফোরণ হয়। ছিটকে পড়েন সিআরপিএফের অ্যাসিস্টেন্ট কম্যান্ডান্ট। বিস্ফোরণে গুরুতর জখম হয়েছেন তিনি। আহত জওয়ানকে উদ্ধার করে বৌরমগড়ের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ভোট বুথের কাছে আইইডি বিস্ফোরণ হয়েছে। কোথা থেকে ওই বিস্ফোরক এল, তা এখনও জানা যায়নি। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

ফিলিপিন্সের হাতে অত্যাধুনিক ব্রহ্মস মিসাইল তুলে দিল ভারত

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল: শুক্রবারই অত্যাধুনিক ব্রহ্মস মিসাইল হাতে পেল ফিলিপিন্স। ভারত থেকে এই ক্ষেপণাস্ত্রের প্রথম ব্যাচ গেল সেদেশে। দক্ষিণ চিন সাগরে একাধিপত্য স্থাপনে মরিয়া চিন। ফলে ফিলিপিন্স-সহ একাধিক দেশের সঙ্গে সীমান্ত বিবাদে জড়িয়েছে কমিউনিস্ট দেশটি। এহেন পরিস্থিতিতে বেজিংয়ের চাপ বাড়িয়ে দেশটিকে অত্যাধুনিক ব্রহ্মস মিসাইলের জোগান দিল নয়াদিল্লি।

এএনআই সূত্রে খবর, ভারতীয় বায়ুসেনার সামরিক বিমানে ব্রহ্মস মিসাইল ও লঞ্চারগুলো পাঠানো হয়। ফিলিপিন্সের নৌসেনার হাতে ক্ষেপণাস্ত্রগুলো তুলে দেন ভারতীয় আধিকারিকরা। পাশাপাশি তাঁরা মিষ্টিমুখ করান সেদেশের নৌসেনা কর্তাদের। ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসে ভারত ও ফিলিপিন্সের মধ্যে একটি চুক্তি হয়। সেই চুক্তি মোতাবেক দ্বীপরাষ্ট্রটিকে ব্রহ্মস মিসাইলের ৩টি ব্যাটারি রপ্তানি করার কথা ছিল নয়াদিল্লির। ফিলিপিন্সের মতো আর্জেন্টিনা-সহ আরও কয়েকটি দেশ ভারত থেকে এই অত্যাধুনিক মিসাইল কিনতে আগ্রহী।

রাশিয়া ও ভারতের যৌথ উদ্যোগে তৈরি হয়েছে ব্রহ্মস মিসাইল। এর গতিবেগ ২.৮ ম্যাক। অর্থাৎ শব্দের থেকেও তিনগুণ দ্রুতগতিতে মিসাইলটি উড়তে সক্ষম। প্রতি সেকেন্ডে এক কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে পারে ব্রহ্মস। যে কোনও টার্গেটে ৯৯.৯৯ শতাংশ নিখুঁত হামলা চালাতে পারে। একবার এই মিসাইল লঞ্চ করা হয়েছে গেলে শত্রুর পক্ষে একে আটকানো কার্যত অসম্ভব। এবার এহেন ক্ষেপণাস্ত্র হাতে পাচ্ছে ফিলিপিন্স। মিসাইলটির নির্মাণকারী সংস্থা 'ব্রহ্মস এরোস্পেস'-এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে ফিলিপিন্স। প্রায় ৩৭৫ মিলিয়ন ডলার মূল্যের এই চুক্তিই আন্তর্জাতিক অস্ত্রের বাজারে 'ব্রহ্মস এরোস্পেস'-এর প্রথম পদক্ষেপ ছিল।

উল্লেখ্য, ১৯৯৮ সালে ভারত ও রাশিয়াত যৌথ উদ্যোগে তৈরি হয় 'ব্রহ্মস এরোস্পেস'। ব্রহ্মপুত্র ও মস্কো নদীর নামে নামকরণ করা হয় সংস্থাটির। এদেরই তৈরি অত্যাধুনিক ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র। ২০০৬ সালে ভারতীয় স্থলসেনা ও নৌসেনার অস্ত্র ভাণ্ডারে যুক্ত হয় ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র। প্রাথমিকভাবে এর মারণ ক্ষমতা ২৯০ কিলোমিটার থাকলেও পরে তা বাড়িয়ে ৪০০ কিলোমিটার করা হয়। বিশ্লেষকদের মতে, ফিলিপিন্স উপকূলে ব্রহ্মস মোতায়েন থাকলে চাপে পড়বে লালফৌজ। কারণ, অত্যাধুনিক এই ক্ষেপণাস্ত্রগুলোর আওতায় চলে আসবে চিনা রণতরীগুলো।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২০ এপ্রিল ২০২৪ ৭ বৈশাখ ১৪৩১ শনিবার

নিয়োগ দুর্নীতিতে সিবিআই অনুসন্ধানে রাজ্যের আবেদন খারিজ ডিভিশন বেঞ্চে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআই অনুসন্ধানে রাজ্যের স্থগিতাদেশের আবেদন খারিজ। পাহাড়ে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআই অনুসন্ধানের নির্দেশ বহাল রাখল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। শুক্রবার বিচারপতি হরিশ টন্ডন এবং বিচারপতি মধুরেশ প্রসাদের ডিভিশন বেঞ্চ সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ বহাল রাখল। ছদ্মনাম চিঠিতে পাহাড়ে নিয়োগ নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ ওঠে। সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখতে গত ৯ এপ্রিল সিবিআইকে অনুসন্ধানের নির্দেশ দেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। এরপরই এই নির্দেশের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চে যায় রাজ্য সরকার। হাইকোর্ট সিবিআই অনুসন্ধানের নির্দেশ দিতেই জিটিএ-র নিয়োগ দুর্নীতিতে বিধাননগর উত্তর থানায় এফআইআর দায়ের করে রাজ্য স্কুল শিক্ষা দপ্তর। সেই এফআইআরে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়

সহ একাধিক তৃণমূল নেতার নাম রয়েছে। এর ভিত্তিতে সিবিআই অনুসন্ধান বন্ধের আর্জি জানায় রাজ্য সরকার। আদালত এই আবেদনের ভিত্তিতে রাজ্য সরকারকে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দেয়। প্রসঙ্গত, আমলেই দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বিজেপি বিধায়ক বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মার অভিযোগ, বিনয়-অনীতদের সুপারিশেই চাকরি পেয়েছেন শিক্ষক, শিক্ষিকারা। প্রসঙ্গত, ওই সময়ে জিটিএ এলাকায় প্রাথমিক স্কুলে ১২১ জন, আপার প্রাইমারি স্কুলে ৩১৩ জন এবং হাইস্কুলে ৫৯ জনকে অন্যায়ভাবে চাকরি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন বিজেপি বিধায়ক। পাহাড়ের স্কুলগুলিতে বড়সড় এই দুর্নীতিতে নাম জড়িয়েছে রাজ্যের শাসক দলের অনেকেরই। এ সংক্রান্ত একটি বেনামি চিঠি সামনে আসার পরেই সিবিআই অনুসন্ধানের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চ। তবে সিবিআই অনুসন্ধানে আপত্তি জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয় রাজ্য সরকার। এ বিষয়ে রাজ্য সরকারকে রিপোর্ট জমা দিতে বলেছিল ডিভিশন বেঞ্চ। অবশেষে তাতে সিবিআই তদন্তই বহাল রইল। জিটিএতে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বিনয় তামাং, অনীত থাপাদের

আইপিএল-এ বেটিং চক্র চালানোর জেরে গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আইপিএল-এ বেটিং চক্র চালানোর অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করল কলকাতা পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে কলকাতা পুলিশের এআরএস এবং ডিডি-র একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে খবর আসে, চলতি বছরে আইপিএলে বেটিং চক্র চলছে। তারপরই তথ্যের ভিত্তিতে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে কলকাতা পুলিশ। ধৃতদের নাম প্রবীণ কোঠারি, বসন্ত কুমার বনশালি ওরফে ডাবলু ও মনোজ আগরওয়াল। এই বিষয়ে হেয়ার স্ট্রিট থানায় মামলা দায়ের হয়েছে। নম্বর-১০৬, তারিখ চলতি বছরের ১৮ এপ্রিল। ১২০ বি, ৪২০ আইপিসির সঙ্গে ৩ এবং ৪ ডব্লিউবিজি অ্যান্ড পিসিএ অ্যাক্টে মামলা রুজু করে তদন্তে নেমেছে হেয়ার স্ট্রিট থানার পুলিশকর্তারা।

এবছরের আইপিএলের শুরু থেকেই শহরে বেটিং চক্র রুখতে সক্রিয় কলকাতা পুলিশ। বৃহস্পতিবার পঞ্জাব বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ম্যাচ চলাকালীন পুলিশের কাছে খবর আসে হেয়ার স্ট্রিট এলাকায় একটি অসাধু চক্র বেটিং চালাচ্ছে। খবর পেয়ে ধৃত প্রবীণ কোঠারির অফিসে অভিযান চালায় পুলিশ। সেখান থেকে বাকি ধৃতদের পাকড়াও করে তারা। ঘটনাস্থল থেকে চারটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধৃতদের মোবাইল ফোন থেকে অনেক স্ক্রিনশট পেয়েছেন আধিকারিকরা। পুলিশ জানিয়েছে, সেই স্ক্রিনশটগুলো ম্যাচের বিভিন্ন সময়ের। যা বেটিংয়ের কাজে লাগানো হয়েছে।

এর আগে চলতি আইপিএলে কলকাতার পোস্তা এলাকা থেকে দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছিল লালবাজার থানার পুলিশ। পোস্তা এলাকায় একটি দোকানের ভিতরে নিজেদের মোবাইলের মাধ্যমে বেটিং চালাচ্ছিলেন অভিযুক্তরা। সেবারও ধৃতদের মোবাইল থেকে বেশ কিছু প্রমাণও পেয়েছিল পুলিশ। গত বছর আইপিএলে ক্রিকেটে ইডেনে ম্যাচ চলাকালীন জুয়া খেলার অভিযোগে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে কলকাতা পুলিশ। সেবারও ধৃতদের থেকে উদ্ধার হয়েছিল একাধিক মোবাইল ও ল্যাপটপ।

মানিকতলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফুটপাতে গাড়ি, জখম ২ শিশু-সহ ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মানিকতলা মেন রোডে দুর্ঘটনায় ২ শিশু-সহ ১ জন মহিলা আহত হয়েছেন। সূত্রের খবর, বেঙ্গল কেমিক্যালসের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফুটপাতে উঠে পড়ে একটি গাড়ি। তাতেই জখম হন তিনজন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দুর্ঘটনার পরে পথ অবরোধ করেন স্থানীয়রা। এই ঘটনায় পরিস্থিতি অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এলাকার বাসিন্দারা পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। আশপাশে বাসিন্দাদের সিংহভাগ দীর্ঘকালের দখলদাররা। তাই পুলিশ অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনতে সমস্যায় পড়ে। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, জখমদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না মিলছে ততক্ষণ অবরোধ তোলা হবে না।

কাঁকুরগাছির দিক থেকে যে রাস্তা স্তাটি বাইপাসে এসে মিশেছে, সেখানে, বেঙ্গল কেমিক্যালসের কাছে রাস্তার ধারে একটি বেপরোয়া গাড়ি দু'জন শিশুকে ধাক্কা মারে। শিশু দুটি তখন খেলা করছিল বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। তার পর আর এক প্রাপ্তবয়স্ককেও ধাক্কা মারে গাড়িটি, এমনই অভিযোগ।

ধাক্কার জেরে একটি রেলিংও উল্টে পড়ে যায় বলে খবর। এখানে শেষ নয়। গাড়িটির গতিবেগ এত বেশি ছিল যে সেটি একটি গাছে ধাক্কা মেরে উল্টে যায়। জখম ৩ জনকে রক্তাক্ত অবস্থায় স্থানীয় বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এলাকাবাসীর অবশ্য বক্তব্য, যেখানে দুর্ঘটনা ঘটেছে সেখানে আগে একটি 'স্পিডব্রেকার' ছিল। সেই 'স্পিডব্রেকার' আর না থাকায় একদিকে যেমন যান চলাচলের সংখ্যা ও গতিবেগ বেড়েছে, তেমনই বেড়েছে অটোর দাপট।

এদিনের ঘটনায় যে দুই শিশু জখম হয়েছে, তাদের খবর না পাওয়া পর্যন্ত পথ অবরোধ উঠবে না বলে জানিয়ে দিয়েছেন এলাকাবাসীরা। ফুলবাগান থানা ও মানিকতলা থানার পুলিশকর্মীরা এলাকায় মোতায়েন হন। যে গাড়িটি দুর্ঘটনা ঘটায় বলে অভিযোগ, সেটি ঘিরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন বাসিন্দারা। চালককে পুলিশ উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছে বলেও দাবি তাঁদের।

লড়াই কিংবা যুদ্ধ ছাড়া অসুর শক্তিকে বাংলা ছাড়া করা সম্ভব নয়: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: লড়াই কিংবা যুদ্ধ ছাড়া অসুর শক্তিকে বাংলা ছাড়া করা সম্ভব নয়। শুক্রবার জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের মামুদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচারে বেরিয়ে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুর

কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। এদিন তিনি মামুদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়া মোড় থেকে প্রচার শুরু করেন। বিস্তীর্ণ গ্রাম পরিক্রমা শেষে তিনি মামুদপুর পঞ্চায়েত অফিসের কাছে প্রচার শেষ করেন। প্রসঙ্গত, প্রথম দফার নির্বাচনে বাংলার তিনটি কেন্দ্রেই অশান্তির ঘটনা ঘটেছে। এপ্রসঙ্গে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, অশান্তি করা ছাড়া তৃণমূলের কাছে বিকল্প কোনও রাস্তা নেই। যদিও যারা অশান্তি পাকাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেবার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে তাঁর মন্তব্য, লড়াই জোরদার করতে হবে। যুদ্ধ কিংবা লড়াই ছাড়া অসুর শক্তিকে বাংলা থেকে তাড়ানো যাবে না।

রামনবমীতে মুর্শিদাবাদের গণ্ডগোল নিয়ে মামলা দায়ের হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মুর্শিদাবাদে রামনবমীতে মিছিল করা নিয়ে অশান্তির অভিযোগ। আর এই ঘটনায় শুক্রবার বিশ্ব বিন্দু পরিষদের তরফ থেকে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এদিকে রামনবমীতে আদালতের অনুমতি দিয়েছিল ২০০ জন নিয়ে মিছিল করার। কারণ, ২০০ জনের মিছিল নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব বলেই পর্যবেক্ষণ ছিল আদালতের। তারপরও মিছিলে অশান্তির অভিযোগ ওঠে মুর্শিদাবাদে। বেশ কয়েকজন আহত হয়েছিলেন বলেও অভিযোগ। এরপরই মুর্শিদাবাদের এই ঘটনায় মামলা দায়ের করার অনুমতি দেন প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম।

গত বুধবার ছিল রামনবমীর মিছিল। মুর্শিদাবাদে মিছিল ঘিরে যে সংঘর্ষের অভিযোগ ওঠে সেই প্রসঙ্গে পরদিন বৃহস্পতিবার জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, বিজেপি অশান্তি ছড়িয়েছে। তিনি দাবি করেন, ঘটনায় ওসি সহ বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। বিজেপিই অশান্তি ছড়িয়েছে, হামলা করেছে বলে অভিযোগ তোলেন তিনি। অন্যদিকে, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এনআইএ তদন্তের দাবি জানিয়ে রাজ্যপালের দ্বারস্থ হন। প্রসঙ্গত, রামনবমীর মিছিল নিয়ে আগে থেকেই বহু বিতর্ক হয়েছে। রামনবমীর ঠিক আগের দিন হাইকোর্ট বলে, রাজ্যের যে কোনও জায়গায় ২০০ জনকে নিয়ে মিছিল করাই যায়। সেটা নিয়ন্ত্রণ করাও সম্ভব। প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কেন্দ্রীয় বাহিনী চাওয়া যাবে বলেও জানানো হয়েছিল।

বাংলায় আসছে আরও ৩০ কোম্পানি বাহিনী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শুক্রবার ১৯ এপ্রিল মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে ভোট মিটলেও বাংলায় আসছে আরও ৩০ কোম্পানি বাহিনী। আজ শনিবার এই নতুন ৩০ কোম্পানি আসছে রাজ্যে। উল্লেখ্য, শুক্রবার প্রথম দফার ভোটে বাংলায় তিন আসনে বিক্ষিপ্তভাবে বেশ কিছু গোলমালের অভিযোগ এসেছিল। নজর ছিল শীতলকুচির দিকেও। বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা ছাড়া মোটের উপর শান্তিপূর্ণই হয়েছে প্রথম দফার ভোট। এসবের মধ্যেই এবার দ্বিতীয় দফার ভোটে আরও বাহিনী আসছে বাংলায়। শনিবারের মধ্যেই এ রাজ্যে ঢুকে যাবে আরও ৩০ কোম্পানি বাহিনী।

জানা যাচ্ছে, সিকিম ও মেঘালয় থেকে বাহিনী আনা হচ্ছে। ২৬ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোটের জন্য বাংলায় থাকবে মোট ৩০৩ কোম্পানি বাহিনী। লোকসভা নির্বাচন যাতে শান্তিপূর্ণভাবে করা যায়, তা নিশ্চিত করতে শুরু থেকেই কড়া ব্যবস্থা নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার অনেক আগে থেকেই বাংলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী ঢুকতে শুরু করেছিল। তারপর লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার পর রাজ্যে আরও বাহিনী মোতায়েন করেছে নির্বাচন কমিশন।

জগদ্দলের ওয়েভারলি জুটমিলে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শুক্রবার সকালের দিকে আচমকা আগুন লাগে জগদ্দলের শ্যামনগর ওয়েভারলি জুটমিলের জুট সিলেকশন বিভাগের বাইরে মজুত থাকা জুটের ফেসোর স্তূপে। মিলটির বর্তমান নাম এভরিল ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড। মুহূর্তের মধ্যে আগুন চারদিক ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমে মিলের অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করা হয়। পরে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন এসে অল্প সময়ের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। দমকলের প্রাথমিক অনুমান, শট সার্কিট থেকেই ওখানে আগুন লেগেছে। তবে আগুনে হতাহতের কোনও খবর নেই। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও জানা যায়নি। যদিও মিলের ভেতরে সংবাদমাধ্যমকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। মিলের ক্যান্টিন কর্মী সঞ্জয় সাউ জানান, ক্যান্টিনে কাজ করার সময় হঠাৎ তাঁরা দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখেন। তবে কিভাবে আগুন লাগল, তা বুঝতেই পারলাম না।

বিয়ের পিঁড়িতে অভিনেত্রী রূপাঞ্জনা, সাজলেন লাল রঙের বেনারসিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নানা ট্রোলিং, নানা কটু কথা উপেক্ষা করে শুক্রবার সন্ধ্যায় সাত পাকে বাঁধা পড়লেন অভিনেত্রী রূপাঞ্জনা মিত্র ও রাতুল মুখোপাধ্যায়। শুক্রবার সকাল থেকে শুরু হয়েছে বিয়ের অনুষ্ঠান। সকালে নান্দীমুখ থেকে গায়েহলুদ, সব অনুষ্ঠানেই হয়েছে। সবটাই ঘরোয়া ভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। প্রায় ছয় বছরের সম্পর্ক তাঁদের। একেবারে সিঁদুরে রাঙা বেনারসিতে সেজেছেন অভিনেত্রী। মাথায় শোলার মুকুট। গলায় গোলাপের মালা। হাতে শাঁখা-পলা। হালকা সোনার গয়না। কপালে চন্দনের নকশা। একেবারে সাবেক সাজে দেখা গেল তাঁকে।

২০১৭ সালে প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ হয় অভিনেত্রীর। একটি পুত্র সন্তান রয়েছে তাঁর। একা হাতেই ছেলেকে মানুষ করছিলেন অভিনেত্রী। অন্য দিকে, রাতুল টলিপাড়ার চেনামুখ। বেশ কিছু

সিরিয়ালেও অভিনয় করেছেন তিনি। দীর্ঘ দিনের বন্ধুত্ব ধীরে ধীরে গড়ায় প্রেমের সম্পর্কে। যখন রাতুলের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান, সেই সময় রূপাঞ্জনার ছেলের বয়স ছিল ৪ বছর।

বর্তমানে ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র সে। রূপাঞ্জনা সংবাদমাধ্যমে আগে বলেছিলেন, 'বিয়ের পোশাক হিসেবে সিঁদুর রং খুব সুন্দর। আমাদের গায়ে হলুদ থেকে সিঁদুরদান সব হবে। বিয়ের জন্য রাতুলেরও দেখলাম ওই সিঁদুর রং পছন্দ। আমাদের বিয়ের দিনে পরার জন্য রিয়ানের পাঞ্জাবি কিন্তু রাতুল কিনে দিয়েছে।

গরমে আইনজীবীদের পোশাকে ছাড়, কালো জোব্বা পরতে হবে না

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এই গরমে গলা বন্ধ সাদা কলার, টাই, লম্বা হাতা সাদা পোশাক আর তার উপর পা পর্যন্ত ঢাকা কালো জোব্বা! কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের গরমে যেখানে তাপমাত্রার পারদ প্রায় সর্বত্রই ৪০ ছাড়িয়েছে, সেখানে এই পোশাকেই এজলাস থেকে এজলাসে ছুটে চলেছেন আইনজীবীরা।

পর পর মামলা, সঙ্গে ফাইলের বোঝা। সব মিলিয়ে হাঁসফাঁস দশা। আইনজীবীদের এই যন্ত্রণা বুঝেই অবশেষে তাঁদের পোশাকের ভার লাঘব করার সিদ্ধান্ত নিল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার একটি বিশেষ বিবৃতি জারি করে কলকাতা হাইকোর্ট

জানিয়েছে আইনজীবীদের আপাতত এই আবহাওয়ায় কালো জোব্বা পরতে হবে না। আদালতে সাধারণত নির্দিষ্ট পোশাকবিধি মেনেই পোশাক পরতে হয় আইনজীবীদের। তার মধ্যে অন্যতম ওই সিল্ক বা মোটা কাপড়ের কালো জোব্বা। আদালত চত্বরে যাও বা অনেকে জোব্বা খুলে হাতে রাখেন, এজলাসে গেলে তা না পরে উপায় নেই।

কিন্তু গরমে ওই পোশাক বার বার খোলা-পরার যেমন অনুপযোগী, তেমনই অস্বস্তিকর গরমের মধ্যে ওই জোব্বা পরে এজলাস থেকে এজলাসে ছুটে বেড়ানো। চিকিৎসকরা এই গরমে নরম সুতির পোশাক পরার পরামর্শ দিয়েছেন। তাই এই সিল্কের পোশাক স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভালো নয়। সে কথা বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্ত প্রধান বিচারপতির।

দমদমে সেভেন ট্যাঙ্ক অঞ্চলে নির্বাচনী প্রচারে তৃণমূল প্রার্থী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি: অদিতি সাহা

শাহজাহানের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে ইডি দপ্তরে সন্দেশখালির বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অভিযোগের পর অভিযোগে উত্তপ্ত হয়েছে সন্দেশখালি। নানা জায়গায় হয়েছে বিক্ষোভ। আপাতত পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে। তবে তদন্ত চলছে পুরোদমে। এদিকে আবার কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে শুরু হয়েছে সিবিআই তদন্ত। এবার শুক্রবার ইডি দপ্তরে হাজির হতে দেখা গেল বেশ কিছু নথি হাতে সন্দেশখালির বাসিন্দাদের। সূত্রের খবর, শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতেই সন্দেশখালি বাসিন্দারা উপস্থিত হয়েছেন ইডি দপ্তরে। মূলত মাছ ব্যবসায় বাধা দেওয়া থেকে জমি কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ জানাতে ইডিও অফিস হাজির হয়েছেন তাঁরা। বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, সেই অভিযোগ সংক্রান্ত নথি নিয়েই উপস্থিত হয়েছেন তাঁরা। জানা গিয়েছে, ইডি-র তরফ থেকে নোটিস পাঠিয়ে জানানো হয়েছিল যে সশরীরে এসে অভিযোগ জমা দিতে হবে। সেই মতো তথ্যপ্রমাণ সহ এদিন সে সব অভিযোগ গ্রহণ করেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। উল্লেখ্য, ইডি অফিসারদের ওপর হামলা হওয়ার পর থেকেই নিখোঁজ ছিলেন শেখ শাহজাহান। এলাকার দাপুটে তৃণমূল নেতা বলে পরিচিত ছিলেন তিনি। রেশন দুর্নীতিতে আগেই জড়িয়েছিল তাঁর নাম, তবে পরবর্তীতে এলাকাবাসীর মুখে শোনা গিয়েছে একের পর এক গুরুতর অভিযোগ। রাজ্য পুলিশ শাহজাহানকে গ্রেপ্তার করার পর ইডি ও সিবিআই হেপাজতে আছেন তিনি। বর্তমানে জেলে বন্দি রয়েছেন শাহজাহান। এদিকে হাইকোর্ট কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইকে নির্দেশ দিয়েছে একটি পোর্টাল খুলে অভিযোগ নিতে। এই সম্পর্কিত একটি মেইল আইডিও প্রকাশ করেছে সিবিআই। যে কেউ চাইলে সেখানে অভিযোগ জানাতে পারবেন। সিবিআইকে ১৫ দিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেওয়ারও নির্দেশও দিয়েছে আদালত।

ঘর থেকে বৃদ্ধার পচাগলা দেহ উদ্ধার বীজপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ঘর থেকে বৃদ্ধার পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে শুক্রবার তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ালো বীজপুর থানার কাঁচরাপাড়া পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের আগুরিপাড়া এলাকায়। মৃতার নাম গোলাপী বিশ্বাস (৭০)। স্থানীয়দের দাবি, তিন-চারদিন ধরে বৃদ্ধাকে এলাকায় দেখা যায়নি। এদিন সকাল থেকে ওই বাড়ি থেকে তীব্র পচা গন্ধ বেরোলে তারা পুলিশকে জানায়। পুলিশ এসে ঘর থেকে বৃদ্ধার দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। কিভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তা অবশ্য জানা যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের

রিপোর্ট এলেই বৃদ্ধার মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। মৃতার পড়শি অরুণা দাস জানান, তিন মাস আগে ওনার ছেলে মারা গিয়েছেন। তারপর থেকে ওই বাড়িতে বৃদ্ধা একাই থাকতেন। ঘর থেকে পচা গন্ধ বেরোতেই জানা গেল বৃদ্ধা মারা গিয়েছেন।

সম্পাদকীয়

ভিতরের আমিকে জোর করে বাইরে আনতে গেলে হিতে বিপরীত হবে

শুধুমাত্র নারীদের নয়, পুরুষদেরও দু'টি 'আমি' থাকে, বাইরের আমি ও ভিতরের আমি। দৃশ্যমান পৃথিবীর তালে তাল মেলানোর কাজে ব্যস্ত থাকে বাইরের আমি। ভিতরের আমি মানুষের একান্ত নিজস্ব। মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায়, বিশাল কর্মযজ্ঞে নিজেকে যুক্ত করার মাধ্যমে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় মেয়েটি পণ্য হয়ে যায়। এর কারণ, পুরুষশাসিত সমাজ মেয়েদের পণ্য হিসাবেই দেখতে চায়। নারীর সাফল্যের মানদণ্ড যে-হেতু এখনও পুরুষরাই ঠিক করে দেয়, তাই এই ছকের বাইরে যাওয়া মেয়েদের পক্ষে কঠিন। তার 'বিক্রয়যোগ্যতা'র বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার সাফল্যের মাত্রারও বৃদ্ধি ঘটে। এখন প্রশ্ন হল, তা হলে এই অবস্থায় নারী কি বাইরের আমিকে আর প্রশ্রয় না দিয়ে তার ভিতরের আমির কাছে ফিরে যাবে? থাকবে 'নিজ মনে'? না, সেটা আর সম্ভব নয়, কারণ ভিতরের আমি তাকে অন্তরের ঐশ্বর্যের সন্ধান দিলেও সে আর তাতে সন্তুষ্ট নয়। যে নারী বাস্তবের ভূমিতে দাঁড়িয়ে সাফল্য অর্জন করেছে, বা করতে যাচ্ছে, সে কেন ভিতরের আমির টানে পিছন ফিরে তাকাবে? এটা ঠিক, এই সাফল্য অর্জন করতে গিয়ে যদি তাকে আত্মসম্মান খোয়াতে হয়, তা হবে দুঃখজনক। কিন্তু সব দিক বজায় রেখে এক জন নারী যদি সমাজে প্রতিষ্ঠা পায়, সাফল্য লাভ করে, তবে অসুবিধা কোথায়? প্রবন্ধকার তাঁর প্রবন্ধটি 'বিক্রয়যোগ্য' করতে পেরেছেন বলেই সেটি এই পত্রিকায় জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়েছে। না হলে হয়তো সমাজমাধ্যমে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে হত। কাগজে রান্নার ছবি দিয়ে লিখলে দোষের নয়, আর সেটা ফেসবুকের মাধ্যমে প্রচার করলে দোষার্হ? এ বার আসি নারীদিবস ও নারীবাদের সঙ্গে কর্পোরেট কালচারের সম্পর্কের কথায়। মানুষ যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, সে নিজের লাভটা খুঁজে নিতে সচেষ্ট হবে। কর্পোরেট বা বিনোদনের জগতের আচরণে এর অন্যথা হবে কেন? আসলে এক শ্রেণির বুদ্ধিজীবী একটি ভ্রান্ত ধারণায় আচ্ছন্ন হয়ে আছেন। সেটা হল, বাজারি মুনাফার ফাঁদে ফেলে নারীদের নিরন্তর শোষণ করাই কর্পোরেট সংস্কৃতির কাজ। সমাজের নানা স্তরে শোষণ ছিল, আছে এবং থাকবে। কিন্তু এর মধ্যে থেকে মেয়েরা যে তাঁদের পাওনাটুকুর অন্তত কিছুটা বার করে নিতে পেরেছেন, তার জন্য নারীবাদী আন্দোলনের ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। বাইরের আমি নারী-আন্দোলনের পথ ধরে আরও এগিয়ে যাক, ভিতরের আমিকে জোর করে বাইরে আনতে গেলে হিতে বিপরীত হবে।

জন্মদিন

আজকের দিন

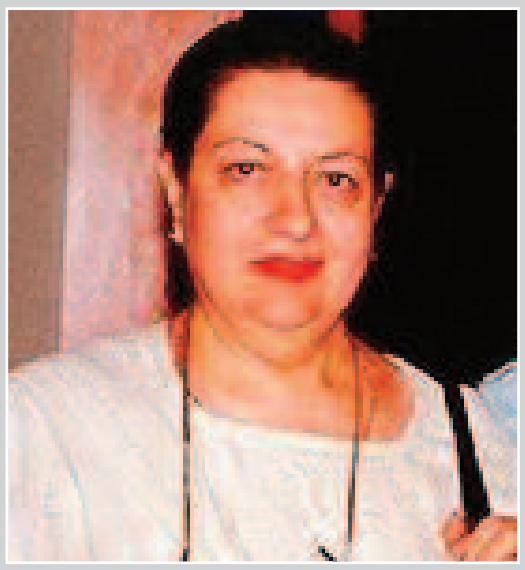

ববিতা

১৯৩৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ কাড়িয়া মুণ্ডার জন্মদিন।*
১৯৪৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ববিতার জন্মদিন।*
১৯৫০ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এন চন্দ্রবাবু নাইডুর জন্মদিন।*

গরমের রাহুগ্রাসে মেজাজ হারাবেন না

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

আমরা এই গরমে অনেকেই মাথা গরম করে ফেলি। আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না নিজেকে। আমাদের মেজাজ হারিয়ে যায়। তাহলে এর থেকে পরিত্রাণের কি উপায়? উপায় আমাদেরই হাতে আছে। প্রথমত সব ক্ষেত্রে শরীর ঠিক রাখতে হবে। প্রচুর জল খেতে হবে ওআরএস খেতে হবে, ছাতা ব্যবহার করতে হবে, নিয়মিত ও পরিমিত অতিরিক্ত মশলাবিহীন খাবার খেতে হবে। যে কোনো সমস্যায় ডাক্তারের দ্রুত পরামর্শ নিতে হবে। এরপর বলবো ছাত্রাবস্থায় বা কর্মক্ষেত্রে আমরা যেন প্রথমে শান্ত থাকতে পারি। আমরা যে যে পেশায় থাকি না কেনো সে সেটাকে যেনো ভালোবেসে করতে পারি। আমরা যেনো মাথায় রাখি যে গরম আমাকে কোনোভাবেই দমন করতে পারবে না। আমি ব্যবসায়ী। আমার নিজের ব্যবসা। আমি স্বাধীন। না, আজ গরম ভীষণ। আজ কাজে যাবো না— না, এই মনোভাব ত্যাগ করতে হবে। মনে রাখতে হবে গরম গরমের জায়গায়,কাজ কাজের জায়গায়। কোনো কিছুকেই কোনো কিছুর সাথে মেলালে চলবে না।

ভীষণ গরম। আমাদের এখানে ৪০ ছুঁই ছুঁই হলেই আর রক্ষে নেই। হাসফাঁস জীবন।এখন দুপুর হওয়ার আগে থেকেই এই কথাটা শোনা যায় —'আর পারছি না।' অবশ্য সবক্ষেত্রে নয়। মানে যারা এটা বলে তারা অনেকটাই অলস প্রকৃতির হয়। আমি বোঝাতে চাইছি যারা গরমে রীতিমত যুদ্ধ করে পেটের ভাত যোগাচ্ছে তাদের মুখে এমন কথা শোনা যায় কি?উত্তর — অবশ্যই না। কারণ যাদের দিন আনা দিন খাওয়া তাদের আর কি এসে যায় গ্রীষ্ম বা বর্ষায়! আবার গরমের সেলসিয়াস মাত্রা এক থাকলেও তারতম্য দেখা যায় এক জায়গায় এক এক রকম। মানে আপনি যদি একই তাপমাত্রায় রাজস্থানে যান তাহলে আপনি বুঝবেন কষ্ট কলকাতা না রাজস্থান কোথায় বেশি। উত্তর কলকাতায় বেশি। মানে ওখানে ৪০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় আপনার প্রবল গরম লাগলেও তেমন ঘাম হবে না। আর এখানে? এখানে ওই একই তাপমাত্রায় প্রবল গরমের সাথে দেখা যাবে চরম ঘাম। মানে আপনি অসহ্য হবেন সহজে। ফলে আপনি মেজাজ হারাবেন খুব দ্রুতই।

না, আজ আমি তাপমাত্রায় তারতম্য নিয়ে কথা বলছি না। কারণ নাতিশীতোষ্ণ দেশে এক এক জায়গায় এক একরকম তাপমাত্রা হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যায় হোক না কেনো তাপমাত্রা যদি স্বাভাবিক হয় তবে কোনো চাপ নেই। কিন্তু তাপমাত্রা যদি বাড়তে থাকে তবেই গন্ডগোল! কারণ এর উপরেই নির্ভর করে মানুষের মেজাজ। আর সেটা কখন যে হারায় আর কখন যে চড়াও হয় তা আমরা অনেকেই বুঝে উঠতে পারি না। তবে এটা বুঝি যে এই সময়ে মেজাজ হারানোতে গরম একটা বড় ফ্যাক্টর। কারণ প্রবল গরমেই মানুষ বিরক্ত হন বেশি।

অফিস কাছারির কথা বলছি না। কারণ দেখা গেছে সেখানে, এসি, এয়ারকুলার থেকে অত্যাধুনিক ব্যবস্থা রয়েছে। বলছি যারা ফিল্ড এ কাজ করেন। মার্কেটিং থেকে ট্র্যাফিক পুলিশ সর্বত্র দেখা গেছে দেখা গেছে ফিল্ড বা জনসংযোগ একটি বড় আকার নেয়। বাজারে ফিল্ডের কাজের হিড়িক এখন মারাত্মক। রয়েছে হোম ডেলিভারির মত কাজ। প্রায় সব কাজে আছে অসম্ভব চাপ ও টার্গেট। মার্কেটিং এর একটা বড়ো অংশ ফিল্ডে কাজ করে। ফলে তাদের ছুটে যেতে হয় এ মাথা থেকে সে মাথা। কে কত কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে পারবে তার উপরে নির্ভর করছে ইনসেনটিভ। ফলে সকলে প্রায় এই কাজে মেতে উঠেছে। কে কত তাড়াতাড়ি কাজ সম্পুর্ণ করতে পারবে। আর এর উপরই নির্ভর করছে অনেক কিছু। মানে, আমি প্রমোশন বা লেবেল আপ এর কথা বলছি। ফলে তাদের কত ঠান্ডা রাখতে হয় মাথা। এর মধ্যে যাদের বাইক দিয়ে সার্ভিস এর কাজ করানো হয় তাদের তো খাটনির কোনো সীমা পরিসীমা নেই। প্রচণ্ড রোদে, পিচ গলা রাস্তায়, ট্রাম লাইন সামলে, বিপুল অলিগলি আর ভিড় ঠেলে চলা সেই পেটের জন্যেই করতে হয়। গরম তাতে কি এসে যায়!

কোনটা ছেড়ে কোন ক্ষেত্রের কথা বলবো। একজন মা জানেন এই গরমে রান্নাটা কত চাপ। আর ঠিক এই কাজটাই যারা সন্তান সামলে কিংবা নিজের বাড়ির কাজ সামলে দু'এক বাড়িতে রান্নার কাজ করে থাকেন — ভাবুন তো তাদের কথা! ভাবুন তো যারা ফেরি করে তাদের কথা। ভাবুন তো সেলসম্যান, রিকশাওয়ালা, অটো চালক, বাস বা অন্যান্য গাড়ি চালক তাদের কথা। মানে আমি বোঝাতে চাইছি একে গরম যার উপর স্টিয়ারিং এর সামনে বসে থাকা। বাসের ক্ষেত্রে এরপর তো লেগেই আছে প্যাসেঞ্জার এর উল্টো পাল্টা কচকচানি। খুচরো সমস্যা থেকে আগে পরে নামা, সিগন্যাল ইত্যাদি নানা বিষয়ে কু মন্তব্য করা — ভাবুনতো কতখানি চাপ! এই সময়ে স্বাভাবিকভাবেই অসহ্য গরমে মাথা ঠাণ্ডা রাখাটা এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। তবুও গাড়ি চলে এবং ভালোভাবেই চলে। জীবনের গাড়ি। আপনি আমি মানে যারা শহুরে মানুষ তারা হয়তো জানি না যে কিভাবে ফসল ফলাতে হয়। মাঠে কতটা সময় দিতে হয়। তখন গরমের কথা মাথায় আনলে চলে কি! ভাবুনতো এই কাঠফাটা রৌদ্রে মাটি কাটার কাজ যারা করে কতটা চাপে তারাও থাকে।! একে তো এটা চরম কষ্টের কাজ এরপর আছে চরম গরম এর মতো অসহ্য পরিস্থিতি। আপনি হয়তো এটা জানেন যে আবাস যোজনায় সবার এখনো পাকা বাড়ি হয় নি। আপনি হয়তো এটা জানেন যে কত লোক টালি বা টিনের চালের বাড়িতে থাকেন। কিন্তু আপনি হয়তো ঠিক ওদের অনুভবে জানেন না যে ভাঙ্গা টালি বা টিনের ফাঁকে রৌদ্রে ঢোকায় গরমের কত হ্যাপা! আর তার উপরে যে সবার ঘরে বিদ্যুৎ পরিষেবা আছে তাও তো ভাবার কোনও কারণ নেই। মানে বুঝতে পারছেন গরিবির সাথে কি অসামান্য চাপ। সৌজন্যে মাত্রাধিক তাপ!

পুলিশের জন্য তো আলাদা করে কলম ধরতেই হয়। আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন যে খাতায় কলমে পুলিশের ছুটি থাকলেই অধিকাংশ সময় নানা কারণে পুলিশের ছুটি বন্ধ থেকে। 'ল এন্ড অর্ডার' এ তাদের কাজ করতে হয়। ফলে বন্ধ, হরতাল/স্ট্রাইক, মিটিং, মিছিল,নানা ধর্মের পুজো, নির্বাচন, চুরি ছিনতাই থেকে শুরু করে হঠাৎ অস্বস্তিকর পরিস্থিতি সব কিছুতেই মোকাবিলা বা নিয়ন্ত্রণ তাদের করতে হয়। তাই গরম তাদের কোনো বাঁধা হয়ে দাড়ায় না। এবার বলি আপনি কি সেই পুলিশের অবস্থা অনুভব করেছেন যে কিনা ঠাঁই রৌদ্রে দাঁড়িয়ে ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ করেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তাও কি সকলের মন জয় করতে পারেন? না, পারেন না। রোদে আপনার যখন অত্যন্ত ব্যস্ততা ঠিক তখনই চারিদিক থেকে সঠিক ভাবে পথচারী থেকে শুরু করে সঠিক সিগন্যালে রাস্তা ক্লিয়ার করা কি মুখের কথা! ভাবুন তো একবার। হ্যাঁ, সত্যিই তাদের এ কাজের জন্যে কুর্নিশ জানাতে হয়।

এবার বলি আমরা এই গরমে অনেকেই মাথা গরম করে ফেলি। আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না নিজেকে। আমাদের মেজাজ হারিয়ে যায়। তাহলে এর থেকে পরিত্রাণের কি উপায়? উপায় আমাদেরই হাতে আছে। প্রথমত সব ক্ষেত্রে শরীর ঠিক রাখতে হবে। প্রচুর জল খেতে হবে ওআরএস খেতে হবে, ছাতা ব্যবহার করতে হবে, নিয়মিত ও পরিমিত অতিরিক্ত মশলাবিহীন খাবার খেতে হবে। যে কোনো সমস্যায় ডাক্তারের দ্রুত পরামর্শ নিতে হবে। এরপর বলবো ছাত্রাবস্থায় বা কর্মক্ষেত্রে আমরা যেন প্রথমে শান্ত থাকতে পারি। আমরা যে যে পেশায় থাকি না কেনো সে সেটাকে যেনো ভালোবেসে করতে পারি। আমরা যেনো মাথায় রাখি যে গরম আমাকে কোনোভাবেই দমন করতে পারবে না। আমি ব্যবসায়ী। আমার নিজের ব্যবসা। আমি স্বাধীন। না, আজ গরম ভীষণ। আজ কাজে যাবো না— না, এই মনোভাব ত্যাগ করতে হবে। মনে রাখতে হবে গরম গরমের জায়গায়,কাজ কাজের জায়গায়। কোনো কিছুকেই কোনো কিছুর সাথে মেলালে চলবে না। তাই অসহ্য গরমকে উপেক্ষা করে কাজে মনোনিবেশ করাটাই হলো বুদ্ধিমানের কাজ। এখানে চাকরির ক্ষেত্রে মাথা ঠান্ডা রাখাটা খুব জরুরি। না হলে হঠাৎ করে আপনার ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। বেসরকারি ক্ষেত্রে তো আরও সচেতনতার প্রায়োজন। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে তাদের কাজের ভিত্তিতে পদোন্নতি হয়। তবে গরমে মেজাজ হারানো চলবে কেনো? মানে বলছি এক্ষেত্রে মাথা ঠান্ডা রাখাটা খুব জরুরি। আপনি যদি খুব মন দিয়ে মাথা ঠাণ্ডা রাখেন তবে দেখবেন চরম গরম আপনার কোনো অসহ্যতার কারণ হবে না। আর যারা ঘোষিত জনসেবার কাজ করেন মানে পুলিশ, উকিল, ডাক্তার থেকে শুরু করে যাবতীয় বিভাগ সর্বক্ষেত্রে সাবধানতার সাথে মাথা ঠাণ্ডা রেখে অসহ্য গরম কে উপেক্ষা করতে হবে। সমাজের সব শ্রেনীর কথা ভেবে, একজন সুস্থ নাগরিক হয়ে কাউকে ছোট না করে আমরা কি পারবো না একটা সঠিক মানবিক বোধ এ নিজেদের উন্নীত করতে — এই চরম গরমেও? মানলে ও জানলে জানাবেন প্লীজ।

লেখক: বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

একটি ছোট্ট মাটির ঘর থেকে আজকের চারটি বহুতল ভবনে রুপান্তরিত হাজী ইসহাক সিদ্দিকীয়া সিনিয়ার মাদ্রাসা ও ঐতিহাসিক সভা

নুরুল ইসলাম খান

একটি ছোট মাটির চালা ঘর থেকে পথ চলা শুরু করেছিল হাওড়া উলুবেড়িয়ার হাজী ইসহাক দারুল উলুম সিদ্দিকীয়া সিনিয়ার মাদ্রাসা। সেটি এখন ইতিহাসে পরিণত। তৈরি হয়েছে বিশাল আকারের চারটি বড়ো বড়ো ভবনে। তাঁর উদ্যেশে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাঁর জীবন আদর্শের দিকে একটু ফিরে দেখা যাক। পীর হযরত মাওলানা হাজী ইসহাক সিদ্দিকী রহ। জন্ম হুগলির ফুরফুরা দরবার শরীফ। মোজাদ্দেদে যামান ফুরফুরা শরীফের পীর আলা হযরত আল্লামা দাদা হুজুরের আপন চাচাতো ভাই। আমিরুল মোমিনিন সিদ্দিকী আকবর হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (রাঃ) এঁর বংশধর। সমাজ সংস্কার ও দ্বীন ইসলামের খেদমত করতে বাসস্থান হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন হাওড়ার উলুবেড়িয়াকে। সেখান থেকে জনহিতকর কাজ ও সমাজসেবা করতে শুরু করলেন। ইসালে সওয়াব, সমাজকে দ্বীনী ও সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষীত করতে বিরামহীন পরিশ্রম করেছিলেন। পাশাপাশি গ্রামের সাধারণ ও আল্লাহ ভোলা মানুষগুলোকে মহান আল্লাহর সঠিক পথের সুলুক সন্ধান দিয়েছিলেন। কোরআন হাদিসের আলোকে ইসলামের শ্বাশ্বত সত্য পথে তাঁদের কে আকৃষ্ট করলেন। মহান আল্লাহর বেসুমার নেয়ামতের কথা স্মরণ করালেন আম মানুষকে। সমাজের শির্ক বিদাত, পাপাচার, রাহাজানি এবং অন্ধকারময় জগতকে ধ্বংস করতে তাঁর অসামান্য অবদান আজ স্মরনীয় হয়ে রয়েছে। একদিকে শিক্ষা বিস্তার অন্যদিকে দ্বীনের খেদমতের পাশাপাশি মহান আল্লাহ প্রেমীক ও আসেকে রসুল সা, হয়ে উঠেছিলেন। বেশ কয়েকবার পায়ে হেঁটে পবিত্র হজ্ব মোবারক পালন করেছিলেন। আল্লাহর রসুলের প্রতি তাঁর মোহাব্বত ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। একসময় হজ করতে গিয়ে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে অঝোর নয়নে কেঁদে কেঁদে দিদারের আর্তি জানিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ সেটা কবুল করায় হুজুর পাক সাঃ এঁর দিদার নসিব হয়। তাঁর জীবন যাপন ছিল অতি সাধারণ। সুমধুর সম্পর্ক ছিল মানুষের সঙ্গে । বিয়ে করেছিলেন কিন্তু তাঁর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। ফলে তাঁর ভাইপো ফুরফুরা শরীফের পীর পরতাবে কাইমমুজ্জামান হযরত বড়ো হুজুর পীর সাহেবকে সন্তানসম স্নেহ করতেন এবং জীবনের সমস্ত দায়িত্ব তাহাকে অর্পণ করে খেলাফত প্রদান করেছিলেন। সম্ভবত ১৯৪৮ সালে হাজী ইসহাক সিদ্দিকী হুজুর ইন্তেকাল করেন, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহির রাজিউন। সেই ভাইপো পীর বড়ো হুজুরের উদ্যোগে চাচাজির স্মরণে ঐ মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে গ্রামের মানুষের সহযোগিতায় ১৯৫৪ সালে ছোট একটি মাটির ঘর নির্মাণ করেন মাদ্রাসা স্থাপন করেন। নাম, হাজী ইসহাক সিদ্দিকী দারুল উলুম সিদ্দিকীয়া সিনিয়ার মাদ্রাসা। ছিল একটি কুঁড়ে ঘর মাত্র।এখন সেখানে ৪টি বিশাল আকারের বহুতল ভবন। ছাত্র সংখ্যাও প্রচুর। শিক্ষকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিচালন কমিটির নেক নজরের ফলে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারিভাবে আলেম ও পরে ফাজেল বা উচ্চ মাধ্যমিকে সরকারিভাবে অনুমোদন পায়। এই স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে প্রত্যেক বছর পবিত্র ঈসালে সওয়াব অনুষ্ঠিত হয়। এবছরেও সেই ঐতিহাসিক ঈসালে সওয়াব মাহফিল ৭০ বছরে পদার্পন করেছে। সভায় লক্ষাধিক মানুষ উপস্থিত হয়ে থাকেন। মাহফিলে সমস্ত স্তরের মানুষ আসেন। আমন্ত্রিত বক্তাদের মধ্যে হাজির হন ফুরফুরা দরবার শরীফের অগনিত পীর সাহেব। শরিক হন রাজ্যের প্রখ্যাত আলেমগণ। অবশ্যই বিশাল এলাকাজুড়ে একটা সম্প্রীতির বাতাবরণ তৈরি করেছে। মন্ত্রী থেকে শুরু করে রাজনৈতিক প্রতিনিধিরাও দোয়া নিতে শামিল হন। পীর দাদা হুজুরের সমগ্র সাম্রাজ্য রক্ষনাবেক্ষন করে পীর বড়ো হুজুর নিজ হাতে কয়েকশো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। যার বেশিরভাগ শিক্ষালয়ই সরকারি অনুমোদন প্রাপ্ত। হাওড়া, হুগলি, বনগাঁ সহ অসংখ্য মাদ্রাসা তার উজ্জ্বল নিদর্শন। এখানেই পীর বড়ো হুজুরের দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতার পরিচয় মেলে।বলা বাহুল্য যেখানে তিনি মাদ্রাসা স্থাপন করেছেন সেখানেই তিনি কায়েম করেছিলেন ঈসালে সওয়াব মাহফিল। এই মাহফিলের উদ্বৃত্ত অর্থে পরিচালিত হচ্ছে প্রতিষ্ঠানগুলো। মাদ্রাসা ও মাহফিলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হলেন পীর বড়ো হুজুর। ফলে তাঁর পুত্র ও পৌত্ররা এই সাম্রাজ্যের দায়িত্ব পালন করছেন। পাশাপাশি গ্রামের সাধারণ মানুষ ও সহৃদয়বান কমিটিও এ ব্যপারে যথেষ্ট মানবিক এবং আন্তরিকতার পরিচয় বহন করে চলেছে। পীর হযরত আল্লামা মরহুম শাহসুফি আবু ইব্রাহিম সিদ্দিকী হুজুর দীর্ঘদিন এই দায়িত্ব সামলেছিলেন। যাইহোক একটি ছোট চালাঘর থেকে আজ আলিশান বিল্ডিং এ রুপান্তরিত হাজী ইসহাক সিদ্দিকী দারুল উলুম সিদ্দিকীয়া সিনিয়ার মাদ্রাসা হাওড়া জেলার অন্যতম একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ঐতিহাসিক মাহফিলটি সমাজকে সমৃদ্ধ করেছে।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ভোট লুট বন্ধ করব, দেবের গ্রামে হিরণের হুমকি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঘাটাল: খড়্গপুরের মাফিয়ার রাজ ঠান্ডা করেছি! সেখানে কেশপুর তো কোথায় কি! দেবের গ্রামে দাঁড়িয়ে এভাবেই কেশপুরের সন্ত্রাস প্রসঙ্গে হুমকি দিলেন হিরণ। শুক্রবার কেশপুরে তৃণমূল প্রার্থী অভিনেতা দেবের মহিষদা গ্রামে প্রবেশ করে বিশালাক্ষী মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর স্থানীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে বাড়ি বাড়ি প্রচার করেন। কেশপুরে ভোট পরবর্তী হিংসা ঠেকাতে নির্বাচনের পর ৬ মাস কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে, এই প্রতিশ্রুতি দেন। মহিলাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হিরণময় চট্টোপাধ্যায় জানান, বিজেপি ক্ষমতায় এলে ৩০০০ টাকা করে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দেওয়া হবে। খড়্গপুরে কত মাফিয়াদের ঠান্ডা করে দিয়েছি, কেশপুর সেখানে কোথায় কি! ঘাটালের বিদায়ী সাংসদ তথা অভিনেতা দেবের গ্রামে বিজেপি প্রার্থী হিরণ কেশপুর বিধানসভা এলাকায় মহিলাদের জন্য মহিলা কলেজ এবং গ্রামের রাস্তাঘাট সহ যাবতীয় উন্নয়নমূলক কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন। গ্রামের মানুষ বিগত দিনে তাদের ভোট দিতে না পারা ভয়ংকর দিনের কথা শোনান। হিরণ তাদের আশ্বস্ত করে বলেন, আমি আপনাদের পাশে আছি, থাকব। তৃণমূল কি করে আপনাদের ভোট দেওয়া আটকায় দেখব। বুক চিতিয়ে লড়াই করব। কেশপুরের ভূমিপুত্র, ঘাটালের বিদায়ী সাংসদ দীপক অধিকারীকে কটাক্ষ করে হিরণ বলেন, ২০১৪ থেকে পরপর দু'বার সাংসদ হয়ে তিনি উপরের দিকে উঠে গেলেন, আর গ্রামের মানুষরা মাটিতে মিশে গেল।

ফর্ম নং আইএনসি-২৬

কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা সম্পর্কিত

এবং

২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৫)(এ) সম্পর্কিত

এবং

ওয়াইএমডি ফিনান্সিয়াল কনসালটেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U74140WB2012PTC173511) রেজিস্টার্ড অফিস ১৪, পোলোক স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত সম্পর্কিত

.......দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ১৯ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য' থেকে 'গুজরাত রাজ্যে' কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টালে (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

ওয়াইএমডি ফিনান্সিয়াল কনসালটেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে

স্বা/-

জিগনা জিগারকুমার শাহ

তারিখ : ১৯.০৪.২০২৪ (ডিরেক্টর)

স্থান : কলকাতা ডিন - ১০৫৩০৯৭৩

ফর্ম নং আইএনসি-২৬

কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা সম্পর্কিত

এবং

২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৫)(এ) সম্পর্কিত

এবং

ভবিষ্য ইকমার্স প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U72100WB2010PTC153636) রেজিস্টার্ড অফিস ৬৪, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, রুম নং ২৫, কলকাতা - ৭০০০৬৯, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত সম্পর্কিত

.......দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ১৯ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য' থেকে 'গুজরাত রাজ্যে' কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টালে (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

ভবিষ্য ইকমার্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে

স্বা/-

জিগনা জিগারকুমার শাহ

তারিখ : ১৯.০৪.২০২৪ (ডিরেক্টর)

স্থান : কলকাতা ডিন - ১০৫৩০৯৭৩

Form No. INC- 26

[Pursuant to Rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another

Before the Central Government Eastern Region, Kolkata

In the matter of sub-section (4) of section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules 2014

AND

In the matter of Suyash Vincom Private Limited having its registered office at 134/1, M.G. Road, Kolkata, W.B - 700007

..........Petitioner

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 Seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Annual General Meeting/ Extra ordinary general meeting held on 30th Mar, 2024 to enable the company to change its Registered office from "State of West Bengal" to "State of Odisha".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director at the address Regional Director, Eastern Region, Nizam Place, 1 MSO Building, 3rd Floor, 234/4, A.J.C. Bose Road, Kolkata, W.B - 700020 within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company with a copy of the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

134/1, M.G Road, Kolkata, West Bengal - 700007

For and on behalf of M/S SUYASH VINCOM PRIVATE LIMITED

Anil Kumar Sarda

Date : 20.04.2024 Director

Place: Kolkata DIN: 03577570

Address: 134/1, M.G. Road, Kolkata West Bengal - 700007

ফর্ম বি

সাধারণ ঘোষণা

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস রেগুলেশন ১২ অধীনে)

ক্যাপিটাল ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

ক্রম নং	বিবরণাদি	বিস্তারিত
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	ক্যাপিটাল ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	২০ জুলাই ২০০৬
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা, ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের অধীনে
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U31901WB2006PLC110699
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	পি-১৬১, ডিভাইপি রোড, থানা - মানিকতলা, কলকাতা-৭০০০৫৪, পশ্চিমবঙ্গ
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির তারিখ	০৩.০৪.২০২৪
৭.	কর্পোরেট ডেটরের লিকুইডেশন শুরুর তারিখ	০৩.০৪.২০২৪
৮.	লিকুইডেটর হিসেবে কর্মরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	সুব্রত ঘোষ IBBI/IPA-003/IP-N00373/2021-2022/13799
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল	শিবালয়, পি-১৬০, উত্তরপাড়া ..., কলকাতা, subhomusic@gmail.com
১০.	লিকুইডেটরের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	ইন্টেলেক্ট ... কলকাতা - ৭০০০৭১, subhomusic@gmail.com, cirp.capitalelec@gmail.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	০৩.০৫.২০২৪

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদত্ত হচ্ছে যে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে ক্যাপিটাল ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস লিমিটেড-এর লিকুইডেশন শুরুর তারিখ ০৩.০৪.২০২৪। ক্যাপিটাল ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ০৯.০৫.২০২৪ তারিখে লিকুইডেটরের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।

আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।

মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

**দ্রষ্টব্য : ১৩.০৪.২০২৪ তারিখে প্রকাশিত ফর্ম-বি তে ভুলক্রমে কিছু ভুল ছিল। ২০.০৪.২০২৪ তারিখের প্রকাশিত সংশোধিত সংস্করণ পড়ুন।

লিকুইডেটরের নাম : সুব্রত ঘোষ

IBBI/IPA-003/IP-N00373/2021-2022/13799

তারিখ : ১৩.০৪.২০২৪

স্থান : কলকাতা

SBI | স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল | জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১ | ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [(রুল -৮(১)]

যেহেতু :

নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ এর অ্যাক্ট ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৮.১২.২০২৩** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শেখ মহিত বাকস পিতা শেখ মনসুর বাকস, গ্রাম - খারুই কোতবার, পো. খারুইগড়, থানা - পটাশপুর, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৪২৯** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২২,৭৭,০৫৬.২৯ টাকা (বাইশ লাখ সাতাত্তর হাজার ছাপান্ন টাকা এবং উনত্রিশ পয়সা) টাকা ২৮.১২.২০২৩ অনুযায়ী** সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **১৬ এপ্রিল ২০২৪** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, নিকট বকেয়া **২২,৭৭,০৫৬.২৯ টাকা (বাইশ লাখ সাতাত্তর হাজার ছাপান্ন টাকা এবং উনত্রিশ পয়সা) টাকা ২৮.১২.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

২০০২ সালের সারফেরি আইনের ১৩(৪) ধারা সংস্থান অধীনে ইস্যুকৃতপূর্বেকার সকল নোটিশ প্রত্যাহার এবং বাতিল করা হল।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

জমির পরিমাণ ৪ ডেসিমেল এবং তদস্থিত ভবন মৌজা : খারুই কোটবার, থানা: পটাশপুর, জেএল নং ৮২, খতিয়ান নং (এলআর) ৬৬১, দাগ নং ২২৮, ১) ভল্যুম নং ২৪১,পৃষ্ঠা ১৪-১৭, দলিল নং ৬০৮০-২০০৬ সালের, ২) ভল্যুম নং ২৪১,পৃষ্ঠা ১৮-২২, দলিল নং ৬০৮১-২০০৬ সালের, সম্পত্তি মোহিত বাকস পিতা শেখ মনসুর বাকস এর নামে। **চৌহদ্দি:** উত্তরে : শেখ অহিত এর সম্পত্তি, পূর্বে : শেখ সুকুরের সম্পত্তি,দক্ষিণে : শেখ রাইমত বক্স এর সম্পত্তি, পশ্চিমে : শেখ মনসুর বক্স এর সম্পত্তি।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ১৬.০৪.২০২৪ | অনুমোদিত অফিসার

স্থান - পটাশপুর | এসবিআই এসএআরবি-সাউথ বেঙ্গল

SBI | এসবিআই আরএসিপিসি বেহালা (১৭৮৯৯) | ২৩এ/৪৪এক্স, ৪র্থ তল, জীবন তারা বিল্ডিং, ডি. এইচ. রোড, কোল - ৭০০০৫৩ ইমেল - sbi.17899@sbi.co.in

পরিশিষ্ট IV (রুল-৮(১) **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০২.০২.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী অনিরুদ্ধ চৌধুরি এবং শ্রীমতি সুমিতা চৌধুরি, রনিত অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং - ৩বি, ৩য় তল, ১৮৪/৭, সরকারহাট লেন, কলকাতা - ৭০০০৬১** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১২,৮১,৪৩৬.০০ টাকা (বারো লাখ একাশি হাজার চারশ ছত্রিশ টাকা) টাকা ০৩.০২.২০২৪ থেকে সুদ সহ** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৮ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া **১২,৮১,৪৩৬.০০ টাকা (বারো লাখ একাশি হাজার চারশ ছত্রিশ টাকা) টাকা ০৩.০২.২০২৪ থেকে সুদ,** ব্যয় ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ

স্বত্বাধিকারী : শ্রী অনিরুদ্ধ চৌধুরী এবং শ্রীমতি সুমিতা চৌধুরী।

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি মার্বেল মেঝে সমন্বিত ফ্ল্যাট নং বি/৩, ৩য়তলে, দক্ষিণ পূর্ব দিকে সম্মুখভাগে সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৭০ বর্গফুট ২ বেড রুম,এক ডাইনিং, এক কিচেন, এক টয়লেট, এক ডব্লুসি এবং এক ব্যালকনি উক্ত তিন তলা ভবনে অবস্থিত কেএমসি প্রেমিসেস নং ৬৭, সরকার হাট লেন, ওয়ার্ড নং ১২৬, অ্যাসেসি নং ৪১-১২৬-১৭-০০৬৬-২, থানা : ঠাকুরপুকুর, কলকাতা : ৭০০০৬১,কলকাতা পৌর সংস্থা (এস এস ইউনিট) জেলা: দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এবং **চৌহদ্দি : উত্তরে :** পতিত পাবন পাত্রর জমি, **দক্ষিণে :** ১৪ ফুট চওড়া সরকার হাট লেন, **পূর্বে :** অন্যান্যর জমি, **পশ্চিমে :** ৬ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ১৮.০৪.২০২৪ | অনুমোদিত অফিসার

স্থান - কলকাতা | স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

IDBI BANK | আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড চন্দননগর শাখা | **স্বর্ণ অলংকার নিলাম নিমিত্ত পাবলিক নোটিশ**

নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া আদায়ের নিমিত্ত ব্যাঙ্কের অনুকূলে রেখিত দায়বদ্ধ স্বর্ণ অলংকার সাধারণ নিলামে বিক্রির জন্য প্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে। ব্যাঙ্ক প্রেমিসেস আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি, চন্দননগর শাখা,দেবালয় অ্যাপার্টমেন্ট,৯০, আর বি এভিনিউ, ফটকগোরা, পো : চন্দননগর, থানা : চন্দননগর, জেলা: হুগলি,রাজ্য : পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭১২১৩৬ ঠিকানায় সকাল ১০ টা থেকে নিলাম সম্পাদিত হবে।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট নং	ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	দায়বদ্ধ স্বর্ণ অলংকারের বিবরণ	মোট ওজন গ্রামে	ইএমডি, টা	সংরক্ষিত মূল্য টাকা
১.	০৪০১৬৭১১০০ ০০৩১৫০	কেশব চন্দ্র সাহা, শ্রীপল্লি, পো-চন্দননগর, থানা-চন্দননগর, জেলা :হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭১২১৩৬	গোট চেন-১টি, বোতাম সেট : ১ টি, আংটি ১টি	২৫.৭০	৩,৮০০ টাকা	৭৬,০০০ টাকা

ব্যাঙ্ক কর্তৃক বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদি সম্বলিত একটি কপি চন্দননগর শাখায় নোটিশ বোর্ডে ২০.০৪.২০২৪ থেকে ২৯.০৪.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রদর্শিত মতে আগ্রহী পক্ষগণ নিলামের সম্পাদনের সময়ে হাজির থাকতে পারেন। সংশ্লিষ্ট আগ্রহী ব্যক্তিকে বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদি সম্পর্কিত বিষয়ে অবগত হয়ে নিলামে অংশ নিতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ডাক দাখিলের শেষ তারিখ ২৯.০৪.২০২৪।

তারিখ : ২০.০৪.২০২৪ | **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার**

স্থান : চন্দননগর | **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, চন্দননগর শাখা**

ওয়েবসোল এনার্জি সিস্টেম লিমিটেড

CIN: L29307WB1990PLC048350

রেজিস্টার্ডঅফিস : প্লট নং ৮৪৯, ব্লক-পি, ৪৮, প্রমথ চৌধুরি সরণি, ৩য় তল, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৭০০০৫৩

ওয়েবসাইট : www.webelsolar.com ইমেল আইডি : investors@webelsolar.com

এতদ্বারা অবগত করা হচ্ছে যে, ওয়েবসোল এনার্জি সিস্টেমস লিমিটেডের সদস্যগণের **অতিরিক্ত সাধারণ সভা (ইজিএম) শনিবার ১১ মে, ২০২৪ তারিখে বেলা ২.৩০ টায় (আইএসটি)** দুইভাবে ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) সুবিধা/অন্যান্য অডিও ভিসুয়াল মিনস (ওএভিএম) মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। ইজিএম এর নোটিশ পাওয়া যাবে নিম্নোক্ত লিঙ্ক 'ইনভেস্টরস কর্ণার' www.webelsolar.com থেকে। নোটিশ পাওয়া যাবে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) এর www.evoting.nsdl.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলির বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অব ইন্ডিয়া লিমিটেড এর www.bseindia.com এবং www.nseindia.com থেকে।

জেনারেল সার্কুলার তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ এবং ১৩ জানুয়ারি ২০২১এবং জেনারেল সার্কুলার ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কর্তৃক ইস্যুকৃত (এমসিএ) (যৌথভাবে এমসিএ সার্কুলার হিসেবে উল্লিখিত) এবং সার্কুলার সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি২/সিআইআর/রি/২০২২/৬২ তারিখ ১৩ মে ২০২২ এবং অন্যান্য সার্কুলারগুলি সেবি (পরবর্তীতে যৌথভাবে সার্কুলারগুলি হিসেবে উল্লিখিত মতে) ইস্যুকৃত অনুযায়ী একটি সাধারণ স্থানে সদস্যগণের উপস্থিতি ব্যতীত ভিসি মাধ্যমে ইজিএম অনুষ্ঠানের জন্য কোম্পানিকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

২০১৪ সালের (সংশোধিত মতে) কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলসের রুল ২০ সহ আইনের ১০৮ ধারার সংস্থান অধীনে এবং ইনস্টিটিউট অব কোম্পানি সেক্রেটারিজ অব ইন্ডিয়া কর্তৃক ইস্যুকৃত সেক্রেটারিয়েল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেল মিটিংস এবং লিস্টিং রেগুলেশনস, সংশোধিত মতে রেগুলেশন ৪৪এবং এমসিএ সার্কুলারগুলির সংস্থান অধীনে কোম্পানি তার সদস্যদের রিমোট ই-ভোটিংয়ের সুবিধা দেবে ইজিএম তে বিষয় সমূহ সম্পাদনের জন্য এবং সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা প্রদানের জন্য এনএসডিএলকে নিযুক্ত করেছে। ফলে এনএসডিএল কর্তৃক সদস্যগণ রিমোট ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ইজিএম এর পূর্বে এবং ইজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুবিধা প্রদান করা হবে। রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়া যাবে নিম্নোক্ত সময় অনুযায়ী:

ই-ভোটিং শুরু	**সকাল ৯ টা থেকে (আইএসটি) বুধবার ৮মে, ২০২৪**
ই-ভোটিং শেষ	**বিকেল ৫টা (আইএসটি) শুক্রবার ১০ মে, ২০২৪ পর্যন্ত**

সংশ্লিষ্ট সময়ে সদস্যগণ ফিজিক্যাল বা ডিমেটেরিলাইজড আকারে শেয়ার ধারণ করে থাকলে **শনিবার ৪মে ২০২৪ (কাট অফ ডেট)** অনুযায়ী ইজিএম পূর্বে রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন।পরবর্তীতে এনএসডিএল কর্তৃক রিমোট ই-ভোটিং মডিউল অকার্যকর করা হবে। সদস্যগণ কর্তৃক একটি প্রস্তাবে ভোট দানের পরবর্তীতে তা পরিবর্তনের অনুমতি দেওয়া হবে না। **শনিবার ৪ মে ২০২৪ (কাট অফ ডেট)** কাট অফ ডেট অনুযায়ী কোম্পানির আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন অনুযায়ী শেয়ারের অনুপাতে সদস্যগণকে ভোটাধিকার প্রসদান করা হবে।

কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে, শেয়ারহোল্ডারগণের জন্য ফ্রিকোয়েন্টলি আসকড কোশ্চেনস (এফএকিউএস)এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল উপলব্ধ ডাউনলোড সেকশন থেকে www.evoting.nsdl.com বা ফোন করতে পারেন নিঃশুল্ক নং ১৮০০-১০২-০৯৯০/১৮০০-২২৪-৪৩০ বা অনুরোধ পাঠাতে পারেন শ্রীমতি পল্লবী মাত্রে evoting@nsdl.co.in এর কাছে।

ইজিএম এর পূর্বে রিমোট ই-ভোটিংয়ের প্রক্রিয়ার /ইজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত ইজিএম দ্রষ্টব্যতে উপলব্ধ।

ওয়েবসোল এনার্জি সিস্টেমস লিমিটেডের পক্ষে

স্বা/-

স্থান : কলকাতা | সোহন লাল আগরওয়াল

তারিখ : ১১.০৪.২০২৪ | ম্যানেজিং ডিরেক্টর

SBI | স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান | (কোড - ১৪৮১৭), উল্লাস গেট নং ১, পিন - ৭১৩১০৪ (প.ব.) | জেলা - পূর্ব বর্ধমান, প.ব., ইমেল : sbi.14817@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]

যেহেতু

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০৯.০২.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী অরুণ কুমার সিনহা, পিতা প্রয়াত হীরেন্দ্র নাথ সিনহা, ঠিকানা** - গ্রাম এবং পোস্ট - সিমলাপল, সিমলাপল থানার নিকট, জেলা - বাঁকুড়া, পিন - ৭২২১৫১ এবং আরও মাতৃ ভূমি অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৩০১, ৪র্থ তল, ৬৭, নিত্যানন্দনগর, ফার্স্ট বাইলেন, সাঁকরাইল, জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১১০৯ কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২৪,১৯,৪১০.১৭ টাকা (চব্বিশ লাখ উনিশ হাজার চারশ দশ টাকা এবং সতের পয়সা) টাকা ১০.০২.২০২৪ থেকে সুদ সহ** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিস ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৬ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া **২৪,১৯,৪১০.১৭ টাকা (চব্বিশ লাখ উনিশ হাজার চারশ দশ টাকা এবং সতের পয়সা) টাকা** ০৯.০২.২০২৪ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ ১০.০২.২০২৪ থেকে মূল্য ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম : শ্রী অরুণ কুমার সিনহা, পিতা প্রয়াত হীরেন্দ্রনাথ সিনহা, মাতৃভূমি অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৩০১, ৪র্থ তল, ৬৭, নিত্যানন্দ নগর, ফার্স্ট বাইলেন, সাঁকরাইল, জেলা: হাওড়া,পিনর ৭১১১০৯।

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩০১, ৪র্থ তলে, দক্ষিণ দিকে পরিমাণ এরিয়া ১০৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত হাওয়া পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৪৫, আরএস দাগ নং ৪০৫, এলআর দাগ নং ৫১৩, আরএস খতিয়ান নং ৪৫৮, এলআর খতিয়ান নং ৫২, ৪৭৫৭, ৪৭৫৮, মৌজার থানামাকুয়া,জেএল নং ৪০, থানা : সাঁকরাইল, জেলা : হাওড়া, পিন র ৭১১১০৯, এডিএসআর -রাণিহাটি, ডিএসআরও হাওড়া এবং **রেজিস্ট্রিকৃত হস্তান্তর দলিল নং ১৯০১০৩৮৮৭ -২০১৯ সালের। চৌহদ্দি :** উত্তরে :রমা মুখার্জি এবং সমীর মুখার্জি এবং অন্যান্যর জমি,পূর্বে : নরেন বার এবং অন্যান্যর সম্পত্তি, দক্ষিণে : ১৪ ফুট সাধারণ চলার পথ। পশ্চিমে : তপন শাউ এবং স্বপন শাউ।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ১৬.০৪.২০২৪, স্থান - হাওড়া অনুমোদিত অফিসার, এসবিআই, এসএআরবি, বর্ধমান

SBI | এসবিআই আরএসিপিসি উত্তরপাড়া (৬৪১০০) | ৫ম তল, রিজেন্ট স্টার মল, ৯ কে, জি টি রোড, উত্তরপাড়া হুগলি, পিন - ৭১২২৩৩, ইমেল : sbi.64100@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - IV [রুল-৮(১)] **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

A/c No- 38289250959 & 38289259102

যেহেতু

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি উত্তরপাড়া অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর নং ৩) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের **রুল ৩** সংস্থান অধীনে **১৫.০২.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী কান্তিলাল পুরোহিত এবং শ্রীমতি পিংকি দেবী পুরোহিত ফ্ল্যাট ৩০১, ৪র্থ তল, ৮২/১২, রামলাল দত্ত রোড, পো. ভদ্রকালী, থানা - উত্তরপাড়া, হুগলি - ৭১২২৩২ এবং ৪৫ মতিলাল রায় লেন, ভদ্রকালী, উত্তরপাড়া কোতরং পুরসভা, হুগলি - ৭১২২৩২ এবং, ১৩ নারায়ণ প্রসাদ বাবু লেন, কলকাতা - ৭০০০০৭ এবং স্বামী কান্তি লাল পুরোহিত, পুরোহিতো কা ওয়াজ, করকা, জালর, রাজস্থান - ৩৪৩০৪০** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২৩,৩৯,৩৫৬ টাকা (তেইশ লাখ উনচল্লিশ হাজার তিনশ ছাপান্ন টাকা) টাকা ১৫.০২.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং জরিমানা সুদ সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত। আপনি চুক্তি মোতাবেক হারে উল্লিখিত পরিমাণের সহিত পরবর্তী সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি উক্ত নোটিশের ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৯ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, উত্তরপাড়া ব্রাঞ্চ,** নিকট বকেয়া **২৩,৩৯,৩৫৬ টাকা (তেইশ লাখ উনচল্লিশ হাজার তিনশ ছাপান্ন টাকা) টাকা ১৫.০২.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতা অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি সম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট মার্বেল মেঝে সমন্বিত নং ৩০১,৪র্থতলে, উত্তর দিকে সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাণ ৮৫০ বর্গফুট (ঢাকা এরিয়া ৬৯৭ বর্গফুট) বা কমবেশি , ২ বেড রুম, ১ ডাইনিং, ১ কিচেন, ২ টয়লেট, এবং ১ বারান্দা অবস্থিত বহুতল ভবনে পুর হোল্ডিং নং ৮২/১২, রামলাল দত্ত রোড,উত্তরপাড়া-কোতরঙ পুরসভা অধীনে, পো: ভদ্রকালী,থানা : উত্তরপাড়া, এডিএসআর অফিস : উত্তরপাড়া, হুগলি : ৭১২২৩২।

চৌহদ্দি :উত্তরে : সকলের ব্যবহারের জায়গা। **দক্ষিণে :** ফ্ল্যাট ৩০২ করিডর এবং সিঁড়ি, **পূর্বে :** সকলের ব্যবহারের জায়গা, করিডর, সিঁড়ি, **পশ্চিমে :** সকলের ব্যবহারের জায়গা, পরবর্তীতে রামলাল দত্ত রোড।

সম্পত্তি শ্রী কান্তিলাল পুরোহিত এবং শ্রীমতি পিঙ্কি দেবী পুরোহিত এর নামে দলিল নং ০৬২১০১৩৭৭ -২০১৯ সালের, ভলুম নং ০৬২১-২০১৯,পৃষ্ঠা ৪২৮৯৩ থেকে ৪২৯২১, নথিভুক্ত বুক নং ১, এডিএসআর উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ১৯.০৪.২০২৪, স্থান - উত্তরপাড়া, হুগলি | অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI | চাঁদপাড়া ব্রাঞ্চ | জেলা - ২৪ পরগনা (উত্তর), পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩২৪৫ | ইমেল : sbi.06046@sbi.co.in

ই-নিলাম নোটিশ | অনুমোদিত অফিসার : শ্রী বাট্টুলা শ্যাম, মো. নং - ৮০০১১৯৪৪৫০ | ইমেল আইডি : sbi.06046@sbi.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ ২৪.০৫.২০২৪ সময় ঃ ১২০ মিনিট সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত

৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য

বায়না জমা (ইএমডি) সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ হারে স্থানান্তর/জমা করতে হবে ডাকদাতা কর্তৃক নিজস্ব ওয়ালেটে মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত ই-নিলামের স্থানে

https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp

ইএমডি দাখিলের তারিখ এবং সময় ২২.০৫.২০২৪ বিকেল ৪টে পর্যন্ত

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২৪.০৫.২০২৪ (ই-নিলামের তারিখ) 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** উদ্ধার করতে **(সম্পত্তি নং ১), ২৪,৩০,৩৪৫.০০ টাকা (চব্বিশ লাখ তিরিশ হাজার তিনশ পঁয়তাল্লিশ টাকা) ৩০.০৯.২০২৩ অনুযায়ী (২১,৮৯,৪৭৮.০০ টাকা (একুশ লাখ উননব্বই হাজার চারশ আটাত্তর টাকা) এ/সি নং - ৩৬৯০৮১৪৪১৬ এবং ২,৪০,৮৬৭.০০ টাকা (দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার আটশ সাতষট্টি টাকা) এ/সি নং - ৩৯৩৭৭০৮৯০৬২ এবং পরবর্তী সুদ ০১.১০.২০২৩ থেকে মূল্য ইত্যাদি সহ এবং (সম্পত্তি নং ২) ২৯,৯৫,৪১৪.০০ টাকা (উনত্রিশ লাখ পঁচানব্বই হাজার চারশ চোদ্দ টাকা) ৩০.০৯.২০২৩ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ ০১.১০.২০২৩ থেকে, মূল্য ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।** এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত জামিনদত্ত সম্পদসমূহ জামিন অধীনে ঋণদাতা কর্তৃক আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা **(সম্পত্তি নং ১) শ্রী বাপন কুমার সাহা পিতা শ্রী মণীন্দ্র নাথ সাহা,** গ্রাম - পূর্ব সোনাটিকারি, পো. চাঁদপার, থানা - গাইঘাটা, জেলা - ২৪ পরগনা (উত্তর), পিন - ৭৪৩২৪৫ **এবং** ঋণগ্রহীতা **(সম্পত্তি নং ২) মেসার্স ইউনিক, স্বত্বাধিকারী : শ্রী বিশ্বজিৎ বিশ্বাস, পিতা শ্রী প্রিয়নাথ বিশ্বাস,** গ্রাম - চাঁদপাড়া (নতুন সুপার মার্কেট), পো. চাঁদপাড়া বাজার, থানা - গাইঘাটা, জেলা - ২৪ পরগনা (উত্তর), পিন - ৭৪৩২৪৫ কাছ থেকে।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা যদি কিছু থাকে সহ স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা/ডাক বাড়ানোর পরিমাণ
সম্পত্তি নং ১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ আনুমানিক কমবেশি ১.৭৮ ডেসিমেল এবং ভবন ২৫০ বর্গফুট মৌজা : ৫৬ নং পূর্ব সোনাটিকারি, খতিয়ান নং ২৪৮, আরএস দাগ নং ১৯০ এবং এলআর দাগ নং ২৪৩ চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত,থানা : গাইঘাটা, এডিএসআরও -চাঁদপাড়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা,নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১৫১৪-২০১৫, পৃষ্ঠা ৩৯৭৮৩ থেকে ৩৯৮০৪, দলিল নং ১৫১৪০৪১৮৭-২০১৫ সালের। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ১০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ,দক্ষিণে : আনন্দ বিকাশ সাহার সম্পত্তি, পূর্ব : বরুণ সাহার সম্পত্তি, পশ্চিমে : গণেশ সাহার সম্পত্তি। **সম্পত্তি শ্রী বাপান কুমার সাহা, পিতা শ্রী মনীন্দ্র নাথ সাহার নামে, গ্রাম : পূর্ব সোনাটিকারি, পো : চাঁদপাড়া,থানা : গাইঘাটা, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা। (সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত)**	১৯৩৭০০০ টাকার নীচে সম্পত্তি বিক্রি করা হবে	সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ ১,৯৩,৭০০ টাকা ডাক বাড়ানোর পরিমাণ ১০০০০ টাকা
সম্পত্তি ২: সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ কমবেশি ১৩৮ বর্গফুট মৌজা : ৫৬ পূর্ব সোনাটিকারি,এলআর কৃষি খতিয়ান নং ৯৭/৬, আরএস দাগ নং ৩৫৬, এবং এলআর দাগ নং ৪৩৭, সাব প্লট নং এ, চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : গাইঘাটা, এসআরও এবং বিএলআরও -চাঁদপাড়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, নং ১, ভলুম নং ২, পৃষ্ঠা ১৭১ থেকে ১৭৮, দলিল নং ৯১-০৭ সালের।দোকানের পরিমাণ : উত্তরে : ৮ ফুট ৮ ইঞ্চি, দক্ষিণে : ৯ ফুট ২ ইঞ্চি,পূর্বে : ১৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, পশ্চিমে : ১৫ ফুট ৯ ইঞ্চি। **দোকানের চৌহদ্দি :** উত্তরে : ঝন্টু বিশ্বাসের অন্যান্য দাগ নং, দক্ষিণে : সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : শঙ্কর দাসের জুয়েলারি দোকান, পশ্চিমে :ভারতী বিশ্বাসের দোকান। **সম্পত্তি ১) শ্রী বিশ্বজিৎ বিশ্বাস পিতা শ্রী প্রিয়নাথ বিশ্বাস এবং ২) শ্রী অভিজিৎ বিশ্বাস, পিতা শ্রী প্রিয়নাথ বিশ্বাস এর নামে, গ্রাম : চাঁদপাড়া, পো : চাঁদপাড়া, থানা : গাইঘাটা,জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা। (সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত)**	১৭,৫৮,০০০.০০ টাকার নীচে সম্পত্তি বিক্রি করা হবে	সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ ১,৭৫,৮০০ টাকা ডাক বাড়ানোর পরিমাণ ১০০০০ টাকা

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন https://Bank.sbi এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিঙ্ক https://www.mstcecommerce.com/ auctionhome/ibapi/index.jsp দেখুন।

তারিখ ঃ ২০.০৪.২০২৪ | অনুমোদিত অফিসার

স্থান ঃ চাঁদপাড়া | কোনও ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ডের জন্য ব্যাঙ্ক দায়ী নয় | স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ৩০ দিনের বিধিবদ্ধ নোটিশ

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

শাখা: এ জে সি বোস রোড, কলকাতা

১১৯, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৬

টেলিফোন- ২২২৯ ৮০৮৬ /০৪৫৭ / ৩২৫৯

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৬(২) ও ৮(৬) এর অধীনে নোটিশ।

প্রতি,

১. **শ্রীমতী রাখি দাস, স্বামী-শ্রী শুভ্রজিৎ দাস, বাসস্থান- ফ্ল্যাট নং-৩এ, পারুল নিবাসের ৩য় ফ্লোর, ১২১ হরকালি কলোনি, থানা - দম দম, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০০৭৪।**

২. **শ্রী শুভ্রজিৎ দাস, পিতা-প্রয়াত ইন্দ্রজিৎ দাস, রিও ফ্ল্যাট নং-৩এ, পারুল নিবাসের ৩য় ফ্লোর, ১২১ হরকালি কলোনি, থানা - দম দম, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০০৭৪।**

বিষয়-হোম লোন অ্যাকাউন্ট আইবি হোম লোন (স্কিম ইন্ড আবাস) এ/সি ৫০৪৬৫৮৭৪৯৩৩ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এজেসি বোস রোড শাখা, কলকাতা, ১১৯ পার্ক স্ট্রিট কলকাতা , ৭০০০১৬ এর সঙ্গে।

শ্রীমতী রাখি দাস এবং শ্রী শুভ্রজিৎ দাস ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এজেসি বোস রোড ব্রাঞ্চ, কলকাতা, ১১৯ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৬ থেকে হোম লোন সুবিধা নিয়েছেন, যার ঋণ পরিশোধের সময়সূচী উল্লিখিত সম্পত্তি বন্ধক দ্বারা সুরক্ষিত করা হয় যা পরবর্তীতে ''সম্পত্তিসমূহ'' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। **শ্রীমতী রাখি দাস এবং শ্রী শুভ্রজিৎ দাস** ব্যাঙ্কের বকেয়া পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, ১৩(২) অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এবং এনফোর্সমেন্ট অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যাক্ট এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন ২০০২ (সংক্ষেপে 'দ্য এক্ট' বলা হয়), ধারার অধীনে **০২.০৫.২০২৩ তারিখের একটি ডিমান্ড নোটিশ** অনুমোদিত অফিসার দ্বারা জারি করা হয়েছিল ঋণগ্রহীতা (গণ), গ্যারান্টার(গণ) **শ্রীমতী রাখি দাস ও শ্রী শুভ্রজিৎ দাস** -কে আহ্বান করে, ব্যাঙ্কের কাছে বকেয়া দায়বদ্ধ ২১৯৮৮৮৫.০০ টাকা ০২.০৫.২০২৩ অনুযায়ী পরিশোধ করতে আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ। **০২.০৫.২০২৩ তারিখের ডিমান্ড নোটিশ** সত্ত্বেও উভয়ই অর্থপ্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছে ।

যেহেতু **শ্রীমতী রাখি দাস এবং শ্রী শুভ্রজিৎ দাস** ডিমান্ড নোটিশ সত্ত্বেও অর্থপ্রদান করতে ব্যর্থ হন, অনুমোদিত অফিসার সমস্ত আইনি আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে ০৪.০৯.২০২৩ তারিখে আইনের অধীনে তফসিল উল্লিখিত সম্পত্তির দখল নেন ।

আইনের সেকশন১৩ (৪) অনুসারে, সুরক্ষিত পাওনাদারের দখলে নেওয়া সম্পদ বিক্রি করার এবং বকেয়া ব্যালেন্সের জন্য অর্থ আদায় করার অধিকার রয়েছে। একই অনুসারে, নিম্নস্বাক্ষরিত অনুমোদিত অফিসার নিম্নলিখিত মোডে উল্লেখিত সিকিউরিটিগুলি বিক্রি করতে চান -

ই-অকশন মোড অবলম্বন করে পাবলিক টেন্ডার/নিলামের মাধ্যমে বিক্রির প্রস্তাব করা হয়েছে।

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর অধীনে প্রণীত সিকিউরিটিজেশন এবং রিকনস্ট্রাকশন ২০০২-এর রুল ৬(২) এবং ৮(৬) অনুসারে, উদ্দেশ্যমূলক বিক্রয়ের ৩০ দিনের নোটিশ দিতে হবে আর তাই আমরা এই নোটিশ জারি করছি।

১৬/০৪/২০২৪ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ হল **২৩৮০৩৭৫.০০ টাকা (তেইশ লক্ষ আশি হাজার তিনশো পঁচাত্তর টাকা মাত্র) তদুপরি সুদ ১৭/০৪/২০২৪ থেকে।**

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এটি ৩০ দিনের নোটিশ এবং তফসিল উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি ৩০ দিনের পরে যে কোনও সময় নিম্নস্বাক্ষরিত/অনুমোদিত অফিসার দ্বারা আইনের অধীনে বিক্রি করা হবে।

বিক্রয়ের তারিখ ২২/০৫/২০২৪ হিসাবে স্থির করা হয়েছে যা অকশন মোড মাধ্যমে হবে।

১৪/০৫/২০২৪ থেকে ২১/০৫/২০২৪ অবধি ছুটির দিন ব্যতীত সকাল ১০.০০ থেকে বিকাল ৪.০০ এর মধ্যে ইচ্ছুক ক্রেতাদের/দরদাতাদের দ্বারা নির্ধারিত সম্পত্তি এবং সম্পর্কিত নথিপত্র/আপ টু ডেট ইসি ইত্যাদির পরিদর্শন তাদের নিজস্ব খরচে করা যেতে পারে।

সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রির জন্য রিজার্ভ মূল্য এবং বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) তফসিলে উল্লিখিত হিসাবে স্থির করা হয়েছে।

নিয়ম ও শর্তাবলী সহ দরপত্র/বিডফর্মটি ওয়েবসাইট (**https://ibapi.in এবং www.mstcecommerce.com**) থেকে এবং সিস্টেম/সফ্টওয়্যারের বন্দোবস্ত ব্যবহার করে অনলাইনে পাওয়া যেতে পারে। টেন্ডার ফর্ম এবং শর্তাবলী ২১/০৪/২০২৪ থেকে ২২/০৫১২০২৪ সকাল ১০.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০ পর্যন্ত ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ইচ্ছুক দরদাতা/ক্রেতাদের তাদের মোবাইল নম্বর এবং ইমেল আইডি ব্যবহার করে অনলাইন পোর্টাল (**https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi**) এ নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরন্তু, তাদের প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। একবার কেওয়াইসি নথিগুলি ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর দ্বারা যাচাই করা হলে (২ কার্যদিবস সময় লাগতে পারে), ইচ্ছুক দরদাতা /ক্রয়কারীদের পোর্টালে ই-অকশনের তারিখ এবং সময়ের আগে তার গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। অকশনের আগে রেজিস্ট্রেশন, কেওয়াইসি নথির যাচাইকরণ এবং ওয়ালেটে ইএমডি স্থানান্তর অবশ্যই ভালভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

উপরে উল্লিখিত বায়নার অর্থ জমা (ইএমডি) পরিমাণ অনলাইনে বা চালান তৈরির পর ওয়েবসাইট (**https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi**) থেকে দরদাতাদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে জমা দেওয়ার জন্য পরিশোধ করতে হবে। এনইএফটি স্থানান্তর যে কোনো সিডিউল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে করা যেতে পারে। অন্য কোন মোড যেমন চেক দ্বারা ইএমডি এর অর্থপ্রদান গ্রহণ করা হবে না। দরদাতারা, প্রয়োজনীয় ইএমডি অনলাইনে জমা না করলে, অকশনে অংশ নিতে দেওয়া হবে না। আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট কোনো সুদ বহন করবে না।

কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বিড গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান বা বিক্রয় স্থগিত/ স্থগিত/ বাতিল করার পরম অধিকার অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্কের আছে।

সফল দরদাতাকে বিডের পরিমাণের ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) জমা দিতে হবে, জমা করা ইএমডি পরিমাণ (১০%) সহ, পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে এবং অবশিষ্ট পরিমাণ নিলামের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। ব্যাঙ্কার্স চেক/ডিমান্ড ড্রাফট /অ্যাকাউন্ট ট্রান্সফার এবং/অথবা অর্থ স্থানান্তরের অন্য কোন গ্রহণযোগ্য মোড আকারে। অনলাইনে অর্থ স্থানান্তরের জন্য নোডাল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর/ আইএসএসসি কোড ইত্যাদি নিম্নরূপ।

নোডাল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নং এবং এ/সি নাম	শাখার নাম এবং আইএফএস কোড
৫০১২৫৯২০৩৫৫, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক	শাখা: সল্ট লেক ব্রাঞ্চ, আইএফএসসি : IDIB000S5147

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপরোক্ত পরিমাণ অর্থগুলি জমা দিতে ব্যর্থ হলে, সফল দরদাতার জমাকৃত অর্থ ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হবে এবং অনুমোদিত অফিসারের সম্পত্তির নতুন নিলাম/বিক্রয় করার স্বাধীনতা থাকবে এবং এবং খেলাপি দরদাতার বাজেয়াপ্ত পরিমাণ এবং সম্পত্তির উপর কোন দাবি থাকবে না।

বিক্রয় সুরক্ষিত ক্রেডিটর দ্বারা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে ।

বিক্রয় 'যেখানে যেমন আছে এবং যা আছে তা আছে' ভিত্তিতে করা হয় এবং ব্যাংকের দ্বারা দায়বদ্ধতা, সংবিধিবদ্ধ দায় ইত্যাদি সম্পর্কিত কোন উপস্থাপনা এবং ওয়ারেন্টি দেওয়া হবে না । যদি কোনও প্রযুক্তিগত সমস্যা ইত্যাদির কারণে নিলাম প্রক্রিয়া ব্যর্থ হয় তবে ৭ দিনের পূর্ব নোটিশ জারি করে পুনরায় নির্ধারিত করা হবে।

***এই নোটিশটি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও প্রতিকারের প্রতি পক্ষপাত ছাড়াই (এই অংশটি ধরে রাখা যেতে পারে যদি এটি একটি নন-স্যুট ফাইল অ্যাকাউন্ট হয়)

****এই নোটিশটি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও প্রতিকারের প্রতি পক্ষপাত ছাড়াই এবং ডিআরটি/ ডিআরটি এর আরও/ডিআরএটি/আদালতে মুলতুবি থাকা কার্যধারার সাথে অগ্রসর হওয়ার জন্য সিকিউরড ক্রেডিটরের অধিকারের প্রতি পক্ষপাত ছাড়া এবং আদেশ কার্যকর করার সাথে এগিয়ে যাওয়া/ডিক্রি করা/প্রাপ্তির জন্য (এই অংশটি রাখা যেতে পারে যদি এটি একটি মামলা দায়ের করা হয়ে থাকে)

তফসিল

বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে আনা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ এখানে নিচে বর্ণনা করা হয়েছে :

বন্ধকীকৃত সম্পদের বিশদ/ বিবরণ

'পারুল নিবাস' নামক জি+৩ বিল্ডিং-এর তৃতীয় ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং-৩এ-এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার হোল্ডিং নং-১২১, প্রেমিসেস নং-৫১/৭০, হরকালি কলোনি,থানা - দম দম, ওয়ার্ড নং -১৫ দক্ষিণ দম দম পৌরসভার অধীনে, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০০৭৪ , পরিমাপ ৭৮৮ বর্গফুট (এসবিএ) শ্রীমতী রাখি দাস, স্বামী- শ্রী শুভ্রজিৎ দাস এবং শ্রী শুভ্রজিৎ দাস, পিতা- প্রয়াত শুভ্রজিত দাস এর নামে। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তরে-** পৌর ড্রেন, **দক্ষিণে-** ১২ ফুট চওড়া কলোনি রোড, **পূর্বে-** সমর মিত্রের বাড়ি, **পশ্চিমে-** ছায়ানীড় অ্যাপার্টমেন্ট দ্বারা।

সংরক্ষিত মূল্য	**৩৩,৬১,০০০.০০ টাকা**
ইএমডি	**৩,৩৬,১০০.০০ টাকা**
ই-অকশনের তারিখ ও সময়	**২২/০৫/২০২৪ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত**
সম্পত্তি আইডি নং	**IDIB50465874933**
পূর্ব দায়বদ্ধতা	**অজানা**

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী এমএসটিসি লিঃ-এর ওয়েবসাইট (**www.mstcecommerce.com**) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নম্বর ০৩৩-২৩৪০০০২০/২৩৪০০০২১/২৩৪০০০২২ এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরগুলিতে কল করুন। এমএসটিসি লিঃ -এর সাথে নিবন্ধন স্থিতির জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন ibapiop@mstcecommerce.com এবং ইএমডি স্থিতির জন্য অনুগ্রহ করে ibapifin@mstcecommerce.com-এ যোগাযোগ করুন।

সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন- https://ibapi.inand এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর '১৮০০১০২৫০২৬' এবং '০১১-৪১১০৬১৩১'-এ যোগাযোগ করুন।

দরদাতাদের https://ibapi.in এবং www.mstcecommerce.com-এর ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ১৯.০৪.২০২৪, স্থান: কলকাতা | **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

ছিচকে চোরের মতো পতাকা খুলে, দেওয়াল মুছে কী ভোট হয়!

যারা লড়তে পারে না, তারা এসব করে : দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: বর্ধমানের কার্জনগেটে বিজেপির পতাকা ছিঁড়ে ফেলা নিয়ে শুক্রবার কটাক্ষ করলেন দিলীপ ঘোষ। তাঁকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'এসব ছিচকে চোরের মতো কোথাও পতাকা খুলে ফেলছে, কোথাও দেওয়াল মুছে দিচ্ছে, এসব করে কী ভোট হয়, যারা লড়তে পারে না তারা এধরনের কাজ করে ও বেশি দিন চলবে না আমরা দেখ ছি, পুলিশ কী করছে দেখি, বাকিটা আমরা করব।'

বর্ধমান ১ নম্বর ব্লক তৃণমূলের জলছত্র মঞ্চে তাঁর বক্তব্য নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'ওদের দম তো জানা হয়ে গিয়েছে না, দিলীপ ঘোষের দম আছে তাই ওদের ডেরায় গিয়ে ভাষণ দিয়ে আসতে পারে মাইকে, আসুক আমাদের পার্টিতে নিয়ে নেব।' আজ, শুক্রবার প্রথম দফা ভোটে রাজে্যর বিভিন্ন জায়গা অশান্তি নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপবাবু বলেন, 'দেখুন এগুলো পুরানো অভ্যাস ভাই, কোথাও বোমা পাওয়া যাচ্ছে, কোথাও বন্দুক পাওয়া যাচ্ছে। আমার যেটা মনে হচ্ছে এবারে ভোট পশ্চিমবাংলায়

শান্তিপ্রিয় হবে। দেখুন রামনবমীর মিছিল শান্তিপূর্ণ হয়েছে। টিএমসির অভ্যাস মারপিট করা ঝগড়া করা, ভয় দেখানো এবার মানুষ বুঝে গিয়েছে।'

শুক্রবার সকালে প্রথমে বর্ধমান শহরের খোসবাগান এলাকায় মেডিক্যাল কলেজ ময়দানে যান প্রাতর্ভ্রমনে, সেখান থেকে চা চক্রে যোগ দেন শ্যামসায়র পূর্ব পার এলাকায়। তারপর তিনি ঈশানেশ্বর মন্দির দর্শনে যান। সেখানে দলীয় কর্মীরা তাঁর জন্মদিন পালন করেন কেক কেটে। এরপর তিনি ঈশানেশ্বর মন্দিরে শিবের মাথায় জল ঢেলে ডমরু বাজান।

<table>
<tr><td>SBI</td><td>এসবিআই, আরএসিপিসি, বিধান নগর কোড নং- ১৫৩৪২
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৪র্থ ফ্লোর), ১/১৬ ভি.আই.পি. রোড,
কলকাতা-৭০০০৫৪ ই-মেইল- sbi.15342@sbi.co.in</td><td>পরিশিষ্ট-৪ {রুল-৮(১)}
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)</td></tr>
</table>

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি, বিধান নগর** -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে নিম্নে বর্ণিত তারিখে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার কে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক আহ্বান জানায়, ঋণগ্রহীতা/জামিনদার টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাদের সাপেক্ষে তারিখে। বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি, বিধান নগর** শাখার ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা এবং লোন এ/সি নং	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	**জনাব রফিকুল ইসলাম মন্ডল** পিতা- জনাব নবাব হোসেন মন্ডল, ঈশ্বরীগাছা, ছালারহাট, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩২২২ **লোন এ/সি নং- ৩৫৩১৭৫০৯৬৯০ (এইচবিএল)**	মৌজা-ছালারহাটে অবস্থিত ২ কটাহ ৭ ছটাক বা ০৪ ডেসিমেল পরিমাপের বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ৪২ খতিয়ান নং - ৪১১ দাগ নং. আর.এস. এবং এল.আর.- ৭০৩, ২০১৩ সালের উপহারের দলিল নং ৫১০৪ এডিএসআর অফিস গুমা, বাড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীনে, থানা-অশোক নগর, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩২২২। **সম্পত্তিটি জনাব রফিকুল ইসলাম মন্ডলের নামে আছে।**	১) ০৫.০১.২০২৪ ২) ১৮.০৪.২০২৪ ৩) **১৭,১৭,৩৪০.০০ টাকা** (সতেরো লক্ষ সতেরো হাজার তিনশো চল্লিশ টাকা মাত্র) ০৩.০১.২০২৪ অনুযায়ী এবং তার উপর আরও সুদ আনুষঙ্গিক চার্জ খরচ ইত্যাদি।
২.	**শ্রীমতী শ্রেয়সী দে** স্বামী-প্রয়াত শ্রী অরিজিৎ দে এবং শ্রী অরিজিৎ দে পিতা-প্রয়াত অজিত কুমার দে প্রেমিসেস নং - এএস/০২/বি১-জে/০৯-১০, শ্রী রমেশ মিত্র রোড, বেরাবেরী, শিখেরবাগান, কলকাতা-৭০০১৩৬ **লোন এ/সি নং- ৩৫১৯১৩৩৫৬৯৭ (এইচবিএল) ৩৫১৯১৩৩৫৭০০ (সুরক্ষা)**	'সিদ্ধা টাউন' নামক কমপ্লেক্সের একটি অংশ উওডপেকার নামের বিল্ডিং এর চতুর্থ ফ্লোরে প্রায় ৭৯০ (সাতশো নব্বই) বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সমন্বিত ফ্ল্যাট নং-৪০৭ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, উক্ত ক্লাস্টারটির মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং-এএস/০২/বি১-জে/০৯-১০, শ্রী রমেশ মিত্র রোডে নির্মিত, বেরাবেরী, শিখের বাগান, কলকাতা-৭০০১৩৬ ওয়ার্ড নং-২ এর মধ্যে, রাজারহাট গোপালপুর পৌরসভার, মৌজা-গোপালপুর, জেএল নং-২, থানা-এয়ারপোর্ট, বুক নং-আই, সিএন ভলিউম নং-৪০, পৃষ্ঠা ৯৪ থেকে ১২৯, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস- এআরএ-২, পশ্চিমবঙ্গের সাথে ২০১৩ সালের বিয়িং নং- ১৩৪৪২। সম্পত্তিটি শ্রী অরিজিৎ দে এবং শ্রীমতী শ্রেয়সী দে এর নামে আছে। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তরে- আরএস/এলআর দাগ নং-৩৮৩২ (পি), ৩৮৩৪ (পি) এবং পূর্ব বেরবেড়ির মিউনিসিপ্যাল রোড; দক্ষিণে- আরএস/এলআর দাগ নং - ৩৮৩১ (পি), ৩৮৩৭ (পি), ৩৮৮৫ (পি) ৩৮৮৬ (পি) পূর্বে - আরএস/এলআর দাগ নং-৩৮৩২ (পি), ৩৮৩৪ (পি), ৩৮৩৬ (পি) ৩৮৩৮ (পি) ৩৮৩৯ (পি) এবং ৩৮৮৫ (পি) দ্বারা; পশ্চিমে- আরএস/এলআর দাগ নং -৩৮২৯ (পি), ৩৮৩১ (পি), ৩৮৩৬ (পি) ৩৮৩২ (পি) ৩৮৩৭ (পি) এবং ৩৮৮৫ (পি) দ্বারা।	১) ১৫.০১.২০২৪ ২) ১৮.০৪.২০২৪ ৩) **৯,১৩,৭৩২.৩৮ টাকা** (নয় লক্ষ তেরো হাজার সাতশো বত্রিশ টাকা এবং আটত্রিশ পয়সা মাত্র) ০৪.০১.২০২৪ অনুযায়ী এর সাথে আপ টু ডেট অর্জিত সুদ। এছাড়াও আপনি আনুষঙ্গিক সহ পূর্বোক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিবদ্ধ হারে ভবিষ্যতের সুদ পরিশোধ করতেও দায়বদ্ধ উল্লিখিত নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ।
৩.	**শ্রী অনির্বাণ চৌধুরী এবং শ্রীমতী রেবা চৌধুরী ও গ্যারান্টর শ্রীমতী জ্যোৎস্না রানী সাহা** **লোন এ/সি নং- ১০৪০২০১৬১২৫(এইচবিএল)**	বিল্ডিংয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে গ্রাউন্ড ফ্লোরে ১০১ নং ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার সুপার বিল্ট আপ এলাকার পরিমাপ, ৫০৭.০৪ বর্গফুট, যার আছে দুটি বেড রুম, একটি রান্নাঘর, একটি থাকার এবং খাওয়ার জায়গা, দুটি টয়লেটে মৌজা-নোয়াপাড়া, জেএল নং ৮৩, আরএস খতিয়ান নং- ৮০৭, কমবেশি ২ কাঠা পরিমাপের জমির আনুপাতিক শেয়ার সহ। বারাসত পৌরসভার অধীনে, ওয়ার্ড নং ২৫, এস.আর.ও.- বারাসতে নিবন্ধিত, পরগনা - আনোয়ারপুর, থানা- বারাসাত, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা। বিল্ডিংটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তরে - ৬ ফুট চওড়া রাস্তা এবং প্রাণ গোপাল পালের জমি; দক্ষিণে- রাম প্রসাদ ব্যানার্জির জমি; পূর্ব রেলের জমি; পশ্চিমে -১২ ফুট চওড়া রাস্তা। সম্পত্তিটি শ্রী অনির্বাণ চৌধুরী ও শ্রীমতী রেবা চৌধুরীর নামে আছে।	১) ১৬.১০.২০২৩ ২) ১৮.০৪.২০২৪ ৩) **৩,০২,১২০.০০ টাকা** (তিন লক্ষ দুই হাজার একশো কুড়ি টাকা মাত্র) ১৬.১০.২০২৩ অনুযায়ী এবং তদুপরি ১৭.১০.২০২৩ থেকে আরও সুদ, খরচ, ইত্যাদি।

বিঃদ্রঃ-দখল বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যেই ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণকে স্পিড পোস্ট মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। যদি ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ এটি না পেয়ে থাকেন, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তিটিই তাঁদের কাছে পরিষেবার পরিবর্ত পন্থা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

তারিখ: ১৮.০৪.২০২৪
স্থান: বিধাননগর

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

মুর্শিদাবাদে অপরাধীদের শীঘ্র সাজার দাবি দিলীপ ঘোষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: মুর্শিদাবাদে যারা অন্যায় করেছে, তাদের অবিলম্বে সাজা দেওয়া হোক, বর্ধমানের টাউনহল থেকে শুক্রবার দুপুরে একথা বলেন দিলীপ ঘোষ। এদিন বর্ধমান উত্তর দক্ষিণ সংযুক্ত মোর্চা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করলেন টাউনহলে বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ।

সম্মেলন শেষে সাংবাদিকদের মুখে মুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ মুর্শিদাবাদের ঘটনা নিয়ে সোচ্চার হন। দিলীপ ঘোষ বলেন, 'মুর্শিদাবাদে যারা অন্যায় করেছে, তাদের অবিলম্বে সাজা দেওয়া হোক। বাংলা একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, এখানে বারবার উলটোপালটা ঘটনা হলে দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। ব্রিটিশ হাইকমিশনার এসেছিলেন আমার বাড়িতে। বৃহস্পতিবার আমার জন্মদিনও ছিল তিনি শুভেচ্ছা জানালেন। উনি মূলত গুজরাটি পরিবারের ওঁকে আমি আমাদের দেশের সংস্কৃতির প্রতীক দিলাম। লক্ষ্মী-গণেশের মূর্তি দিলাম এবং বললাম আপনাদের দেশে আর্থিক অবস্থা ঠিক নেই, লক্ষ্মী-গণেশকে নিয়ে যান হয়তো আর্থিক দুরবস্থা ঠিক হবে।'

প্রচারে গিয়ে পুলিশি বাঁধার মুখে বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু

অনুমতি ছাড়া বাইক র‍্যালি, দাবি পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: তৃণমূল প্রার্থী পুলিশ কর্তার নির্দেশে বিজেপি প্রার্থীর র‍্যালি আটকাল পুলিশ। নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে পুলিশি বাঁধার মুখে উত্তর মালদার বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু। পুলিশের দাবি, অনুমতি ছাড়া বাইক র‍্যালি করা হচ্ছে। পাল্টা বিজেপির দাবি, বারবার অনুমতি চাওয়া সত্ত্বেও ইচ্ছে করে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। পুলিশ তৃণমূলের হয়ে কাজ করছে। মালদার বামনগোলার ঘটনা।

জানা গিয়েছে, উত্তর মালদায় তৃণমূল প্রার্থী করেছে প্রাক্তন আইপিএস প্রসূন বন্দোপাধ্যায়কে। বিজেপি প্রার্থী করেছে খগেন মুর্মু। কংগ্রেস প্রার্থী করেছে মোস্তাক আলমকে। মালদায় ভোট রয়েছে ৭ মে। ইতিমধ্যে প্রায় সব দলের নমিনেশন পর্ব শেষ হয়েছে। ফলে সব দল তাদের রাজনৈতিক প্রচার করছে জোর কদমে। সেইমতো পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী শুক্রবার মালদার বামনগোলার আশ্রমপুর থেকে বাইক র‍্যালি করার জন্য অনুমতি চাওয়া হয়। কিন্তু অদ্ভুত কারণে সেই অনুমতি দেওয়া হয়নি। এরপর এদিন বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু বাইক র‍্যালি শুরু করে। পথে সেই বাইক র‍্যালি পুলিশ আটকে দেয়। শুরু হয় বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মুর সঙ্গে পুলিশের বচসা। সেখ ানে খগেন মুর্মু অভিযোগ করেন যেহেতু উত্তর মালদার তৃণমুল প্রার্থী পুলিশ কর্তা ছিলেন সেই কারণে তার অঙ্গুলিহেলনে আমাদের প্রচার করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। আমরা এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনে জানাব।

বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু বলেন, র‍্যালিতে আমাদের কয়েকজনেরহ গাড়ি ও কার্যকর্তার গাড়িটা আটকে দিয়েছে। আমি প্রার্থী আমার গাড়ি আটকাতে পারে না ওরা। এবং আমরা যখন জিজ্ঞাসা করছি আমার গাড়ি কেন আটকাচ্ছেন, তখন বলছে আপনাকে তো আটকায়নি। অথচ গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে এখানকার আইসি পুলিশ। উনারা ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালন করছে। প্রার্থীকে এক ঘণ্টা আটকে দিয়ে ডিটেইন করাচ্ছে। এই সব তৃণমূলের নির্দেশে এই সব করাচ্ছে। যেহেতু তৃণমূলের পায়ের তলার মাটি নেই। মানুষকে তৃণমূল কংগ্রেস যে ভাবে লুট করছে। আজকে মানুষ তৃণমূলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। তাই এখানে তারা আটকাচ্ছে। এটা পুরোপুরি ষড়যন্ত্র করছে। বিজেপির প্রার্থীকে আটকানো মানে বিজেপির প্রচার বন্ধ করা। আমরা অনুমতি চেয়েছি। ওরা অনুমতি দেয়নি। আমরা যাব ওরা আটকলে এখানেই বসে যাব। বসে থাকব, আমরা শেষটা দেখে যাব। দরকার পরলে আমরা এখানকার আইসি ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেব। আমরা নির্বাচন কমিশনে যাব। তৃণমূল কংগ্রেসকে আটকানোর হিম্মত ওদের নেই। এখানকার তৃণমূল প্রার্থী প্রাক্তন আইপিএস ওনার নির্দেশে এই সব হচ্ছে। এখানে তো উনি করছেন। যদিও তৃণমূলের এখনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

<table>
<tr><td>SBI</td><td>এসবিআই আরএসিসি উলুবেড়িয়া (৬২৯৭৭)
২য় তল, এসবিআই, উলুবেড়িয়া বিল্ডিং, উলুবেড়িয়া,
হাওড়া - ৭১১৩১৫ ইমেল : sbi.62977@sbi.co.in</td><td>২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ</td></tr>
</table>

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা এবং শাখার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী রীতেশ সাকসেনা** পিতা মহাবীর প্রসাদ ফ্ল্যাট নং ৬এফ, ৬ষ্ঠ তল, 'বাগনান ট্রেড সেন্টার' গ্রাম - খাদিনান, পো. এবং থানা - বাগনান, জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১৩০৩ **শাখা : বাগনান**	**তপশিল সি-অংশ ১ :** দায়বদ্ধতার ধরন : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত **অংশ ২** **স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৬-এফ (উত্তর মুখী) ৬ষ্ঠতলে, বাগনান ট্রেড সেন্টার,জি-৭ তলা ভবনে ফ্ল্যাট পরিমাণ ৭০৮ বর্গফুট ঢাকা এরিয়া এবং ৮৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি মৌজা : খাদিনান, হাঁসপুকুরিয়া, জেএল নং ৫৯, আরএস খতিয়ান নং ৪২০, এলআর খতিয়ান নং ১৫৭৬, আরএস দাগ নং ১২৪৭, এলআর দাগ নং ১২৪৮, খাদিনান,বাগনান জিপি ২ অধীন,বাগনান টেড সেন্টার, গ্রাম : খাদিনান,পো এবং থানা : বাগনান, জেলা : হাওড়া, পিন : ৭১১৩০৩,স্বত্ব দলিল নং ০৫০৬০৩৫০২, বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৫০৬-২০১৫, পৃষ্ঠা ৩৬৭৬৬ থেকে ৩৬৭৯০-২০১৫ সালের,এডিএসআরও -বাগনান। সম্পত্তি শ্রী রীতেশ সাক্সেনা পিতা মহাবীর প্রসাদের নামে। **ভবন সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** এনএইচ :৬; **দক্ষিণে :** সিএস দাগ নং ১২৪৬, **পূর্বে :** সিএস দাগ নং ১২৬০; **পশ্চিমে :** সিএস দাগ নং ১২৪৫। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে :** খোলা জায়গা, **দক্ষিণে:** ফ্ল্যাট নং বি, **পূর্বে :** ফ্ল্যাট নং জি, **পশ্চিমে :** সিঁড়ি ঘর।	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ১৮.০৪.২০২৪ এনপিএ তারিখ ২৯.০৯.২০২৩	হাউস বিল্ডিং টার্ম লোন এ/সি নং ৩৫৩৭৪০৯৪৬০৮ (৮,৮৮,০৬৩.০০ টাকা আট লাখ অষ্টআশি হাজার তেষট্টি পয়সা) ০৬.১০.২০২৩ অনুযায়ী। আপনারা উক্ত পরিমাণের সঙ্গে পরবর্তী সুদ ০৭.১০.২০২৩ থেকে কার্যকর মতে তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক চার্জ ইত্যাদি সহ চুক্তি মোতাবেক হারে আদায় দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ (যেখানে প্রযোজ্য) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তারিখ : ২০.০৪.২০২৪, স্থান - উলুবেড়িয়া

অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

<table>
<tr><td>ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD</td><td>পুরুলিয়া ব্রাঞ্চ
নর্থ লেক রোড, আইটি পার্কের নিকট, সাহেব বাঁধ
পুরুলিয়া, পিন - ৭২৩ ১০১</td><td>স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ</td></tr>
</table>

পরিশিষ্ট -IV-A [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত এবং 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'যেখানে যা আছে' ভিত্তিতে ২২.০৫.২০২৪ তারিখে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** কর্তৃক নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিশেষ বিস্তারিত যা ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন বিস্তারিত নিম্নরূপ :

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতা বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	ক) **ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা : শ্রীমতি অঞ্জনা শেঠ** স্বামী বিমল চন্দ্র শেঠ, প্লট নং ই-১৩, সিটি সেন্টার, ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার নিকট,সেক্টর ৪, বোকারো স্টিল সিটি, বোকারো, ঝাড়খণ্ড, পিন : ৮২৭০০৪ **সহ ঋণগ্রহীতা : শ্রী বিমল চন্দ্র শেঠ** পিতা প্রয়াত চন্দ্রকান্ত শেঠ, প্লট নং ই-১৩, সিটি সেন্টার, ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার নিকট,সেক্টর ৪, বোকারো স্টিল সিটি, বোকারো, ঝাড়খণ্ড, পিন : ৮২৭০০৪, জামিনদাতা : শ্রী দীপক কুমার মেহতা, পিতা প্রয়াত পি কে মেহতা, পুরুলিয়া, নিস্তারিনী কলেজের পিছনে, ডব্লুবিএসইডিসিএল অফিস বাইলেন এর নিকট, দেশবন্ধু রোড বাইলেন, পুরুলিয়া, পিন : ৭২৩১০১। খ) আদ্রা শাখা	সকল অংশ ফ্ল্যাট নং বিএফ-১, মা সারদা অ্যাপার্টমেন্ট (নিউ) সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০৬৫.৬০ বর্গফুট (বিল্ট আপ এরিয়া ১০৬৫.৬০ বর্গফুট টাইলস মেঝে, দুই বেড রুম, এক ডাইনিং হল,এক কিচেন, দুই টয়লেট। উক্ত ভবন নির্মিত অবস্থিত মৌজা : পুরুলিয়া, জেলা : পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ ৭২৩১০১, পুরুলিয়া পুরসভার ওয়ার্ড নং ১০, হোল্ডিং নং ২৯০/এ, জেএল নং ৬৮,খতিয়ান নং ৩৫৩ (আরএস), প্লট নং ১৫৫১০ (আরএস), জমির এরিয়া ৩ কাঠা ১২ ছটাক ৭ বর্গফুট।	**৫,৫৯,০১১.০০ টাকা** (পাঁচ লাখ উনষাট হাজার এগার টাকা) টাকা ০৪.০৫.২০২৩ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) **১৭,১১,০০০.০০ টাকা (*)** (সতের লাখ এগার হাজার টাকা) খ) **১,৭১,১০০.০০ টাকা** (এক লাখ একাত্তর হাজার একশ টাকা) গ) **১০,০০০.০০** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB50159951282** ঙ) **ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** চ) **প্রতীকী দখলীকৃত**
১.	ক) **ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা : ১. শ্রীমতি শাম্মা পারভিন** স্বামী মহ আখতার মনসুরী, মনসুরী টেন্ট হাউস, জে কে কলেজ রোড,দিদার ক্লাব, পুরুলিয়া, পিন : ৭২৩১০১ **২. মহ শহীদ সৌদাগর** পিতা আবদুল হাকিম,নীলকুঠী ডাঙ্গা, বলাকা মেস লেন, ওয়ার্ড নং ১০, পুরুলিয়া, পিন : ৭২৩১০১ **খ) পুরুলিয়া শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ১বি, ২য়তলে,মনসুরী টাওয়ার-সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১২৬৯.৭২ বর্গফুট (বিল্ট আপ এরিয়া ১০১৫.৭৮ বর্গফুট) টাইলস মেঝে তিন বেড রুম, এক ডাইনিং হল, এক কিচেন, দুই টয়লেট, সিমেন্টের মেঝে দ্বিচক্র যানের পার্কিং বেসমেন্টে পরিমাণ ২০ বর্গফুট এবং সিমেন্টের মেঝে চার চাকার পার্কিং স্পেস বেসমেন্টে পরিমাণ এরিয়া ১০০ বর্গফুট। উক্ত ভবন নির্মিত সম্পত্তির অবস্থিতি মৌজা পুরুলিয়া,জেলা:পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ ৭২৩১০১, জেএল নং ২৯২/২, ওয়ার্ড নং ২২, পুরানো হোল্ডিং নং ৭৩৪/১,নতুন হোল্ডিং নং ৭৩৪/১/এ, অবস্থিত জে কে কলেজ রোড, পুরুলিয়া, নথিভুক্ত পুরানো আরএস খতিয়ান নং ২৮৭৩ এবং ২৮৭৫ এবং আরএস খণ্ড খতিয়ান নং ৯৩২০,আরএস/এলআর প্লট নং ১৫৩৪৭, পরিমাণ এরিয়া ২৮৮০ বর্গফুটএবং আরএস/এলআর প্লট নং ১৫৩৪৮ পরিমাণ এরিয়া ৯৬০ বর্গফুট মোট এরিয়া ৩৮৪০ বর্গফুট	**৩৩,৫৮,৩১০.০০ টাকা** (তেত্রিশ লাখ আটান্ন হাজার তিনশ দশ টাকা) টাকা ৩১.০৮.২০২৩ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) **৩৫,২০,০০০.০০ টাকা (*)** (পঁয়ত্রিশ লাখ কুড়ি হাজার টাকা) খ) **৩,৫২,০০০.০০ টাকা** (তিন লাখ বাহান্ন হাজার টাকা) গ) **১০,০০০.০০** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB50470509927** ঙ) **ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** চ) **প্রতীকী দখলীকৃত**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে বিক্রয় মূল্য

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৬.০৫.২০২৪ থেকে ২১.০৫.২০২৪ সকাল ১০টা থেকে ৪টে পর্যন্ত
(সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চে)
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ২২.০৫.২০২৪; সময় - সকাল ১১টা থেকে সন্ধে ৭টা পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক প্ল্যাটফর্ম - (১) www.indianbank.co.in
(২) https://www.ibapi.in (৩) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২৩৪০০০২০/২৩৪০০০২১/২৩৪০০০২২** এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapiop@mstcecommerce.com** এবং **ibapifin@mstcecommerce.com**।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ১৯.০৪.২০২৪
স্থান : পুরলিয়া

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

<table>
<tr><td>GIC HOUSING FINANCE LTD.</td><td>জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লিঃ
কর্পোরেট অফিস/রেজিঃ অফিস- রয়্যাল ইন্স্যুরেন্স বিল্ডিং, ৭ম তল, ১৪ জামশেদজি টাটা রোড, চার্চগেট, মুম্বাই-৪০০০২০, শাখা অফিস- ২১, আনন্দ আবাসন, গড়িয়া স্টেশন রোড, গড়িয়া, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৮৪,
টেলিফোন নম্বর (০৩৩) ২৪৬২-০২৩৫- ই-মেইল আইডি-[illegible]:</td></tr>
</table>

প্রতীকী দখল বিজ্ঞপ্তি
বিষয় - সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০২০ -এর রুল ৮ -এর সাব-রুল (১) অধীনে দখলের বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী জিআইসিএইচএফএল-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ -এর ১৩(২) ধারা অধীনে নিম্নে বর্ণিতমতো তাদের স্ব-স্ব তারিখে ইসু করা দাবি নোটিস অনুসারে নিম্নোক্ত নামীয় আপনাদের/ঋণগ্রহীতাদের স্ব-স্ব নোটিস পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া পরিশোধের আহ্বান জানান। আপনারা /ঋণগ্রহীতারা সবাই, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত বকেয়া অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, সুতরাং জিআইসিএইচএফএল সারফেইসি আইন, ২০০২ -এর ও তদধীন রুলস-এর সঙ্গে পঠিত ১৩ ধারা এবং (৪) উপধারার বিধানাবলি অধীনে প্রদত্ত অধিকার ও তা প্রয়োগক্রমে অত্র নিম্নে বর্ণিতমতো জামিনযুক্ত **পরিসম্পদ-এর প্রতীকী দখল নিয়েছেন।**

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতা(গণ) এর নাম লোন অ্যাকাউন্ট নং এবং শাখা	বন্ধকীকৃত সম্পত্তির ঠিকানা	দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বকেয়া পরিমান (টাকায়)	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ	প্রতীকী দখলের তারিখ
১.	**শ্রী বিশ্বজিৎ দাস (আবেদনকারী) এবং শ্রীমতী মনিকা দাস (সহ-আবেদনকারী) WB0700610003297**	আবাসিক ফ্ল্যাট এর সকল যার বিয়িং নং ১বি, ১ম ফ্লোর, পরিমাপ ৪২৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা "জি.টি. টাওয়ার" নামক বিল্ডিংয়ে এবং অবস্থান- হোল্ডিং নং ১২, রামকৃষ্ণ পল্লী, মৌজা-পানিহাটি, জেএল নং -এ অবস্থিত। ১০, রে.সা. নং-৩২, তৌজি নং ১৫৫, আরএস ও এলআর দাগ নং ৯২ এর মধ্যে গঠিত, আরএস খতিয়ান নং ১১২ এর অধীনে, ৩ নং ওয়ার্ডের অধীনে, থানা- খড়দা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১১৪ । উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তরে- ফ্ল্যাট নং ১সি এবং সিঁড়ি, দক্ষিণ- খোলা জায়গায়এবং অজয় চ্যাটার্জির বাড়ি, পূর্বে- ফ্ল্যাট নং ১এ, পশ্চিমে- ফ্ল্যাট নম্বর ১সি দ্বারা ।	টাঃ ৬,৮৬,২৩৮/-	২৭.০৬.২০২৩	১৯.০৪.২০২৪
২.	**শ্রী দেবরাজ মুখোপাধ্যায় (আবেদনকারী) এবং শ্রীমতী কলা মুখার্জী, শ্রী শঙ্কর মুখার্জী (সহ-আবেদনকারী) ঢক্ক০৭০০৬১০০০২৮৪২**	০২ কাঠা পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার আরএস দাগ নং ১৭৮২, আরএস খতিয়ান নং ১৭২, তৌজি নং ১৮১, আরএস নং ৯০, জেএল নং ১৭, হোল্ডিং নং ২৮৭/৪৯৩/১, আরএস খতিয়ান নং ১৭২ অধীনে, মৌজা বান্দিপুরে , মাঠপাড়া, ওয়ার্ড নং ০৬ এর অধীনে, থানা- খড়দা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১১৫। উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তরে- প্লট নং এ১ দ্বারা, দক্ষিণে- রবি ধর এর বাড়ি দ্বারা, পূর্বে- ৬' ফুট প্রশস্ত সাধারণ পথ, পশ্চিমে- অন্যদের সম্পত্তি দ্বারা।	টাঃ ৪,৮৩,৯২৯/-	২৭.০৬.২০২৩	১৯.০৪.২০২৪
৩.	**শ্রী নবকুমার ঘোষ (আবেদনকারী) এবং শ্রী সানি ঘোষ (সহ-আবেদনকারী) WB0700610001984**	প্রায় ১৫১২ বর্গফুট পরিমাপের দুই তলা পাকা বিল্ডিং সহ প্রায় ১ কাঠা ১৫ ছটাক১৭ বর্গফুট যা ৩.২৪ শতকের সমপরিমাণ জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা- মামুদপুর, জে.এল নং ৩৩, আরএস নং ৭৫, আরএস খতিয়ান নং ৫১৫ এর অধীনে, সংশ্লিষ্ট এলআর খতিয়ান নং ১৩৬৪, সংশ্লিষ্ট আরএস দাগ নং ৩০০-, এলআর দাগ নং ৩১১, থানা- বিষ্ণুপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৩৭৬। উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তরে- প্রদীপ রঞ্জনের বাড়ি দ্বারা, দক্ষিণে- নমিতা গায়েনের বাড়ির দ্বারা, পূর্বে- ১০ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ দ্বারা, পশ্চিমে- নির্মল চন্দ্র পালের বাড়ির দ্বারা।	টাঃ ৩২,২৭,৫৫০/-	২৭.০৬.২০২৩	১৫.০৪.২০২৪
৪.	**জনাব মান্নান গাজী (আবেদনকারী) এবং মিসেস হান্নান গাজী (সহ-আবেদনকারী) WB0700610001935**	জমির ৬২ শতকের মধ্যে প্রায় ০৬ শতক পরিমাপের বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার আরএস ও এলআর দাগ নং ৭৮, আরএস খতিয়ান নং ১৭৪, এলআর খতিয়ান নং ৪২, জেএল নং-১৩৮ এর অধীনে মৌজা- হরদহ -তে অবস্থিত থানা- বারুইপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩৩৭৬। উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তরে- পঞ্চায়েত রোডের দ্বারা, দক্ষিণে- পুকুর, পূর্বে- ইসলাম গাজী এর বাসভবন দ্বারা, পশ্চিমে- কমন প্যাসেজ/ আরশাদ আলীর সম্পত্তি দ্বারা।	টাঃ ১৪,১৮,৫৯০/-	২৭.০৬.২০২৩	১৫.০৪.২০২৪
৫.	**শ্রী নবীন দেব (আবেদনকারী) এবং শ্রীমতী অনুশ্রী মুখার্জী (সহ-আবেদনকারী) WB0700610002295**	আবাসিক ফ্ল্যাট এর সকল যার বিয়িং নং এফ-৬ তৃতীয় ফ্লোরে, 'কৃষ্ণ ভিলা' নামের অ্যাপার্টমেন্টে ৯১৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা এবং মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ২৩, বি.এন.বি.বি. সরণি, মৌজা- উত্তরপাড়া, জেএল নম্বর ১২ এ অবস্থিত, আরএস দাগ নং ২৬৪২ এবং ২৬৪৮, আরএস খতিয়ান নং ২৪৭২ এর অধীনে, এলআর দাগ নং ৩১৭৯, থানা- উত্তরপাড়া, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২২৫৮। উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- বি.এন.বি.বি. সরণি, দক্ষিণে- খোলা জায়গা, পূর্বে- খোলা জায়গা, পশ্চিমে- অন্যদের ফ্ল্যাট, লিফট এবং সিঁড়ি দ্বারা।	টাঃ ২০,৪৬,৮৪৭/-	২৭.০৬.২০২৩	১৯.০৪.২০২৪
৬.	**শ্রী রাজকুমার চৌধুরী (আবেদনকারী) ও শ্রীমতী নূতন চৌধুরী (সহ-আবেদনকারী) WB0700610001358**	আবাসিক ফ্ল্যাট এর সকল যার বিয়িং নং ৪০২ নং ৩য় ফ্লোরে, পরিমাপ ৪৬৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা এবং প্রেমিসেস নং ১২১/এ, প্রামাণিক ঘাট রোড, হোল্ডিং নং ৭৬/১, মৌজা-বরানগর, জেএল নং-৫ এ অবস্থিত , আরএস নং ৬, তৌজি নং ১০৬৮/২৮৩৩, আরএস খতিয়ান নং ৫০৩০ এবং ৫০৩১, আরএস দাগ নং ৭১৫৬, ৭১৫৭ এবং ৭১৬০, ওয়ার্ড নং ৩৩ এর অধীনে, থানা- বরানগর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭০০০৩৬। উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তরে-কালী নাথ মুন্সি লেন, দক্ষিণে- প্রেমিসেস নং ১২১, প্রামাণিক ঘাট রোড, পূর্বে - প্রেমিসেস নং ২১ এবং ২২, সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি লেন, পশ্চিমে- কালী নাথ মুন্সি লেন দ্বারা।	টাঃ ৮,১৫,৭৮৯/-	১৪.১১.২০২২	১৯.০৪.২০২৪

এই বিজ্ঞপ্তির পরেও ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা আহ্বান জানানো হচ্ছে এই বিজ্ঞপ্তির তারিখের **৭ দিনের** মধ্যে **জিআইসিএইচএফএল**-এর কাছে সম্পর্কিত সম্পত্তির খালি ও শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরের জন্য, নতুবা নিম্নস্বাক্ষরকারী বাধ্য হবেন জোর করে উপরোক্ত সম্পত্তির **বাস্তবিক দখল** নিতে এবং/বা উপরোক্ত সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে এই তারিখ থেকে **৩০ দিন** সময়কালের পরে **সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২** এবং তথাকার রুলস অধীনে ব্যবস্থিত পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে।
ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে, উপরে উল্লেখিত সম্পত্তির/জামিনযুক্ত পরিসম্পত বা তার যে-কোনও অংশ নিয়ে কাজকারবার না করতে এবং উক্ত সম্পত্তি/জামিনযুক্ত পরিসম্পত নিয়ে যে-কোনও কাজকারবার অত্র উপরে সম্পত্তির পার্শ্বে বর্ণিত অর্থ **জিআইসিএইচএফএল** -এর ধার্য সাপেক্ষ হবে সম্পূর্ণ পেমেন্ট না হওয়া পর্যন্ত তার ওপর আরও সুদ সহ প্রদেয় হবে।
জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৮) উপধারার বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

তারিখ : ২০.০৪.২০২৪
স্থান : গড়িয়া

জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লিঃ-র পক্ষে
স্বা/-
অনুমোদিত আধিকারিক

মতুয়া সম্প্রদায়ের ভোট নিয়ে অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না : শর্মিলা সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: বিজেপি মানেই মতুয়া সম্প্রদায় নয়, মতুয়া সম্প্রদায়ের ভোট নিয়ে সেই রকম অসুবিধা হবে বলে আমার মনে হয় না, শুক্রবার বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শর্মিলা সরকার বর্ধমানের অতিরিক্ত জেলাশাসক সাধারণের কাছে নমিনেশন জমা দিতে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই মন্তব্য করেন।

বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে নমিনেশন পর্ব। গতকাল বর্ধমান পূর্বের বিজেপি প্রার্থী অসীম সরকার হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুরের ভক্তদের নিয়ে ডঙ্কা বাজিয়ে কবিগান গাইতে গাইতে নমিনেশন জমা করেন। তারপর এদিন বর্ধমান পূর্বের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শর্মিলা সরকার নমিনেশন জমা করতে আসেন। নমিনেশন জমা দেওয়ার পর সাংবাদিকদের প্রশ্নে বিজেপি প্রার্থী অসীম সরকারের নমিনেশন জমা দেওয়ার প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শর্মিলা সরকার বলেন, 'ওঁর মতো উনি এসেছেন, আমরা আমাদের মতো এসেছি আমি অত বেশি প্রচার পছন্দ করি না। নমিনেশন জমা দিতে হয় তাই তৃণমূল কংগ্রেসকে যারা সাপোর্ট করে তাঁরা শুধুমাত্র এসেছেন।'

মতুয়া সম্প্রদায় নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'বিজেপি মানেই মতুয়া নয়, মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রচুর সংখ্যক মানুষ আমাকে সাপোর্ট করছেন, তাঁরা মনে করছেন যে সর্বদা পাশে থাকবে তাঁকেই তাঁরা ভোট দেবেন, আমার মনে হয় তার মধ্যে আমিও আছি। মতুয়া সম্প্রদায় ভোট নিয়ে সেই রকম অসুবিধা হবে বলে আমার মনে হয় না।'

হাতের টানেই উঠছে পিচ!

পথশ্রী প্রকল্পে রাস্তা নিম্নমানের সামগ্রীতে তৈরির দাবিতে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: হাতের টানে মাদুরের মতো উঠে আসছে পথশ্রী প্রকল্পে নির্মিত রাস্তার পিচ! নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা তৈরি হচ্ছে অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখিয়ে নির্মীয়মাণ রাস্তার কাজ বন্ধ করলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এই জেলার রায়পুর ব্লকের শ্যামসুন্দরপুর অঞ্চলের লেদরা মোড় থেকে রায়পুর ব্লক মহাবিদ্যালয় পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার প্রথশ্রী প্রকল্পে রাস্তা নির্মাণ হচ্ছে।

উল্লেখ্য, বিগত কয়েক মাস ধরে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে প্রথশ্রী প্রকল্পে রাস্তা নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে তৈরি করার অভিযোগ উঠে এসেছে। ফের জেলায় রাইপুর ব্লকের শ্যামসুন্দরপুর অঞ্চলের লেদরা মোড় থেকে রায়পুর ব্লক মহাবিদ্যালয় পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মীয়মাণ প্রথশ্রী প্রকল্পে রাস্তা তৈরি করার অভিযোগ তুললেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযোগের পাশাপাশি রাস্তার ওপর বিক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার বাসিন্দারা।

তাঁদের দাবি, এই পিচ রাস্তার চেয়ে অতীতের মাটির রাস্তা অনেক ভালো ছিল। এই রাস্তার ওপর গাড়ি গেলেই উঠে যাচ্ছে পিচ। রাস্তার অবস্থা এখনই এমন হাল হলে ভবিষ্যতে কী হবে এই ভেবেই চিন্তিত এলাকাবাসীরা। যার জেরে বিক্ষোভ দেখিয়ে রাস্তার কাজ বন্ধ করলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তবে এই বিষয়কে হাতিয়ার করে বিজেপির দাবি, দুর্নীতি আর তৃণমূল এখন সমার্থক। সামনে ভোট তৃণমূল নেতাদের পকেটে টাকা ভরতেই নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে তৈরি হচ্ছে রাস্তা। মানুষ এর যোগ্য জবাব দেবে আগামী দিনে।

অন্যদিকে এই রাস্তা তৈরিতে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের কথা কার্যত মেনে নিয়ে স্থানীয় তৃণমূল বিধায়কের দাবি, এলাকার মানুষের এই রাস্তাটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। তাই প্রথশ্রী প্রকল্পের মধ্য দিয়ে রাস্তা নির্মাণ করা হচ্ছিল। ঠিকাদার সংস্থা ঠিকমতো কাজ না করায় এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। তবে স্থানীয় প্রশাসন এবং জেলাশাসককে ইতিমধ্যেই জানানো হয়েছে বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে। তবে বিজেপির আনা অভিযোগ একেবারেই অস্বীকার করে তৃণমূল বিধায়কের দাবি যে, এই কাজের সঙ্গে তৃণমূলের কোনও কর্মী টাকাপয়সার সঙ্গে জড়িত নন।

নাগা সন্ন্যাসীর আশীর্বাদে তীব্র গরমে প্রচার তৃণমূল প্রার্থী মিতালির

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: সাত সকালেই নাগা সন্ন্যাসীর আশীর্বাদ নিয়ে প্রচার শুরু করলেন আরামবাগ লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী মিতালি বাগ। তৃণমূলের প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই তিনি জোরকদমে প্রচার শুরু করে দিয়েছিলেন। কখনও তাঁকে মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করতে দেখা যায় আবার কখনও বাবা ও মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে প্রচার শুরু করতে দেখা যায়। এই দিনটা ছিল একটু অন্য রকম। হরিদ্বার থেকে আসা একজন নাগা সন্ন্যাসী গোঘাটে তাঁর বাড়িতে আসেন এবং তাঁকে আশীর্বাদ করে যান। এই রকম এক যোগি পুরুষের আশীর্বাদ নিয়ে তিনি ভোটপ্রচার শুরু করেন।

জানা গিয়েছে, এদিন গোঘাটে হরিদ্বার থেকে একদল নাগা সন্ন্যাসীর দল আসেন। তাঁর মধ্যে একজন যোগি পুরুষ ছিলেন। তিনি নাকি মিতালি বাগ লোকসভা নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন বলে জানতে পারেন। তারপরই সুদূর হরিদ্বার থেকে গোঘাটে চলে আসেন। একজন মহিলা সমাজের পিছিয়ে পড়া ঘর থেকে দাঁড়িয়েছেন দেশের কল্যাণের জন্য। তাই নাগা সন্ন্যাসী দেশের কল্যাণের জন্য তাঁর কাজ যেন সাফল্য পায় সেই আশীর্বাদ করেন বলে জানা যায়।

আর সেই খুশিতে আত্মহারা হলেন আরামবাগ লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী মিতালি বাগ। এই বিষয়ে মিতালি বাগ বলেন, 'আমার জীবনে একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটল। হরিদ্বার থেকে একজন নাগা সাধুবাবা আমার বাড়িতে এসেছিলেন আশীর্বাদ দিতে। উনি টিভির পর্দাতে দেখে চলে আসেন। প্রত্যন্ত গ্রামের মেয়েকে আশীর্বাদ করে গেলেন। এটা একটা বড় প্রাপ্তি। আমার জীবনে একটা অলৌকিক ঘটনা হিসাবে থেকে যাবে। বাড়িতে জল বাতাসা খেলেন। নিচু জাত বলে অনেক থা বলা হচ্ছে। মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে, সেখানে হরিদ্বার থেকে একজন নাগা সাধুবাবা আশীর্বাদ করলেন। এটা আমার জীবনে অনন্য নজির।'

তৃণমূল-সিপিএমের সংঘর্ষে উত্তেজনা, আহত ২ তৃণমূলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মঙ্গলকোট: মঙ্গলকোটের বনপাড়ায় পতাকা লাগানোকে কেন্দ্র করে তৃণমূল বুথ সভাপতি ও তৃণমূল কংগ্রেসের এক সক্রিয় কর্মীকে মারধরের অভিযোগ উঠল সিপিএমের বিরুদ্ধে। আহত বুথ সভাপতি শেখ উজ্জ্বল ও তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী জীবন মাঝি। আহতদের প্রথমে আনা হয় মঙ্গলকোট ব্লক হসপিটালে। পরে তাঁদের অবস্থার অবনতি ঘটলে পাঠানো হয় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে। তবে তৃণমূলের দাবি, এলাকায় ভোটের আগে মঙ্গলকোটকে সিপিএম উত্তপ্ত করতে চাইছে। এতে কোনও লাভ হবে না, প্রশাসন সক্রিয় আছে। অন্য দিকে সিপিএমের দাবি, মিথ্যা অভিযোগ।

জানা গিয়েছে, আজ অর্থাৎ শুক্রবার সকালে দলীয় পতাকা লাগাচ্ছিল সিপিএম। অভিযোগ, সেই সময় তৃণমূলের বুথ সভাপতি ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় দু'পক্ষের মধ্যে বচসা হয়। এরপরেই মারপিটের ঘটনা ঘটে। শুক্রবার বারোটার সময় তৃণমূল অভিযোগ দায়ের করে মঙ্গলকোট থানায়।

ভিনরাজ্যে মৃত্যু মালদার শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গুজরাতে কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল মালদার মানিকচক থানা এলাকার এক পরিযায়ী শ্রমিকের। শুক্রবার সকালে মৃত ওই পরিযায়ী শ্রমিকের কফিনবন্দি দেহ মানিকচক থানার এনায়েতপুর গ্রামে বাড়িতে ফিরে আসে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত শ্রমিকের নাম মুজিবর শেখ (৬২)। তার বাড়ি এনায়েতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শেখপুর এলাকায়। ১৫ দিন আগে ওই শ্রমিক গুজরাতের সুরেন্দ্রনগরে টাওয়ারের কাজ করতে গিয়েছিলেন। গত মঙ্গলবার টাওয়ারের কাজ করার সময় বেগতিক হয়ে নীচে পড়ে মারা যান। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় ওই শ্রমিকের। এরপরই ওই শ্রমিকের মৃতদেহ এদিন মানিকচকের গ্রামের বাড়িতে ফিরে আনার ব্যবস্থা করেন পরিবারের লোকেরা।

প্রখর রোদে স্কুলে যেতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের অবস্থা কাহিল অভিভাবকরা চান গরমের ছুটি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: প্রখর দাবদাহ হুগলি জেলার সর্বত্র এখন তাপমাত্রা ৪২ ডিগ্রি। এই পরিস্থিতিতে চরম নাজেহাল অবস্থা হুগলি জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের। এরই মধ্যে বেশ কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সকালে স্কুল চালু করেছে। কিন্তু মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের প্রখর রোদে তাদের চরম প্রাণান্তকর অবস্থা। তারা বেলা দশটা সাড়ে দশটায় প্রখর রোদে স্কুলে যাচ্ছে জামাপ্যান্ট ভিজে একাকার। মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে এই অবস্থায় তারা স্কুলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। ফেরার সময় চারটের সময় একই অবস্থা তাদের।

হুগলির গুপ্তিপাড়া থেকে উত্তরপাড়া বৈঁচি, পাণ্ডুয়া, তারকেশ্বর, আরামবাগ, খানাকুল সহ সর্বত্র একই অবস্থা। অভিভাবকদের দাবি, এই অবস্থায় স্কুলে যাওয়া সত্যি খুব জীবনের ঝুঁকি হয়ে যাচ্ছে কিছু হয়ে গেলে তার দায় কে নেবে! অবিলম্বে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকও সকালে স্কুল করে দেওয়া উচিত। অথবা গরমের ছুটি দেওয়া উচিত কবে আবহাওয়া ঠিক হবে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে ছেলেমেয়েরা বলছে তাদের শরীর খুব খারাপ। কোনও কোনও ছেলে মেয়েরা আবার অসুস্থ হয়ে পড়ছে।

বেশ কিছু স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের দাবি, 'আমাদের অবস্থা খুব খারাপ হচ্ছে। বিশেষ করে স্কুলে যাওয়ার সময় রোদ লেগে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছি। সকালে স্কুল করলে খুব ভালো হয় অথবা এই সময় গরমের ছুটি হলে ভালো এখন সরকার কী করবে বোঝা যাচ্ছে না।'

দূরপাল্লার ট্রেনে চেকিং, ৬০টি কচ্ছপ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ট্রেনের মধ্যেই ব্যাগে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। মোট ৪টি ব্যাগ, প্রথম থেকেই সন্দেহ হয়েছিল রেল পুলিশের। দূরপাল্লার ট্রেন চন্দননগর স্টেশনে এসে থামলে, চেকিং করতে গিয়ে চক্ষু চড়ক গাছ রেল পুলিশের। একটি-দু'টি নয় চারটি ব্যাগে মোট ৬০টি কচ্ছপ! তাও আবার সব কটি জীবিত! গোপন সূত্রের খবর থেকে শেওড়াফুলি জিআরপির বড় সাফল্য। আটক করা হয়েছে পাচারকারী মহিলাকে।

শুক্রবার সকালে দুন এক্সপ্রেস এসে থামে চন্দননগর স্টেশনে। জিআরপির কাছে আগে থেকেই খবর ছিল এক সন্দেহজনক মহিলা রয়েছে ট্রেনে। তাঁর কাছে থাকা ৪টি বৃহৎ আকৃতির ব্যাগ রয়েছে যার মধ্যে কিছু রয়েছে। তবে তার মধ্যে থেকে এতগুলি জীবিত কচ্ছপ বেরিয়ে আসবে তা ভাবতেই পারেননি কেউ। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, পাচারকারী ওই মহিলার নাম ডলি মণ্ডল। ৫৫ বছর বয়সি ওই মহিলার বাড়ি হাঁসখালির বগুলা এলাকায়।

জানা যায়, ভিনরাজ্য থেকে ট্রেনে করে আসছিলেন ওই মহিলা। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে রেলপুলিশ তল্লাশি করতে গিয়ে ধরা ধরা পড়ে ব্যাগ ভর্তি জীবিত কচ্ছপ। আটক করা হয় মহিলাকে। শুক্রবারই তাঁকে আদালতে পেশ করা হয়। জীবিত কচ্ছপগুলোকে বন দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হবে যাতে তারা আবারও বন্য জীবনে ফিরে যেতে পারে। প্রসঙ্গত, মাস কয়েক আগে ট্রেন থেকে উদ্ধার হয়েছিল ১০০ বেশি জীবিত কচ্ছপ। এখানে দুই মহিলাকে আটক করেছিল পুলিশ।

ঠাকুরবাড়ির পলিটিশিয়ানরা ব্যক্তি স্বার্থের রাজনীতি করছেন, দাবি সুমিত পোদ্দারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: মতুয়াদের কাছে পেতে ঠাকুরবাড়িতে পুজো দিতে এলেন বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের নির্দল প্রার্থী সুমিতা পোদ্দার। শুক্রবার গাইঘাটার ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে পুজো দিলেন বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের নির্দল প্রার্থী সুমিতা পোদ্দার। শ্রী শ্রী শান্তি হরি গুরুচাঁদ মতুয়া ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে এবার তিনি বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রে নির্দল প্রার্থী হয়ে ভোটে লড়বেন।

এদিন তিনি মতুয়া ভক্তদের নিয়ে মিছিল করে ঠাকুরবাড়ি এসে হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুরের মন্দিরে পুজো দেন। পরবর্তীতে তিনি ঠাকুর বাড়ির বিভিন্ন মন্দিরে পুজো দিয়ে তাঁর দাবি, মতুয়াদের অগ্রগতির জন্য তাঁর ভোটে দাঁড়ানো এবং ঠাকুরবাড়ির রাজনীতি নিয়ে আক্রমণ শানিয়ে তিনি দাবি করেন, ঠাকুর বাড়িতে যারা রাজনীতি করছে, তারা ব্যক্তি স্বার্থের রাজনীতি করছে।

এবিষয়ে শান্তনু ঠাকুর বলেন, 'মতুয়া কোনও সংগঠন আলাদা করে প্রার্থী দেয় আমার মনে হয় না। হঠাৎ করে একটা ভুই ফোড়ের মতো গজিয়ে আমি দেখালাম বড় সেবাদানকারী, পরোক্ষ ভাবে আমি ভোটে দাঁড়িয়ে গেলাম। উদ্দেশ্য একই রাজনীতি করা। এত নাটক করার কী দরকার ছিল? এবার জামানত বাজেয়াপ্ত হবে, কী ভেবেছে মতুয়াদের টোপ দিয়ে শাড়ি দিয়ে ভোট কিনবে? ৫০০ ভোটও অতিক্রম করতে পারবে না।'

বাঁকুড়ার স্কুলে চালু ওয়াটার বেল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সামাজিক মাধ্যমের হাত ধরে 'ওয়াটার বেল' শব্দটি সাম্প্রতিককালে বহুল পরিচিতি লাভ করেছে। যার মূল কথা হল, এই প্রবল দাবদাহে নিজেকে সু স্থ রাখতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর জল পান করতে হবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, ছোটরা অনেক সময় নিয়মিত জল পান করার কথা ভুলে যায়। আর তার ফলেই তাদের ডি-হাইড্রেশন, পেশিতে টান ধরা, মাথা ঘোরা ইত্যাদি সমস্যা দেখা

দেওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। বাঁকুড়ার বিবেকানন্দ মডেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানান, এই বিষয়গুলি মাথায় রেখেই, শিক্ষার্থীরা যাতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর জল পান করে তার জন্য ই চালু করা হয়েছে ওয়াটার বেল। প্রসঙ্গত সামড়োঘাট, শান্তাশ্রম, উখরিদ, খণ্ডঘোষ, বালসি, পাত্রসায়ের, শাসপুরের মতো প্রায় ২০ - ২৫ কিমি দূরের গ্রামগুলি থেকে ছাত্রছাত্রীরা রোজ এই বিদ্যালয়ে আসে। তাই এই প্রবল গরমে যাতে তারা অসুস্থ হয়ে না পড়ে তাই 'ওয়াটার বেল' চালু করা হয়েছে।

উদ্ধার বিপুল পরিমাণের বেআইনি মদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ফের লোকসভা ভোটের মুখে পুলিশের নজরদারি চালানোর সময় উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ বেআইনি মদ। শুক্রবার সকাল এগারোটা নাগাদ ইংরেজবাজার থানার অন্তর্গত লুকোচুরি ফাঁড়ির পুলিশ সংশ্লিষ্ট এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণে মদ উদ্ধার করে। এদিন লুকোচুরি ফাঁড়ির ইনচার্জ ছোটন প্রসাদের নেতৃত্বে নাকা চেকিং অভিযান চালানো হয়। ঠিক সেই সময় মহদীপুর থেকে একটি টোটোতে করে বিপুল পরিমাণে মদ নিয়ে আসা হচ্ছিল মালদা শহরের দিকে। লুকোচুরি এলাকায় টোটো আটকে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় প্রায় ২০০ বোতল দেশি এবং বিদেশি মদ। ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয় উজ্জ্বল ঘোষ নামে ওই টোটো চালককে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

হিন্দমোটর উত্তরপাড়া মাখলায় হঠাৎ কৃত্রিম বন্যা ঘরে জল, আতঙ্কে এলাকার মানুষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলা মানিকতলা এলাকায় শুক্রবার বিকেল থেকে কৃত্রিম বন্যা সৃষ্টি হয়। এলাকার মানুষ আতঙ্কে ছুটেছুটি করেন। প্রথমে এলাকার ড্রেন ভর্তি হয়ে যায় জলে, তারপর এলাকার বেশ কিছু বাসিন্দার বাড়িতে উঠোনে জল ভরে যায়। অনেক বাড়ির মধ্যে জল ঢুকে যায়। এই মানিকতলাতেই উত্তরপাড়া কোতরং জলপ্রকল্পের অধীনে মাখলা মানিকতলায় বড় জল প্রকল্প তৈরি হয়েছে, সে প্রকল্পের মধ্যে অনেক ভালভ, পাইপ আছে সেই ভালভ হয়তো লিক করে হু হু করে জল ঢুকতে থাকে। বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এলাকার মানুষ।

অনেকে পুরচেয়ারম্যানকে ফোন করতে থাকেন। পুরচেয়ারম্যান তাঁদের আশ্বস্ত করেন সন্ধ্যে ৭টা নাগাদ জলের ফোর্স কিছুটা কমে। এই প্রসঙ্গে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন, 'আমাদের জল প্রকল্পের জন্য টেস্টিং চলছে কয়েক দিন ধরে, যার ফলে হিন্দমোটর উত্তরপাড়া এলাকায় বেশ কিছু জায়গায় জলে ভরে যায়। পরিষ্কার করার কাজ চলছে জল কতটা নিতে পারবে পাইপের মধ্যে সেই সব টেস্টিং চলছে হয়তো ওখানে কোনও ভালভ লিকেজ হওয়ার ফলে এই ঘটনা ঘটতে পারে বা ঘটেছে আমরা চেষ্টা করছি দ্রুত সমস্যার সমাধান করার।' জানা গেল হিন্দমোটরে বেশ কিছু এলাকা উত্তরপাড়া মাখলা মানিকতলা এলাকায় এইরকম কৃত্রিম বন্যা সৃষ্টি হয়।

কোলাজ সম্রাটের ছবিতে লোকসভা ভোট

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলি কোনও রকম রং বা-তুলি নয়। শুধুমাত্র খবরের কাগজ, কখনও রাস্তায় দেওয়ালে সেঁটে থাকা পোস্টারের টুকরো। সেগুলোকে হাতে ছিঁড়েই ২০০৮ সাল থেকে একের পর এক রঙ ছাড়া রঙিন ছবি সৃষ্টি করে চলেছেন কোলাজ সম্রাট তপন সাহা। রামকিঙ্কর বেইজ থেকে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, লতা মঙ্গেশকর থেকে হৈমন্তি শুক্লা, বিভিন্ন প্রতিকৃতি ছাড়াও সেখানে রয়েছে প্রান্তিক মানুষের নানা জীবনগাঁথা। বিষয় নির্বাচনের দিক থেকে এবারের ছবিটি একদমই অন্যরকম, 'লোকসভা নির্বাচন'। হুগলি লোকসভা নির্বাচনী ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া মূলত তিন ভোট প্রার্থী, আর অপরদিকে রয়েছেন ভোটাররা। তবে সবটাই প্রতীক।

যে কোনও নির্বাচন মানেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের লড়াই। সেই লড়াইয়ে থাকে অনেক অনেক প্রতিশ্রুতি। সাধারণ মানুষ তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা দিয়ে বিচার করে তাদের মত প্রদান করেন। মানুষের মতদানে জিতে আসা দেশের সকল প্রার্থীদের উচিত মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করে মানুষের জন্য কাজ করা। শিল্পীর দাবি, তিনি বিশ্বাস করেন কর্মই ধর্ম। সেই ধর্ম যথাযথ পালিত হলে তিনি যে রাজনৈতিক দলেরই প্রতিনিধি জিতুক না কেন তাঁকে আগলে রাখবে সাধারণ মানুষই।

সত্যিই তো ভোট প্রার্থীরা প্রচারে বেরিয়ে ভোট প্রার্থনা করেন। বিনিময়ে সাধারণ মানুষ কী পাবে? মানুষের খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের মত ন্যূনতম চাহিদাগুলো পূরণ হলে মানুষ আর কী চায়। শিল্পী মাত্রই তাঁরা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আত্মীয়। কোলাজ সম্রাট তপন সাহা বলেন, 'সাধারণ মানুষ আজ বেদনায় মূক। শিল্পীরা বেদনায় মুখর হয়ে তাঁদের কাজ দিয়ে কিছু বার্তা দিতে চান। আমিও সেই চেষ্টাই করেছি। সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা মানুষের ন্যূনতম চাহিদা মেটায় ঠিকই, কিন্তু আজকের প্রান্তিক মানুষ কালকে চায় সমাজে নিজস্ব স্বতন্ত্র পরিচয়। সে বিষয়ে কিছু সুযোগ পাওয়ার চাহিদা থেকেই যায়। তাই আজ আর কোনও কথা নেই আমাদের, আছে শুধুমাত্র প্রত্যাশা পূরণের অপেক্ষা।'

খানাকুলে স্কুল পড়ুয়াদের উৎসাহিত করতে মহাকাশ গবেষণা নিয়ে আন্তর্জাতিকমানের কর্মশালা

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করল আরামবাগ মহকুমার একটি ঐতিহ্যবাহী স্কুল। শুক্রবার বিকালবেলা আকাশবিদ্যা তথা মহাকাশ গবেষণা নিয়ে বিশেষ কর্মশালা হয় এই মহকুমার খানাকুলের রামনগর অতুল বিদ্যালয়ে। মূলত আন্তর্জাতিক অ্যাস্ট্রোনোমিকাল ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেলিস্কোপের ব্যবহার নিয়ে ওই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি বিভিন্ন স্কুল থেকে আগত ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে কলমে শেখানো হয়। জানা গেছে, বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে প্রায় ১৫০ জন ছাত্রছাত্রী এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে। ছাত্র-ছাত্রীরা নিজে উদ্যোগে টেলিস্কোপ তৈরি করে আনে এবং সেগুলো প্রদর্শিত হয়। আন্তর্জাতিক অ্যাস্ট্রোনোমিকাল ইউনিয়ন এর প্রতিনিধি সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়

উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি কিভাবে সহজে টেলিস্কোপ তৈরি করা সম্ভব সে সম্পর্কে হাতে-কলমে করে দেখান। ছাত্রছাত্রীরা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত নিজেরা টেলিস্কোপ তৈরি করে এবং রাতের আকাশ পর্যবেক্ষণ করে অনেক অজানা তথ্য জানতে পারে। রামনগর অতুল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অমিত কুমার আঢ্য বলেন, ভারতবর্ষ আগামী কয়েক বছরের মধ্যে মহাকাশ গবেষণায় জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করবে। তার জন্য প্রচুর পরিমাণে মহাকাশ গবেষক প্রয়োজন। এর মাধ্যমে বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীরা মহাকাশ গবেষণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহযোগিতা করবে। তিনি আরও জানান, এদিন এই মহাকাশ গবেষণা নিয়ে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। অপরদিকে ওই কর্মশালায় আগত ছাত্রছাত্রীরা জানায়, এদিন স্কুলের প্রধান শিক্ষকের উদ্যোগে আমাদের রামনগর অতুল বিদ্যালয়ের এই কর্মশালা হয়। খানাকুলের বিভিন্ন এলাকার বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে হাতে কলমে টেলিস্কোপ তৈরি এবং অত্যাধুনিক টেলিস্কোপের সাহায্যে রাতের আকাশ পর্যবেক্ষণ করা হয়। এই পর্যবেক্ষণের ফলে আমরা আকাশ সম্পর্কে বহু অজানা তথ্য জানতে পারলাম। পাঠ্য বইয়ের সঙ্গে বাস্তবে অজানা আকাশ সম্পর্কে বহু তথ্য সংগ্রহ করতে পেরে খুব ভালো লাগছে। সবমিলিয়ে আরামবাগ মহকুমায় মহাকাশ গবেষণা নিয়ে এইরকম এক কর্মশালা এই প্রথম হচ্ছে বলে মনে করছেন শিক্ষক মহলের একাংশ। পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের মহাকাশ গবেষণা নিয়ে ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানায় খানাকুলের মানুষ।

e-Tender are being invited by Superintending Engineer (P.W.D.) Western Electrical Circle, from eligible contractors bearing NIQ No. and Tender ID as follows:- NIT No.- WBPWD/SEWEC/AED/NIQ-10/2024-25. Tender ID : 2024_WBPWD_688426_1. **Name of the Work :** Annual Comprehensive Maintenance of 2.5/3.0 Ton capacity Inverter type Split type Air Conditioner machines and 12 HP 2 nos VRF System installed at Asansol New Circuit House of Paschim Bardhaman. For details see website : **https://etender.wb.nic.in**.

Sd/- Superintending Engineer, P.W.D. Western Electrical Circle

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার নোটিস নং.ঃ ০৯-এসডিএসটিই-এএসএন-২০২৪-২৫ তারিখ ১৮.০৪.২০২৪-এর পরিপ্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। সিনি. ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **কাজের নাম/স্থান:** "আসানসোল ডিভিসন- সোনাচরাতে ই.আই.-এর ওয়ার্ম স্ট্যান্ডবাই থেকে হট স্ট্যান্ডবাইতে পরিবর্তন।" **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ** ₹ ২,০৮,৮৮,১৭৮.৬২; **বায়না অর্থঃ** ₹ ২,৫৪,৫০০.০০; **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১৫.০৫.২০২৪ বিকেল ৩ টে। **ওয়েবসাইটের বিবরণঃ** http://www.ireps.gov.in এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতে হাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। টেন্ডারদাতা/ দরপ্রস্তাবদাতাদের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট অবশ্যই থাকতে হবে এবং আইআরইপিএস পোর্টালে অবশ্যই নথিভুক্ত হতে হবে। কেবলমাত্র নথিভুক্ত টেন্ডারদাতা/ দরপ্রস্তাবদাতারাই ই-টেন্ডারিং-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ASN-22/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে লখনউকে জয়ে ফেরাল রাহুলের ব্যাট

নিজস্ব প্রতিনিধি: চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে সহজ জয় তুলে নিল লখনউ সুপার জায়ান্টস। রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের দল প্রথমে ব্যাট করে তোলে ৬ উইকেটে ১৭৬ রান। জবাবে লোকেশ রাহুলেরা ১৯ ওভারে ২ উইকেটে তুলল ১৮০ রান। পর পর দুই ম্যাচে হারের পর ঘরের মাঠে জয় পেল লখনউ। টস জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন লখনউ অধিনায়ক রাহুল। গ্রিন পার্কের ২২ গজে চেন্নাইয়ের ইনিংসের শুরুটা ভাল হয়নি। তবু তারা লড়াই করার মতো জায়গায় পৌঁছয় আট নম্বরে নামা মহেন্দ্র সিংহ ধোনির ৯ বলে ২৮ রানের ঝোড়ো ইনিংসের সুবাদে।

জয়ের জন্য ১৭৭ রান তাড়া করতে নেমে ওপেনিং জুটিতে লখ নউ ১৫ ওভারে তুলল ১৩৪ রান। কুইন্টন ডিকক করলেন ৪৩ বলে ৫৪ রান। ৫টি চার এবং ১টি ছয় মারলেন তিনি। রাহুলের সঙ্গে তাঁর এই জুটি এ বারের আইপিএলে ওপেনিং জুটিগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ। তাঁদের জুটিতেই লখনউয়ের জয় এক রকম নিশ্চিত হয়ে যায়। ডিকক আউট হওয়ার পর রাহুলের সঙ্গে যোগ দেন নিকোলাস পুরান। তাঁরা দু'জনে দলকে প্রায় জয়ের দরজায় পৌঁছে দিলেন। অনবদ্য ইনিংস খে লে দলের গুরুত্বপূর্ণ জয়ে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিলেন রাহুল। শেষ পর্যন্ত তিনি করলেন ৫৩ বলে ৮২ রান। ৯টি চার এবং ৩টি ছয় দিয়ে সাজালেন নিজের ইনিংস। পুরান করলেন ১২ বলে ২৩ রান। অপরাজিত ইনিংসে তিনি মারলেন ৩টি চার এবং ১টি ছয়। চার নম্বরে নেমে মার্কাস স্টোইনিস অপরাজিত থাকলেন ৮ রান করে। চেন্নাইয়ে কোনও বোলারই এ দিন তেমন নজ কাটতে পারলেন না। ১টি করে উইকেট নিলেন মাথিসা পাতিরানা এবং মুস্তাফিজুর রহমান।

এর আগে চেন্নাইয়ের ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারের প্রথম বলেই আউট হয়ে যান রাচিন রবীন্দ্র (শূন্য)। তিন নম্বরে নেমে রান পেলেন না অধিনায়ক রুতুরাজও। তিনি করলেন ১৩ বলে ১৭ রান। চার নম্বরে নেমে দলের ইনিংসকে ভরসা দিলেন রবীন্দ্র জাডেজা। উইকেটের অন্য প্রান্ত আগলে রেখেছিলেন অপর ওপেনার অজিঙ্ক রাহানে। তিনি ৫টি চার এবং ১টি ছয়ের সাহায্যে করলেন ২৪ বলে ৩৬ রান। শিবম দুবে (৩), সমীর রিজভিরা (১) দ্রুত আউট হয়ে যাওয়ায় আবার চাপে পড়ে যায় চেন্নাইয়ে ইনিংস। ফলে রান তোলার গতি মাঝের ওভারগুলিতে বাড়াতে পারেনি চেন্নাই। সাত নম্বরে নেমে কিছুটা লড়াই করলেন মইন আলি। ইংরেজ ক্রিকেটার ৩টি ছয়ের সাহায্যে ২০ বলে ৩০ রানে ইনিংস খেললেন। শেষ দিকে নেমে জাডেজার সঙ্গে জুটি বেধে দ্রুত রান তুললেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনি। তাঁরাই চেন্নাইকে পৌঁছে দিলেন লড়াই করার মতো জায়গায়। জাডেজা শেষ পর্যন্ত করলেন অপরাজিত ৫৭। ৪০ বলের ইনিংসে জাডেজা মারলেন ৫টি চার এবং ১টি ছক্কা। ধোনি নিজের ২৮ রানের ইনিংসটি সাজালেন ৩টি চার এবং ২টি ছয় দিয়ে।

লখনউয়ের সফলতম বোলার ক্রুণাল পাণ্ড্য ১৬ রানে ২ উইকেট নিলেন। ৭ রানে ১ উইকেট স্টোইনিসের। ৩৭ রানে ১ উইকেট মহসিন খানের। ১টি করে উইকেট পেলেন যশ ঠাকুর এবং রবি বিষ্ণোইও।

‘জয় তো জয়ই’ মনে হচ্ছে পান্ডিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৯২ রানের পুঁজি ছিল মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের। ১৪ রানে ৪ উইকেট হারানোর পর ১১১ রানে প্রতিপক্ষ পাঞ্জাব কিংসের ৭ উইকেট ফেলেও দিয়েছিল। তবে সে ম্যাচ জিততেই রীতিমতো গলদঘর্ম অবস্থা হয়েছে মুম্বাইয়ের, পাঞ্জাব তো প্রায় হাতের মুঠোয় এনেও ফেলেছিল জয়। কিন্তু মুম্বাই অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়ার কাছে জয়টিই বড় কথা, কীভাবে এল তা নিয়ে ভাবতে চান না।

শেষ পর্যন্ত ৯ রানে জেতা ম্যাচটি নিয়ে পান্ডিয়া বলেছেন, ‘দারুণ একটি ক্রিকেট ম্যাচ। আমার তো মনে হয় সবার স্নায়ুর পরীক্ষা হয়ে গেছে। ম্যাচের আগেই আমরা কথা বলেছিলাম;আমরা কেমন সেটির পরীক্ষা এ ম্যাচে হবে। সেটি ছাড়া আর কিছু ছিল না আসলে।’

২৮ বলে ৬১ রানের ইনিংস খে লা পাঞ্জাব ব্যাটসম্যান আশুতোষ শর্মার দারুণ প্রশংসাও করেছেন পান্ডিয়া। শুরুতে চাপে পড়লেও পাঞ্জাবের অমন ঘুরে দাঁড়ানোতেও অবাক নন তিনি, ‘স্বাভাবিকভাবেই তখন এগিয়ে গিয়েছি বলে মনে হবে। কিন্তু একইসঙ্গে আমরা এটাও জানি, আইপিএলের এমন ম্যাচ হাজির করার স্বভাব আছে। যেখানে প্রতিপক্ষ ঘুরে দাঁড়াতে পারে। ঠিক সে রকমই ব্যাপার ছিল এটি।’

এ মৌসুমে রোহিত শর্মাকে সরিয়ে পান্ডিয়াকে নেতৃত্ব দেওয়ার পর থেকে সময়টা ঠিক সুবিধার যায়নি মুম্বাইয়ের। আরও অনেক মৌসুমের মতো এবারও তাদের শুরুটা হয়েছে হোঁচট খেয়ে। টানা তিন ম্যাচ হারের পর অবশ্য ছন্দ ফিরে পাচ্ছে দলটি, সর্বশেষ ৪ ম্যাচের ৩টিই জিতে এখন পয়েন্ট তালিকার সাতে আছে।

জয়টি দাপুটে না হলেও মুম্বাই অধিনায়কের তাই কিছু যায় আসে না, ‘আমরা টাইমআউটে কথা বলেছি। যে তোমরা জানো আমরা কতটা সুন্দর খেললাম, তাতে কিছু যায় আসে না। আমরা শুধু এটা নিশ্চিত করব যে আমরা লড়াই চালিয়ে যাব।’

এরপর তিনি বলেন, ‘হ্যাঁ, বোলিংয়ে অনেক জায়গা আছে যেগুলোর দিকে আমরা নজর দিতে পারি। এবারের মতো আলগা বল যাতে সামনে না করি। হ্যাঁ ব্যাটাররা মোটামুটি ভালো শট খেললেও এটাও বলতে হবে, কয়েকটি বিভাগে এবং কয়েকটি ওভারে আমরা বেশ আলগা ছিলাম। তারই মাশুল হিসেবে ম্যাচ এতদূর এসেছে। তবে যা-ই হোক না কেন, জয় তো জয়ই।’

২০ ওভারের ম্যাচ যখন ২ বলেই শেষ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২ বল। রাওয়ালপিন্ডিতে দীর্ঘ অপেক্ষার পর পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ড সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচের দৈর্ঘ্য ছিল এতটুকুই। ম্যাচকে ঘিরে আবহাওয়ার পূর্বাভাস সুবিধার ছিল না, শেষ হাসিটা শেষ পর্যন্ত বৃষ্টিরই। তবে বৃষ্টিতে চূড়ান্তভাবে খেলা শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই রেকর্ড বইয়ের ওপরের দিকে জায়গা করে নিয়েছে ম্যাচটা।

এমনিতে কোনো ম্যাচে টস হলেই সেটি রেকর্ডে যুক্ত হয়। মানে ম্যাচটি খেলোয়াড়, দলের পরিসংখ্যানে গণ্য হয়। টস হওয়ার পর কোনো বল হওয়ার আগেই পরিত্যক্ত হয়ে যাওয়া আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টির সংখ্যা ১২টি। ২০০৭ সালে প্রথম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ডারবানে ভারত ও স্কটল্যান্ড ম্যাচে প্রথমবার হয়েছিল এমন। স্কটল্যান্ড টসে জিতলেও মাঠে গড়াতে পারেনি একটি বলও। সর্বশেষ গত বছর একই দিনে এমন দুটি ম্যাচ দেখা যায় বুলগেরিয়ার সোফিয়ায়। চার জাতি টুর্নামেন্টে প্রথমে ক্রোয়েশিয়া-তুরস্কের পর বুলগেরিয়া-সার্বিয়া ম্যাচে টস হলেও কোনো বল হয়নি।

তবে মাঠে বল গড়িয়েছে, এমন ম্যাচগুলোর মধ্যে সংক্ষিপ্ততম ম্যাচ এখন যৌথভাবে দুটি। দুটিতেই আছে নিউজিল্যান্ডের নাম। ২০১৩ সালে ওভালে ইংল্যান্ডের পর গতকাল রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে নিউজিল্যান্ডের ম্যাচ স্থায়ী হয়েছে ২ বল।

মজার ব্যাপার হলো, ২ ম্যাচেই স্কোরটা একই;০.২ ওভারে ২/১। দুই ম্যাচেই একজন ব্যাটসম্যান আউট হয়েছেন দ্বিতীয় বলে। ওভালে নিউজিল্যান্ড পেসার মিচেল ম্যাকলানাহানের বলে আউট হয়েছিলেন ইংলিশ ওপেনার মাইকেল লাম্ব, গতকাল শাহিন শাহ আফ্রিদির বলে আউট হয়েছেন নিউজিল্যান্ডের অভিষিক্ত ওপেনার টিম রবিনসন।

এ দুটি ম্যাচের বাইরে ১০ বল বা এর নিচে ম্যাচ আছে আরও দুটি। ২০২০ সালে বুলগেরিয়া ও সার্বিয়ার ম্যাচটি টিকে ছিল ৩ বল। ২০২১ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও পাকিস্তান প্রভিডেন্সে খেলতে পেরেছিল ৮ বল। এমনিতে টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ফল আনতে প্রতি ইনিংসে অন্তত ৫ ওভার করে খেলা হতে হয়। ফল এসেছে (মানে কোনো দল জিতেছে বা টাই হয়েছে) এমন ম্যাচগুলোর মধ্যে সংক্ষিপ্ততম মালাউই ও সেন্ট হেলেনার। ২০২২ সালে রুয়ান্ডায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের উপ, আঞ্চলিক বাছাইপর্বের ম্যাচটি ছিল ৫২ বলের। ৫ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ৩৭ রান তুলেছিল সেন্ট হেলেনা, মালাউই জিতেছিল ৩.৪ ওভারে। আইসিসির পূর্ণ সদস্যদেশগুলোর মধ্যে সংক্ষিপ্ততম ম্যাচ হিসেবে রেকর্ডে আছে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের নাম। তবে সে ম্যাচটি ছিল এশিয়ান গেমসে, কার্যত দুটি দেশের হয়েই খেলেছেন ‘এ’ দলের খেলোয়াড়েরা। ৫ ওভারের ম্যাচটি বাংলাদেশ জিতেছিল শেষ বলে গি

এর বাইরে আইসিসির পূর্ণ সদস্য দুটি দেশের মধ্যে সংক্ষিপ্ততম ম্যাচটি ৮২ বলের। ২০১৪ সালে ডারবানে স্বাগতিক দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার ম্যাচটি নেমে এসেছিল ৭ ওভারে। দক্ষিণ আফ্রিকার দেওয়া ৮১ রানের লক্ষ্য অস্ট্রেলিয়া পেরিয়ে যায় ২ বল বাকি রেখেই।

আর টাই হওয়া ম্যাচগুলোর মধ্যে সংক্ষিপ্ততম ২০১৯ সালে ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ডের সিরিজের পঞ্চম ম্যাচটি, যেটি নেমে এসেছিল ১১ ওভারে। মূল ম্যাচে দুই দলের রান সমান হওয়ার পর সুপার ওভারে গিয়ে জেতে ইংল্যান্ড।

ফাস্ট বোলিংয়ের ‘ডক্টর’ বুমরার জন্যও কঠিন টি-টোয়েন্টি

নিজস্ব প্রতিনিধি: সামর্থ্য থাকলে যশপ্রীত বুমরাকে ফাস্ট বোলিংয়ের ডক্টরেট ডিগ্রি দিতেন ইয়ান বিশপ। মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের ফাস্ট বোলারের যোগাযোগের সামর্থ্য, জানাশোনা, প্রকাশের ধরন;সবই পছন্দ ধারাভাষ্যকার বিশপের। বুমরাকে ‘প্রফেসর’ ট্যাগ দিয়ে বিশপ বলেছেন, উঠতি পেসারদের জন্য বুমরার লেকচারের ব্যবস্থাও করতেন তিনি এবং সেটি করতেন বুমরা অবসর নেওয়ার আগেই।

গতকাল রাতে পাঞ্জাব কিংসের বিপক্ষে বুমরার ম্যাচজয়ী পারফরম্যান্সের পর এক্সে এমন বলেছেন সাবেক ক্যারিবীয় পেসার বিশপ। মুম্বাইয়ের ১৯২ রানের জবাবে ১৮৩ রান তুলেছে পাঞ্জাব, এমন ম্যাচেও বুমরা মাত্র ২১ রানে ৩ উইকেট নিয়ে হয়েছেন ম্যাচসেরা। নিজের চতুর্থ বলে দুর্দান্ত এক ইয়র্কারে রাইলি রুশোকে বোল্ড করেছেন বুমরা, চোখে লেগে থাকার মতোই এক ডেলিভারি ছিল সেটি। রুশোর যেন কিছুই করার ছিল না সে বলের বিপক্ষে।

যাঁর সামনে প্রায়ই ব্যাটসম্যানদের এমন অসহায় হয়ে পড়তে হয়, সেই বুমরাই বলছেন, টি-টোয়েন্টির এই যুগে বোলারদের কাজ কতটা কঠিন। আইপিএলের এ মৌসুমেই সর্বোচ্চ স্কোরের রেকর্ড দুবার গড়েছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, টি-টোয়েন্টির এক ম্যাচে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ডও দেখা গেছে। কিন্তু এমন মৌসুমেও ৭ ম্যাচে মাত্র ৫.৯৬ ইকোনমিতে বোলিং করে বুমরা নিয়েছেন ১৩টি উইকেট।

এমন পরিস্থিতিতেও টিকে থাকাটাই মূল ব্যাপার, মনে করেন বুমরা, ‘কিন্তু আমার মনে হয় এ ব্যাপারগুলো ঠিক আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। এখন যা করা যায়, নিজের সামর্থ্যের সেরাটুকু দিয়ে প্রস্তুতি নেওয়া। যেকোনো পরিস্থিতিতে নিজের ওপর আস্থা রাখা। কারণ, এই সবকিছু একটা ভালো মানসিক অবস্থানে পৌঁছে দেবে, এরপর মুখে হাসি নিয়ে আপনি নিজের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারবেন।’

এমনিতে মুম্বাই ডেথ ওভারেই বুমরার প্রভাবের ওপর বেশি নির্ভর করে। তবে বুমরা চান দ্রুতই ভূমিকা রাখতে, ‘অবশ্যই বলে যখন কিছু (সহায়তা) আছে, সে সময় প্রভাব ফেলতে চাইবেন। কারণ, এ সংস্করণে বলে হয়তো দুই ওভার সুইং থাকে। যখন বেশি বোলিং করতে চাইব, সেটি টেস্টে করব। সেখানেই আমার বেশি বোলিংয়ের ইচ্ছা পূরণ হয়। এ সংস্করণে প্রথম দুই ওভারে বল সুইং করার সময়ই আপনি প্রভাব ফেলতে চাইবেন। সুযোগ পেলে অবদান রাখতে পারলে ভালো লাগে।’

প্রথম তিন ম্যাচ টানা হেরে মৌসুম শুরু করা মুম্বাই পরের চার ম্যাচে জিতল তিনটি। তাদের পরের ম্যাচ ২২ এপ্রিল, জয়পুরে রাজস্থান রয়্যালসের বিপক্ষে।

বুমরাকে সুইপে ছক্কা, কে এই আশুতোষ শর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি: যশপ্রীত বুমরা ইয়র্কারই মারতে চেয়েছিলেন। সেটা অনুমান করে আশুতোষ শর্মা এক হাঁটু ভেঙে নিচু হয়ে সুইপ করে বল পাঠালেন স্কয়ার লেগ দিয়ে গ্যালারিতে। চণ্ডীগড়ের মুলানপুর স্টেডিয়ামের ভরা গ্যালারি তখন হাঁ হয়ে তাকিয়ে। ম্যাচ শেষে জহির খ ান যাঁর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, ‘এযাবৎ বুমরার বলে এমন সুইপ শট খেলতে আমি কাউকেই দেখি নি।’

এবারের আইপিএলের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি, ওভারপ্রতি রান খ রচ যাঁর ছয়েরও নিচে, সেই বুমরার বলে আশুতোষ সুইপে ছক্কাটি মেরেছেন বৃহস্পতিবার মুম্বাই, পাঞ্জাব ম্যাচে। শুধু ওই একটিই নয়, মুম্বাইয়ের বিপক্ষে পাঞ্জাবের এই ব্যাটসম্যান ছক্কা মেরেছেন মোট ৭টি। মুম্বাইয়ের ১৯২ রান তাড়ায় পাঞ্জাব মাত্র ১৪ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে ফেলার পরও যে শেষ পর্যন্ত মাত্র ৯ রানে হেরেছে, তাতে মূল কারণ আশুতোষের ২৮ বলে ৬১ রানের ইনিংস।

আশুতোষের ঝোড়ো ইনিংসটি মুম্বাইকে একসময় হারের পথই দেখ াচ্ছিল। সেটা কাটিয়ে উঠতে পারার পর ম্যাচ শেষে আশুতোষের প্রশংসাই ঝরেছে মুম্বাই অধিনায়ক পান্ডিয়ার কণ্ঠে, ‘এ ধরনের একটা ইনিংস, অবিশ্বাস্য। প্রায় সব বলই ব্যাটের মাঝ ব্যবহার করে খেলেছে। ওর ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী।’

এই আশুতোষ কিন্তু ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদের ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছেন ছয় মাস ধরেই। গত অক্টোবরে ভারতের ঘরোয়া টি, টোয়েন্টি প্রতিযোগিতা সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে যুবরাজ সিংয়ের দ্রুততম ফিফটির রেকর্ড ভেঙেছিলেন। রেলওয়ের হয়ে অরুণাচল প্রদেশের বিপক্ষে আশুতোষ ফিফটির মাইলফলক স্পর্শ করেন মাত্র ১১ বলে, পেছনে পড়ে যায় ২০০৭ টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে যুবরাজ সিংয়ের ১২ বলে ফিফটির রেকর্ড। গত সেপ্টেম্বরে এশিয়ান গেমসে মঙ্গোলিয়ার বিপক্ষে ৯ বলে পঞ্চাশ ছুঁয়ে দ্রুততম টি,টোয়েন্টি ফিফটির বিশ্ব রেকর্ড গড়েছেন নেপালের দীপেন্দ্র সিং। এই তালিকায় আশুতোষের নামটা দ্বিতীয়।

২৫ বছর বয়সী আশুতোষ আইপিএল খেলছেন এবারই প্রথম। যদিও বয়স অনুসারে আরও আগেই তাঁর আইপিএল দলগুলোর নজরে পড়ার কথা। মধ্যপ্রদেশের বয়সভিত্তিক দল হয়ে ২০১৮ সালে সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে অভিষেক হয়েছিল আশুতোষের। সে মৌসুমে তিনটি ফিফটিসহ রান করেছিলেন ২৩৩, যা দলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।

কিন্তু পরের মৌসুমে কোচ পরিবর্তন হওয়ার পর দল থেকে বাদ পড়েন আশুতোষ। সে ঘটনার বিষয়ে ক্রিকইনফোকে আশুতোষ বলেন, ‘নতুন কোচ আমাকে পছন্দ করতেন না। আমি তখন বিষণ্নতায় পড়ে গিয়েছিলাম। করোনা মহামারি আসার পর একসঙ্গে ২০ জনের বেশি দলের সঙ্গে নেওয়া হতো না। দলের সঙ্গে থাকার সুযোগও হতে না।’ কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই দল থেকে বাদ পড়ার ওই ঘটনায় পরবর্তী দু,তিন বছর খুব বাজে সময় কেটেছে বলে জানান আশুতোষ।

শীর্ষ পর্যায়ের ক্রিকেটে টানা চার বছর না খেলার পর আশুতোষের ক্যারিয়ার পুনরুত্থানে ভূমিকা রাখে রেলওয়ে। ভারতের রেলওয়ে দল তাঁকে ২০২৩ সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে খেলায়, আর এর পরই আইপিএলের মিনি নিলামে তাঁকে ২০ লাখ রুপির ভিত্তিমূল্যে কিনে নেয় পাঞ্জাব।

ক্রিকেট ক্যারিয়ারে নতুন জীবন পাওয়া আশুতোষ এখন পর্যন্ত টি, টোয়েন্টি খেলেছেন ১৮টি। এর মধ্যেই তাঁর ছয়ের সংখ্যা ৪৩, প্রতি ম্যাচে ২.৩৮ করে। এবারের আইপিএলে চার ম্যাচে আশুতোষ ছয় মেরেছেন ১৩টি। ৭৬ বল খেলে রান ২০৫ স্ট্রাইক রেটে ১৫৬ রান।

বুমরার বলে সুইপে ছয় বা যুবরাজের রেকর্ড ভাঙার ঘটনা কেউ যদি মনে নাও রাখে, ছক্কার সামর্থ্যে হলেও এই আশুতোষ নিজেকে চিনিয়েই যাবেন। লক্ষণ কিন্তু এমনটাই বলছে।

২০২৬ বিশ্বকাপ পর্যন্ত জার্মানির কোচ নাগলসমান

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগামী জুন, জুলাইয়ে ঘরের মাঠে ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ খেলবে জার্মানি। গুঞ্জন ছিল ইউরো শেষেই জাতীয় দলের প্রধান কোচের দায়িত্ব ছেড়ে দেবেন ইউলিয়ান নাগলসমান, ফিরবেন সাবেক ঠিকানা বায়ার্ন মিউনিখে।

তবে গুঞ্জন উড়িয়ে জার্মানি জাতীয় দলেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নাগলসমান। জার্মান ফুটবল ফেডারেশনের (ডিএফবি) সঙ্গে ২০২৬ বিশ্বকাপ পর্যন্ত চুক্তির মেয়াদ বাড়িয়েছেন ৩৬ বছর বয়সী এ কোচ।

ডিএফবির সঙ্গে চুক্তি নবায়নের পর নাগলসমান বলেছেন, ‘সিদ্ধান্তটা হৃদয় থেকে নিয়েছি। জাতীয় দলকে প্রশিক্ষণ দিতে পারা এবং দেশের সেরা খেলোয়াড়দের সঙ্গে কাজ করতে পারা আমার জন্য অনেক বড় সম্মানের। দারুণ পারফর্ম করে সাফল্য পাওয়ার মাধ্যমে পুরো দেশকে অনুপ্রাণিত করার সুযোগ আমাদের আছে।’

গত বছরের সেপ্টেম্বরে হানসি ফ্লিককে বরখাস্ত করে নাগলসমানকে দায়িত্ব দেয় ডিএফবি। প্রাথমিকভাবে ফেডারেশনের সঙ্গে ২০২৪ ইউরো পর্যন্ত চুক্তি ছিল। তাঁর অধীনে এখন পর্যন্ত ৬টি ম্যাচ খেলেছে জার্মানি। জিতেছে ৩টি, হেরেছে ২টি ও ড্র করেছে ১টি ম্যাচ। ৩ জয়ের মধ্যে সর্বশেষ ২টি আবার দুই পরাশক্তি নেদারল্যান্ডস ও ফ্রান্সের বিপক্ষে।

সেটাই নাগলসমানকে ব্রুস, নয়ার,মুলার,হাভার্টজদের সঙ্গে থেকে যেতে অনুপ্রাণিত করেছে, ‘মার্চে ফ্রান্স ও নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে জয় দুটি সত্যিই আমাকে ছুঁয়ে গেছে। আমরা নিজেদের মাঠে সাফল্যমণ্ডিত ইউরো খেলতে চাই। আমি এখন সেদিকেই তাকিয়ে আছি এবং (এরপর) আমার কোচিং দলকে নিয়ে বিশ্বকাপ চ্যালেঞ্জ নেওয়ার অপেক্ষায় থাকব।’

বারবার চোটে পড়ার কারণে মাত্র ২০ বছর বয়সে খেলোয়াড়ি জীবনকে বিদায় বলে দেন নাগলমান। এরপর ঝুঁকে পড়েন কোচিংয়ে। শীর্ষ পর্যায়ের ক্লাব ফুটবলে তাঁর কোচিংয়ে হাতেখড়ি হয় টিএসজি হফেনহাইমকে দিয়ে। জার্মান বুন্দেসলিগার ক্লাবটিতে ৪ বছর দায়িত্বে ছিলেন।

২০১৯ সালে হফেনহাইম ছেড়ে লাইপজিগের কোচ হন নাগলসমান। তাঁর অধীনেই লাইপজিগ ২০১৯,২০ চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনালে ওঠে। পরের মৌসুমে জার্মান কাপে হয় রানারআপ। দুই মৌসুম দায়িত্বে থেকে দুবারই দলকে বুন্দেসলিগা পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ তিনে রাখতে সক্ষম হন। কম বাজেটের দল নিয়েও লাইপজিগকে সাফল্য এনে

দেওয়ায় বিশ্ব ফুটবলে নাগলসমানের সুনাম দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ২০২১ সালে জার্মানির সফলতম ক্লাব বায়ার্ন মিউনিখের কোচ হন নাগলসমান। মাত্র ২ মৌসুমেই বায়ার্নকে জেতান ৩টি শিরোপা। সময়টা ভালোই যাচ্ছিল। কিন্তু জার্মানির শীর্ষ দৈনিক বিল্ডের বায়ার্ন মিউনিখ প্রতিনিধি লিনা ভুরজেনবার্গারের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়াতেই সবকিছু ওলট, পালট হয়ে যায়। খবর বের হয়, ভুরজেনবার্গার নাকি বায়ার্নের ড্রেসিংরুমের তথ্য বাইরে পাচার করেন। শেষ পর্যন্ত গত বছরের মার্চে নাগলসমানকে ছাঁটাই করে বায়ার্ন। ধারণা করা হয়, সাংবাদিক প্রেমিকা ভুরজেনবার্গারের কারণেই বায়ার্নের চাকরি হারাতে হয় তাঁকে।

এরপর চেলসি, পিএসজি, টটেনহামসহ বেশ কয়েকটি ক্লাব নাগলসমানের প্রতি আগ্রহ দেখ ালেও শেষ পর্যন্ত জার্মানি জাতীয় দলের দায়িত্ব নেন তিনি। নতুন দায়িত্ব বুঝে পেয়েই বেশ কিছু বদল আনেন নাগলসমান। জাতীয় দলে বায়ার্ন মিউনিখ ও বরুসিয়া ডর্টমুন্ড খেলোয়াড়দের প্রাধান্য দেওয়ার প্রথা ভেঙে সত্যিকার অর্থেই ফর্মে থাকাদের সুযোগ দিতে থাকেন। মাত্র ৬ ম্যাচেই ৩১ ফুটবলারকে খেলানো সেটারই প্রমাণ।

এ মৌসুমে বুন্দেসলিগা পয়েন্ট তালিকার তিনে থাকা স্টুটগার্টের ক্রিস ফুহরিখ, মাক্সিমিলিয়ান মিটলস্টাট, ডেনিজ উনডাভ, ভালডেমার আন্তন, জশা ভাগনোমানদের মতো অচেনা জাতীয় দলে খেলার সুযোগ দেন নাগলসমান। এ ছাড়া হফেনহাইমের মাক্স বিয়ার, হাইডেনহাইমের ইয়ান, নিকলাস বেস্তেকেও তিনি স্কোয়াডে রাখেন। বায়ার লেভারকুসেনের হয়ে বুন্দেসলিগা জেতা ফ্লোরিয়ান ভির্টৎসকেও স্বাধীনভাবে খেলার সুযোগ দিয়েছেন নাগলসমান। তবে তিনি সবচেয়ে বড় চমকটা দিয়েছেন টনি ব্রুসকে অবসর ভেঙে ফেরায় ভূমিকা রেখে।

ফ্লিকের অধীনে জার্মানি যে দুঃসময় পার করেছে, সেখান থেকে দলকে এত অল্প সময়েই এক সুতোয় বাঁধতে পারাটাই হয়তো ২০২৬ বিশ্বকাপ পর্যন্ত নাগলসমানের চুক্তি বাড়াতে ডিএফবিকে আগ্রহী করে তুলেছে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**